নেপাল

দেখার এবং করার মতো সেরা জিনিস



© backpackandsnorkel.com

Contents

1. কেন আপনি নেপাল সফর করবেন? 8

2.1 দাবিত্যাগ 11
2.2 কপিরাইট 12

3. নেপাল সম্পর্কে সাধারণ তথ্য 13
3.1 নেপালে যেতে আপনার কত সময় লাগবে? 13
3.2 নেপাল ভ্রমণের সেরা সময় কি? 14
3.3 নেপালের ইতিহাসের হাইলাইটস 16
3.4 নেপালে কীভাবে ঘুরবেন 19
3.4.1 কিভাবে নেপালে পাঠাও ব্যবহার করবেন 20
3.4.2 নেপালে কিভাবে inDrive ব্যবহার করবেন 22
3.4.3 নেপালের মধ্যে উড়ন্ত 22
3.4.4 নেপালে বাসে ভ্রমণ 24
3.4.5 নেপালে ড্রাইভারের সাথে গাড়ি ভাড়া করা 26
3.5 নেপালে টাকা, ক্রেডিট কার্ড এবং এটিএম মেশিন 27
3.6 এটা নেপালি নাকি নেপালি? 27
3.7 নেপালে কলের জল 27
3.8 টেলিফোন 28
3.9 কোন টাইম জোন নেপাল 28
3.10 নেপালের জন্য ভিসার প্রয়োজনীয়তা 29
3.11 নেপালে কথ্য ভাষা 29

4. আপনার নেপাল ভ্রমণের জন্য ভ্রমণসূচী 31
4.1 কাঠমান্ডুতে কোথায় থাকবেন 33
4.1.1 কাঠমান্ডুর থামেলে চমৎকার হোটেল 34
4.2 পোখারায় কোথায় থাকবেন 36
4.2.1 পোখারায় হোটেল এবিসি বুটিক হোটেল 37

5. নেপালের স্ব-নির্দেশিত সফর 39

5.1 দিন 1: কাঠমান্ডুতে পৌঁছান, রাতের খাবার উপভোগ করুন এবং সূর্যাস্তের জন্য স্বয়ম্ভুনাথ যান 39
5.1.1 কাঠমান্ডু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর নির্দেশিকা 39
5.1.2 সূর্যাস্তের জন্য স্বয়ম্ভুনাথ 42

5.2 দিন 2: থামেল এবং কাঠমান্ডু দরবার স্কোয়ারের স্ব-নির্দেশিত হাঁটা সফর 46
5.2.1 থামেলের স্ব-নির্দেশিত হাঁটা সফর 47
5.2.1.1 গা হিতি স্টোন স্পটস 49
5.2.1.2 বিক্রমশীলা মহাবিহা মন্দির 51
5.2.1.3 ভগবতী বহল মন্দির 53
5.2.1.4 ছওয়াসাল আজিমা স্থান 55
5.2.1.5 ত্রিদেবী মন্দির 57
5.2.1.6 তিব্বত বইয়ের দোকান 59
5.2.1.7 ধর্ম ধাতু স্তুপ 60
5.2.1.8 শ্রী গহ চৈত্য 62
5.2.1.9 ইখা নারায়ণ মন্দির 66
5.2.1.10 নরদেবী মন্দির 69
5.2.1.11 ইয়েতখা বাহা 72
5.2.1.12 কাঠমান্ডু দরবার স্কোয়ারের স্ব-গাইডেড ওয়াকিং ট্যুর 74
5.2.1.12.A গদ্দি বাইহাক 76
5.2.1.12.B ত্রৈলোক্য মোহন নারায়ণ মন্দির 78
5.2.1.12.C মাজু দেগা মন্দির 80
5.2.1.12.D মাদো পার্বতী মন্দির 82
5.2.1.12.E তাগো গান বেল 85
5.2.1.12.F পাথরের বিষ্ণু মন্দির 87
5.2.1.12.জি সরস্বতী মন্দির 88
5.2.1.12.এইচ সাইসিলিম দেগা 89
5.2.1.12.আমি রাজা প্রতাপ মল্ল কলাম 91
5.2.1.12.জে জগন্নাথ মন্দির 93
5.2.1.12.কে ইন্দ্রপুর মন্দির 95
5.2.1.12.L মহা বিষ্ণু মন্দির 97

5.2.1.12.এম শিব মন্দির 99
5.2.1.12.N শ্রী কাল ভৈরব মন্দির 100
5.2.1.12.হে কাগেশ্বর মহাদেব মন্দির (ভুবনেশ্বরা) 102
5.2.1.12.P তালেজু ভবানী মন্দির 104
5.2.1.12.Q মাখন মহাদেব মন্দির (সানো পশুপতি) 106
5.2.1.12.আর নীল বারাহী মন্দির 108
5.2.1.12.S কোটিলিঙ্গেশ্বর মহাদেব মন্দির 109
5.2.1.12.T শ্রী ভুবনেশ্বর মহাদেব মন্দির 110
5.2.1.12.উ কুমারী ঘর 112
5.2.1.12.V হনুমান ধোকা প্রাসাদ 115
5.2.1.13 আকাশ ভৈরব মন্দির 131
5.2.1.14 সেতো মছিন্দ্র নাথ মন্দির 132
5.2.1.15 আসান ডাবু মন্দির 135
5.2.1.16 আসান বাজার 137
5.2.1.17 অন্নপূর্ণা মন্দির 139
5.2.1.18 বাল গোপালেশ্বর 141
5.2.1.19 আনন্দ উদ্যানে ডিনার - ডিচেলিং গার্ডেন রেস্তোরাঁ 144

5.3 দিন 3: বৌদ্ধনাথ স্তূপ এলাকা, পাটন এবং পাটন দরবার স্কোয়ারের স্ব-নির্দেশিত হাঁটা সফর 146
5.3.1 বৌধনাথ স্তূপ এলাকা অন্বেষণ 146
5.3.1.1 দক্ষিণ প্রবেশদ্বার 148
5.3.1.2 বৌদ্ধনাথ স্তূপ 149
5.3.1.3 জামচেন লাখাং মঠ 152
5.3.1.4 গুরু লখাং মঠ 155
5.3.2 পাটানের স্ব-নির্দেশিত হাঁটা সফর 156
5.3.2.1 ইয়ালা ধোয়াখা 158
5.3.2.2 পিম্বাহাল পুখু 161
5.3.2.2A জিজিবিশা ক্যাফে এবং রেস্ট্রো 164
5.3.2.3 লোককীর্তি মহাবিহার 165
5.3.2.4 বুদ্ধ মূর্তি 169

5.3.2.5 নাগবাহল 170
5.3.2.6 হিরণ্য বর্ণ মহাবিহার 173
5.3.2.7 কুম্ভেশ্বর হিতি এবং কোন্তি পুখু হিতি 176
5.3.2.8 অশোক স্তূপ 178
5.3.2.9 পাটন দরবার চত্বর 180
5.3.2.9.একটি ভীমসেন মন্দির 182
5.3.2.9.B বিশ্বনাথ মন্দির 183
5.3.2.9.C মণিমণ্ডপ 184
5.3.2.9.D মাঙ্গা হিতি 186
5.3.2.9.ই মণি চৈত্য 188
5.3.2.9.F কৃষ্ণ মন্দির 189
5.3.2.9.জি পাটন যাদুঘর 192
5.3.2.9.H চর নারায়ণ মন্দির 194
5.3.2.9.I রাজা সিদ্ধি নরসিংহ মল্ল মূর্তি 196
5.3.2.9.J রাজা যোগনারেন্দ্র মল্ল মূর্তি 197
5.3.2.9.K তালেজু বেল 198
5.3.2.9.L মুল চক 200
5.3.2.9.M গণেশ মূর্তি 202
5.3.2.9.N নরসিংহ ও হনুমানের মূর্তি 204
5.3.2.9.ও মহারাণী হিতি 207
5.3.2.9.P চ্যাসিন দেওয়াল 208
5.3.2.10 বিশ্বকর্মা মন্দির 210
5.3.2.11 মহাবৌদ্ধ মন্দির 211
5.3.2.12 ওকু বহল রুদ্র বর্ণ মহাবিহার 215
5.3.3 ভোজন গৃহ 221

5.4 দিন 4: ভক্তপুর এবং ভক্তপুর দরবার স্কোয়ারের স্ব-নির্দেশিত হাঁটা সফর 224
5.4.1 ভক্তপুরের স্ব-নির্দেশিত হাঁটা সফর 225
5.4.1.1 উমা মহেশ্বর মন্দির এবং অনন্তলিঙ্গেশ্বর মন্দির 226
5.4.1.2 ভক্তপুর দরবার চত্বর 228
5.4.1.2.A প্রবেশদ্বার 231

5.4.1.2.B উগ্রচণ্ডী ও ভারিব মূর্তি 232
5.4.1.2.C জগন্নাথ মন্দির এবং রামেশ্বর মন্দির 235
5.4.1.2.D বদ্রীনাথ মন্দির 238
5.4.1.2.E গরুড় মূর্তি সহ গোপীনাথ কৃষ্ণ মন্দির 240
5.4.1.2.F কেদারনাথ মন্দির 243
5.4.1.2.G জাতীয় শিল্প জাদুঘর 245
5.4.1.2.H রাজা ভূপতিন্দ্র মল্লের মূর্তি 248
5.4.1.2.I তালেজু বেল 250
5.4.1.2.J গোল্ডেন গেট 252
5.4.1.2.K 55 উইন্ডোজের প্রাসাদ 254
5.4.1.2.L যম দ্বার চক 256
5.4.1.2.M দাথু চক 258
5.4.1.2.N লুন হিতি / গোল্ডেন ফাউন্টেন 260
5.4.1.2.ও থানথু দরবারে ভৈরব চক 264
5.4.1.2.P চ্যাসালিন মন্ডপ প্যাভিলিয়ন এবং লায়কু হিতি 266
5.4.1.2.Q ভাতশালা দুর্গা মন্দির 269
5.4.1.2.আর যক্ষেশ্বর মহাদেব মন্দির এবং ভক্তপুরের গুহ্যেশ্বরী 272
5.4.1.2.S সিদ্ধি লক্ষ্মী মন্দির এবং শঙ্খনারায়ণ মন্দির 275
5.4.1.2.T টুইন স্টোন লায়নস 278
5.4.1.2.ইউ যন্ত্র বৎসল মন্দির 280
5.4.1.2.V শীলু মহাদেব মন্দির 281
5.4.1.3 তৌমাধি চত্বর 284
5.4.1.4 ন্যায়পোলা মন্দির 286
5.4.1.5 ভৈরবনাথ মন্দির 288
5.4.1.6 স্টাইল ক্যাফেতে 290
5.4.1.7 মৃৎপাত্র স্কোয়ার 291
5.4.1.8 ব্যাকস্ট্রিট 295

5.5 দিন 5: নারায়ণহিতি প্রাসাদ যাদুঘর, স্বপ্নের বাগান এবং চন্দ্র গিরি পাহাড় 297
5.5.1 নারায়ণহিতি প্রাসাদ যাদুঘর 298
5.5.2 স্বপ্নের বাগান 301

5.5.3 চন্দ্র গিরি পাহাড় 303

5.6 দিন 6: কাঠমান্ডু থেকে গোর্খা দরবার হয়ে পোখরা ভ্রমণ 308
5.6.1 গোর্খা মিউজিয়াম 313
5.6.2 গোর্খা দরবার প্রাসাদ 317

5.7 দিন 7: পোখরা অন্বেষণ 319
5.7.1 ফেওয়া লেকে একটি নৌকা ভাড়া করুন 321
5.7.2 বিশ্ব শান্তি প্যাগোডা / শান্তি স্তূপ 324
5.7.3 শিব মূর্তি সহ পুমদিকোট ধর্মীয় এলাকা 327
5.7.4 তাশিলিং তিব্বতি বসতি 329
5.7.5 গুপ্তেশ্বর মহাদেব গুহা 331
5.7.6 দেবীর জলপ্রপাত 336
5.7.7 ধানের ক্ষেত 338
5.7.8 পুরাতন পোখরা বাজার 341
5.7.9 সারাংকোট ভিউ টাওয়ার 343
5.7.10 পোখরা ডিজনিল্যান্ড 346

5.8 দিন 8: পোখারা থেকে বান্দিপুর হয়ে কাঠমান্ডু ভ্রমণ 348
5.8.1 বন্দীপুর 349
5.8.2 বন্দিপুরে কোথায় থাকবেন 352
5.8.2 বান্দিপুরের স্ব-গাইডেড ওয়াকিং ট্যুর 353
5.8.2.1 প্রবেশ পথ পথচারী রাস্তা 354
5.8.2.2 বন্দিপুর পদ্মা লাইব্রেরি 355
5.8.2.3 খড়গা দেবী মন্দির 357
5.8.2.4 পঞ্চ ব্রিচ্যা 359
5.8.2.5 টুন্ডিখেল 360

6. সমাপনী মন্তব্য 363

1. কেন আপনি নেপাল সফর করবেন?

নেপাল ! শুধু নামটিই সুউচ্চ শৃঙ্গ, মাউন্ট এভারেস্ট এবং একটি প্রাণবন্ত সংস্কৃতির চিত্র তুলে ধরে। এবং অনুমান করুন, নেপাল হাইপ পর্যন্ত বাস করে। ব্যাঙ্ক ভাঙা ছাড়া, এই অবিশ্বাস্য দেশটি বিশ্বের চৌদ্দটি সর্বোচ্চ পর্বতমালার মধ্যে আটটি গর্বিত করে, সারা পৃথিবী থেকে অভিযাত্রীদেরকে তার শ্বাসরুদ্ধকর ল্যান্ডস্কেপের মধ্য দিয়ে ট্র্যাক করার জন্য আকৃষ্ট করে যেখানে পাহাড়ের ধারে নেমে আসা ঝরনা বন, শান্ত হ্রদ এবং জলপ্রপাত রয়েছে। প্রকৃতি এর চেয়ে ভালো কিছু পায় না।





কিন্তু নেপাল শুধু রোমাঞ্চ-সন্ধানীদের জন্য নয় - এর সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঠিক তেমনই চিত্তাকর্ষক। মন্দির, স্তূপ এবং প্রাসাদ দিয়ে কানায় পূর্ণ প্রাচীন শহরগুলি - এবং নেপালি জনগণের উষ্ণতা এবং প্রকৃত আতিথেয়তা একটি নিখুঁত ছুটির জন্য তৈরি করে।





তাই, আপনি যদি নেপালের সেরা অভিজ্ঞতা নিতে চান, তাহলে আমাদের Backpack and Snorkel পার্পল ট্রাভেল গাইড আপনাকে কভার করেছে। আমরা একটি 9 দিনের ভ্রমণসূচী তৈরি করেছি যা নেপালের দুটি প্রধান শহর কাঠমান্ডু এবং পোখারাতে অবশ্যই দর্শনীয় স্থান এবং অভিজ্ঞতার সাথে সাথে তাদের সংযোগকারী রাস্তার হাইলাইটগুলিকে কেন্দ্র করে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন: এই নির্দেশিকাটি শহর এবং আশেপাশের অঞ্চলগুলি অন্বেষণ করার বিষয়ে - আমরা করি।

কোনো ট্রেকিং ভ্রমণপথ অন্তর্ভুক্ত করবেন না।









আপনার নিখুঁত ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে আপনাকে সাহায্য করার জন্য, আমরা ফটো, Google মানচিত্রের অবস্থানগুলির লিঙ্ক এবং অতিরিক্ত পর্যালোচনা সহ এই নির্দেশিকাটি প্যাক করেছি, যাতে আপনি সহজেই খুঁজে পেতে পারেন যা আপনার আগ্রহের জন্ম দেয়। নেপালের জাদু উন্মোচন করার সাথে সাথে আমাদের সাথে আসুন!

এটি একটি গভীর নেপাল গাইড নয়। আপনি বড় ভ্রমণ গাইড কোম্পানি থেকে গভীরভাবে নেপাল গাইড কিনতে পারেন। আমাদের লক্ষ্য হল আপনাকে একটি আরামদায়ক নেপাল ভ্রমণে স্মরণীয় মুহূর্ত তৈরি করতে এবং আপনার ভ্রমণের জন্য নিখুঁত ভ্রমণপথ তৈরি করতে সহায়তা করা। সেই উদ্দেশ্যে, আমরা প্রচুর ফটো যুক্ত করেছি যাতে আপনি দেখতে পান যে আপনি কী অনুভব করবেন এবং এই জায়গাগুলি আপনার জন্য হলে একটি শিক্ষিত সিদ্ধান্ত নিন।
অনুগ্রহ করে আমাদের Backpack and Snorkelওয়েবসাইট-এ অন্যান্য উত্তেজনাপূর্ণ গন্তব্য এবং ভ্রমণ নির্দেশিকাগুলিও দেখুন।

3. নেপাল সম্পর্কে সাধারণ তথ্য

3.1 নেপালে যেতে আপনার কত সময় লাগবে?

এটা দৃঢ়ভাবে নির্ভর করে আপনি নেপালে কি করতে চান তার উপর। আপনি যদি করার পরিকল্পনা করেন:

- ট্রেকিং, তারপরে আপনি নেপালে মাস না হলেও অন্তত কয়েক সপ্তাহ কাটাবেন
- দর্শনীয় স্থান, তারপরে আপনি এক সপ্তাহের মধ্যে কাঠমান্ডু এবং পোখারার হাইলাইটগুলি দেখতে পারেন এবং আরও 4-5 দিন যোগ করে আপনি চিতওয়ান জাতীয় উদ্যান এবং লুম্বিনিতে বুদ্ধের জন্মস্থানও দেখতে পারেন।

এই নেপাল পার্পল ট্র্যাভেল গাইডে, আমরা নেপালের জন্য একটি 9-দিনের যাত্রাপথ উপস্থাপন করি যা আপনি যেমন ব্যবহার করতে পারেন, অথবা আপনি এটিকে আপনার আগ্রহের জন্য তৈরি করতে পারেন।

আপনিঅধ্যায় 4এ ভ্রমণপথ খুঁজে পেতে পারেন।

3.2 নেপালে যাওয়ার সেরা সময় কোনটি?

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 190 ফুট (59 মিটার) থেকে মাউন্ট এভারেস্ট পর্যন্ত উচ্চতার কারণে যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 29,032 ফুট (8849 মিটার) উচ্চতায় অবস্থিত, নেপালে 5টি জলবায়ু অঞ্চল রয়েছে যা গ্রীষ্মমন্ডলীয় জলবায়ু থেকে আর্কটিক জলবায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত।

নেপালের দুটি বৃহত্তম শহর কাঠমান্ডু এবং পোখারার আবহাওয়া আর্দ্র উপক্রান্তীয় জলবায়ু থেকে উপক্রান্তীয় উচ্চভূমি জলবায়ু পর্যন্ত।

নেপালের কাঠমান্ডু এবং পোখারা দেখার সর্বোত্তম সময় হল অক্টোবর এবং নভেম্বর বা কাঁধের ঋতু মার্চ থেকে মে এবং সেপ্টেম্বর।

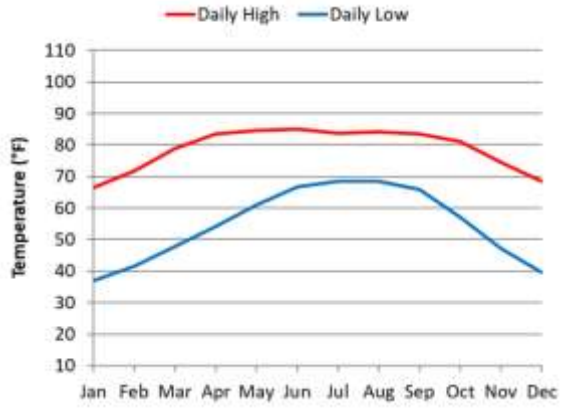
- **অক্টোবর থেকে নভেম্বর: এটি নেপালের সর্বোচ্চ পর্যটন মৌসুম - হোটেল এবং বিমান ভাড়া তাদের শীর্ষে রয়েছে। এই মাসগুলি সাধারণত পরিষ্কার আকাশ এবং ভাল থেকে চমৎকার দৃশ্যমানতা, মনোরম তাপমাত্রা এবং শুষ্ক আবহাওয়া দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।**
- **মার্চ থেকে মে এবং সেপ্টেম্বর: এটি কাঁধের ঋতু। হোটেলের ভাড়া এবং বিমান ভাড়া কিছুটা কমে যায় এবং পর্যটকদের সংখ্যা কম। সাধারণত মনোরম তাপমাত্রা থাকে এবং বসন্তে আপনি প্রচুর ফুল এবং গাছ ফুটতে দেখতে পারেন। আকাশ সাধারণত পরিষ্কার থাকে, তবে আরও মেঘ এবং কুয়াশা থাকবে।**
- **ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি: এটি অফ-সিজন, যেখানে খুব কম পর্যটক দেখা যায়। দিন ছোট; এবং আবহাওয়া ঠান্ডা। আকাশ সাধারণত পরিষ্কার থাকে, তবে পিক সিজনের চেয়ে বেশি মেঘ থাকবে।**
- **জুন থেকে আগস্ট: এটি নেপালের বর্ষাকাল। এই মৌসুমে সবচেয়ে কম দর্শনার্থী রয়েছে এবং ঘন ঘন ভারী বৃষ্টিপাত হয়, যার ফলে ভূমিধস এবং বন্যা হয়। গাড়িতে করে ওভারল্যান্ড ভ্রমণ সেই সময়ে বিপজ্জনক, বা এমনকি অসম্ভবও হতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, কাঠমান্ডু এবং পোখারার মধ্যে সড়কে ভূমিধসের সংখ্যা বাড়ছে, এবং এতে মৃত্যু হয়েছে এবং ঘন ঘন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ইতিবাচক দিক থেকে, সেই সময়ে নেপালের ল্যান্ডস্কেপগুলি প্রাণবন্ত সবুজ।**

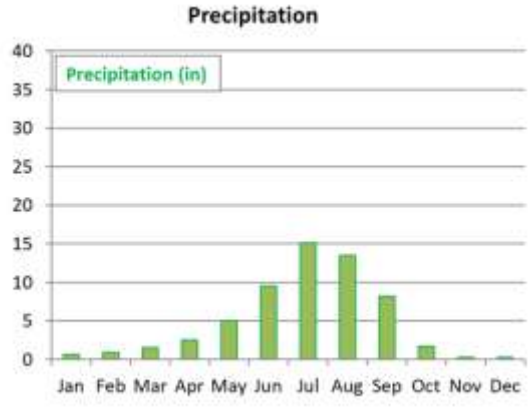
কিছু ভ্রমণকারীরা তাদের ভ্রমণের সময় তিহারের সাথে মিলে যায়, আলোর উৎসব, যা নেপালে পালিত একটি প্রধান হিন্দু উৎসব। নেপালের বাইরে তিহার দিওয়ালি নামেই বেশি পরিচিত। তিহার এবং দীপাবলি সাদৃশ্যপূর্ণ, কিন্তু একই নয়।
তিহার হল একটি 5-দিনের উৎসব যা বিক্রম সংবত (জাতীয় হিন্দু) ক্যালেন্ডার অনুসারে অস্তমিত চাঁদের 13 তম দিনে শুরু হয়। এই দিনটি প্রতি বছর অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে হয়। নিম্নলিখিত সারণী 2030 পর্যন্ত তারিখগুলি দেখায়:

Year	First day of Tihar	Last day of Tihar
2025	Nov 18	Nov 22
2026	Nov 8	Nov 12
2027	Oct 28	Nov 1
2028	Nov 16	Nov 20
2029	Nov 6	Nov 10
2030	Oct 26	Oct 30

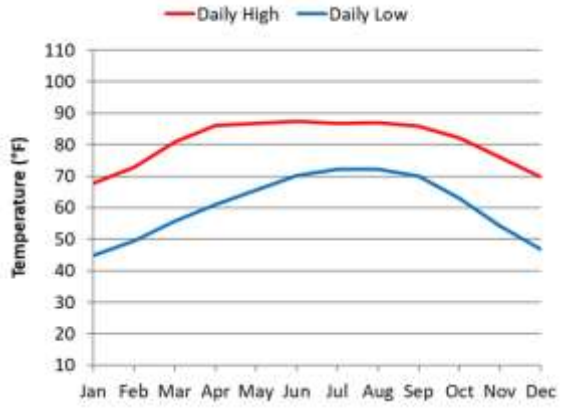
সাধারণত, তিহারের সময় নেপালে যাওয়া নেপালি সংস্কৃতির সুন্দর দিকটি অনুভব করার জন্য একটি ভাল ধারণা। বেশিরভাগ, কিন্তু সব নয়, আকর্ষণগুলি তিহারের সময় উন্মুক্ত থাকবে, খুব গুরুত্বপূর্ণ দশাইন উৎসবের বিপরীতে, যেখানে প্রায় সমগ্র দেশ বন্ধ থাকে।
শুধু উপদেশ দেওয়া উচিত যে তিহারের সময়, ছুটির সময় খোলা থাকার দাবি করে এমন কিছু আকর্ষণ অঘোষিতভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। এর মধ্যে রয়েছেনারায়ণহিটি প্রাসাদ জাদুঘর, এবংগোর্খা মিউজিয়াম, এবংগোর্খা দরবার।

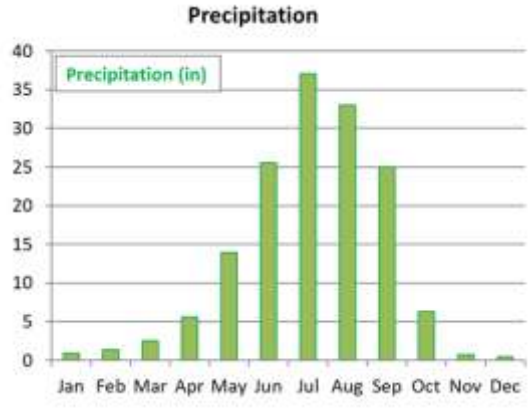
নেপালে আপনারকাঠমান্ডুভ্রমণে আপনি যে জলবায়ু আশা করতে পারেন তা নীচে দেওয়া হল:





নেপালে আপনারপোখরাভ্রমণে আপনি যে জলবায়ু আশা করতে পারেন তা নীচে দেওয়া হল:





3.3 নেপালের ইতিহাসের হাইলাইটস

- 100,000 BC: নেপালে প্রথম মানুষের উপস্থিতি
- 30,000 বিসি: নেপালে প্রথম মানব বসতি
- 1,000 - 500 খ্রিস্টপূর্বাব্দ: বিভিন্ন হিন্দু গ্রন্থে নেপালের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়
- 8ম - 7ম শতাব্দী খ্রিস্টপূর্বাব্দ: বর্তমানে নেপালের কিছু অংশ কিরাত রাজবংশ দ্বারা শাসিত
- 624 খ্রিস্টপূর্ব: মায়া দেবী লুম্বিনিতে সিদ্ধার্থ গৌতমকে জন্ম দেন, যিনি পরে জ্ঞান অর্জন করেন এবং শাক্যমুনি বুদ্ধ হন যিনি বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন
- 600 খ্রিস্টপূর্বাব্দ: নেপাল নেপালের দক্ষিণাঞ্চলের ছোট রাজ্য এবং গোষ্ঠীর কনফেডারেশন দ্বারা শাসিত হয়। এটি আধ্যাত্মিকতা এবং আশ্রয়ের দেশ হিসাবে পরিচিত
- 250 বিসি: নেপালের দক্ষিণাঞ্চল মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রভাবের অধীনে। সম্রাট অশোক লুম্বিনীতে তীর্থযাত্রা করেন এবং বুদ্ধের জন্মস্থানে অশোক স্তম্ভ স্থাপন করেন
- 450 - 750 খ্রিস্টাব্দ: লিচ্ছাভি রাজবংশ কাঠমান্ডু উপত্যকায় শাসন করে এবং একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রেখে যায়
- 8ম - 11শ শতকের মাঝামাঝি: ঠাকুরি শাসনের অধীনে নেপাল তার অন্ধকার যুগে রয়েছে, এই সময়ে প্রায় কিছুই রেকর্ড করা হয়নি
- 11 শতক: খাসা-মল্লা রাজ্য সুদূর পশ্চিম নেপালে শাসন করে
- 11 শতক: ভারতে মুসলিম আক্রমণের সময় (মুঘল আমল), নেপাল ভারত থেকে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের আগমন দেখে। উভয় জনসংখ্যা শীঘ্রই মিশে যায়
- 1100: সিমরাউনগড়ের বাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব নেপালে একটি শক্তিশালী রাজ্য গঠন করে যা 200 বছর ধরে চলবে
- 1201: মল্ল রাজবংশ কাঠমান্ডু উপত্যকায় শাসন শুরু করে, কিন্তু 14 শতকের শেষ পর্যন্ত সিমরাউনগড়ের উপর নির্ভরশীল ছিল
- 14 তম শতাব্দী: খাসা-মল্লা রাজ্য 22 বাইসে রাজ্যে বিভক্ত হয় (সার্বভৌম এবং মাঝে মাঝে মিত্র ক্ষুদ্র রাজ্য)
- 15 শতকের মাঝামাঝি: কাঠমান্ডু এখন একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য
- 15 শতকের শেষের দিকে: মল্ল রাজপুত্ররা তাদের রাজ্যকে চারটি রাজ্যে বিভক্ত করে: কাঠমান্ডু, পাটন, ভক্তপুর এবং পূর্বে বানেপা। ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে শিল্পের দৃশ্য ও স্থাপত্যের বিকাশ ঘটে – এই সময়ের মধ্যে বিখ্যাত কাঠমান্ডু, পাটন এবং ভক্তপুর দরবার স্কোয়ার নির্মিত হয়
- 18 শতকের মাঝামাঝি: গোর্খা রাজা পৃথ্বী নারায়ণ শাহ গোর্খা দরবারে তার নিয়ন্ত্রণে নেপালকে একীভূত করার মিশন শুরু করেন
- 1769: পৃথ্বী নারায়ণ শাহ কাঠমান্ডু উপত্যকা জয় করেন এবং মালার রাজবংশের অবসান ঘটান যা ইতিমধ্যে মালারদের মধ্যে বিভাজন ও অবিশ্বাসের কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছিল।
- 19 শতকের গোড়ার দিকে: গোর্খা আধিপত্য তার বৃহত্তম সম্প্রসারণে পৌঁছেছে এবং নেপাল গোর্খা রাজ্য নামে পরিচিত, যার অর্থ গোর্খা রাজ্য। নেপাল শব্দটি শুধুমাত্র কাঠমান্ডু উপত্যকার জন্য ব্যবহৃত হয়, নেভার জনগোষ্ঠীর জন্মভূমি





3.4 কিভাবে নেপালে ঘুরে বেড়াবেন

নেপালে ট্র্যাফিক বিশৃঙ্খল - গাড়িগুলি প্রচুর মোটরসাইকেল এবং পথচারীদের সাথে রাস্তা ভাগ করে নেয় কারণ প্রায়শই খুব কম ফুটপাত থাকে।

কাঠমান্ডু এবং পোখারার মতো শহরে ঘুরে বেড়ানোর সর্বোত্তম উপায় হলপাঠাও, এবংইনড্রাইভ-এর মতো রাইড শেয়ারিং পরিষেবাগুলি ব্যবহার করা। উবার এবং লিফট নেপালে কাজ করে না। বিকল্পভাবে, অনেক হোটেলে বিশ্বস্ত ড্রাইভার রয়েছে যেগুলি আপনি পৃথক ভ্রমণের জন্য বা পুরো দিনের জন্য ভাড়া নিতে পারেন।

নেপালের শহরগুলির মধ্যে ভ্রমণের সর্বোত্তম উপায় হলসমতল,বাসবাড্রাইভারের সাথে একটি গাড়ি ভাড়া করাদ্বারা।



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯





3.4.5 নেপালে ড্রাইভারের সাথে একটি গাড়ি ভাড়া করা

সবচেয়ে বিখ্যাত ড্রাইভার ভাড়া পরিষেবাগুলি হল স্মাইল কার (ওয়েবসাইট), এবং স্পার্ক কার (ওয়েবসাইট)।

স্পার্ক কার সাধারণত স্মাইল কারের চেয়ে একটু বেশি ব্যয়বহুল। স্মাইল কার সেডান বা উচ্চ ছাড়পত্র সহ SUV দ্বারা শহরগুলির মধ্যে স্থানান্তর অফার করে (এগুলিকে সাধারণত নেপালে জিপ বলা হয়), যেখানে স্পার্ক কার সাধারণত শুধুমাত্র জিপ দ্বারা পরিবহনের অফার করে। স্মাইল কার সাধারণত 3 বা তার বেশি লোকের পার্টিতে জিপ ব্যবহার করে। আপনি যদি কাঠমান্ডু এবং পোখারার মধ্যে গর্তযুক্ত রাস্তায় ভ্রমণ করেন তবে আমরা এই ভ্রমণের জন্য একটি জীপ ভাড়া করার পরামর্শ দিই যদিও আপনার পার্টি মাত্র 1 বা 2 জন হয়। এটি এখনও একটি রুক্ষ রাইড হবে, তবে সেডানের তুলনায় আপনার কাছে অনেক মসৃণ রাইড থাকবে।



অনুগ্রহ করে পরামর্শ দিন যে উভয় কোম্পানির সাথে আপনার রেট ড্রাইভ ব্যাক অন্তর্ভুক্ত করবে (এমনকি যদি আপনি শুধুমাত্র একটি উপায় বুক করেন), এবং সম্ভাব্য এক বা একাধিক হোটেলে থাকা এবং ড্রাইভারের জন্য খাবার। আপনি যদি একটি ফিরতি ট্রিপ বুক করেন (যেমন কাঠমান্ডু থেকে পোখরা এবং পিছনে), তাহলে উভয় এজেন্সি আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে যে আপনি যে শহরে যাচ্ছেন (এই ক্ষেত্রে পোখরা) সেখানে দর্শনীয় স্থান দেখার জন্য আপনি ড্রাইভার ব্যবহার করতে চান কিনা। এটি খুব সুবিধাজনক হতে পারে, তবে আপনার গন্তব্য শহরে পৃথক পাঠাও বা ইনড্রাইভ রাইড বুক করার চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ব্যয়বহুল হবে। সারাদিন ওভারল্যান্ড ড্রাইভের জন্য একটি জীপের জন্য আপনাকে প্রতিদিন প্রায় US$200 (নেপালি মুদ্রায় অগ্রিম নগদে প্রদেয়) গণনা করতে হবে এবং আপনার গন্তব্য শহরে শর্ট ড্রাইভের জন্য কম।

3.5 নেপালে টাকা, ক্রেডিট কার্ড এবং এটিএম মেশিন

নেপালে ব্যবহৃত মুদ্রা নেপালি রুপি (রুপি)। আপনি বর্তমান বিনিময় হারএখানেখুঁজে পেতে পারেন।
নেপালে নগদ রাজা। ক্রেডিট কার্ড (মাস্টারকার্ড এবং ভিসা) প্রায়ই হোটেল এবং উচ্চ-শ্রেণীর রেস্তোরাঁয় গৃহীত হয়, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলি আপনার বিলে 3-5% ক্রেডিট কার্ড ফি যোগ করতে পারে।
কাঠমান্ডুতে অনেক এটিএম মেশিন আছে। আপনি কাঠমান্ডু বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশনের আগে প্রথম এটিএম মেশিন পাবেন এবং ব্যাগেজ দাবি এলাকায় আরও দুটি পাবেন।

থামেল কাঠমান্ডুর সবচেয়ে পর্যটন এলাকা হওয়ায় আপনি সেখানে অনেক এটিএম মেশিন পাবেন। পাটান এবং ভক্তপুরে এবং বান্দিপুর এবং পোখরার মতো অন্যান্য পর্যটন স্পটগুলিতেও কম, তবে এখনও বেশ কয়েকটি পাওয়া যায়। আপনার যদি এটিএম খুঁজতে হয়, গুগল ম্যাপ চেক করুন বা কাউকে জিজ্ঞাসা করুন।
আমাদের এটিএম কার্ড VISA-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং নেপালে এটিএম-এ আমাদের কখনই কোনো সমস্যা হয়নি।

3.6 এটা কি নেপালি নাকি নেপালি?

যদিও নেপালি খাদ্য, নেপালি মুদ্রা, এবং নেপালি জনগণ বলতে প্রলুব্ধ হতে পারে, নেপালি শব্দের অস্তিত্ব নেই। সঠিক শব্দটি নেপালি, যেমন নেপালি খাদ্য, নেপালি মুদ্রা এবং নেপালি মানুষ।

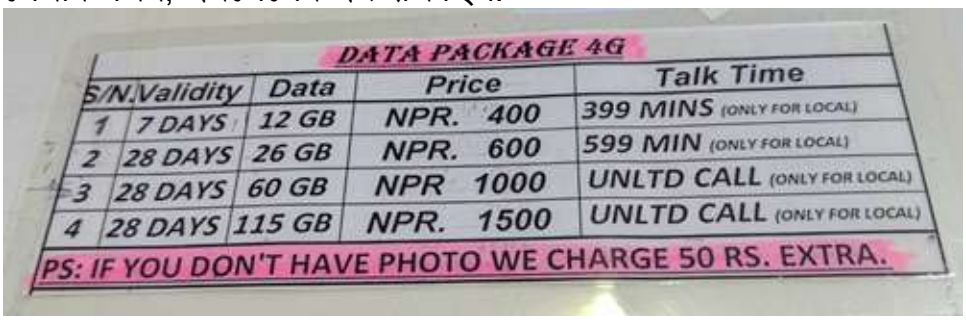
3.7 নেপালে কলের জল

নেপালে কলের জল কখনই পান করা নিরাপদ নয়, কারণ এতে ব্যাকটেরিয়া দূষণের উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাকে অসুস্থ করে তুলতে পারে। এমনকি স্থানীয়রা শুধুমাত্র একমুখী প্লাস্টিকের বোতল বা 5-গ্যালন জগ থেকে সিদ্ধ বা বোতলজাত পানি পান করে।
হোটেলগুলি সাধারণত প্রতি রুম প্রতি 2টি জলের বোতল সরবরাহ করে।
এটি বলার পরে, আপনার কোনও কাটা ফল খাওয়া উচিত নয় (যদি না সেগুলি একটি বড় কারখানায় কাটা হয়), কারণ ছুরিটি দূষিত হতে পারে এবং আপনি এমন একটি স্থানে না থাকলে যেটি নিয়মিতভাবে বিদেশী পর্যটকদের পরিবেশন করে।
তাদের খোসা দিয়ে ফল খাওয়ার আগে, বোতলজাত জল এবং পৃষ্ঠ থেকে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া অপসারণের জন্য কিছু সাবান দিয়ে তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে (!!!) ধুয়ে ফেলতে ভুলবেন না।
সম্ভাব্য ব্যাকটেরিয়া দূষণের কারণে, শুধুমাত্র বোতলজাত পানি দিয়ে দাঁত ব্রাশ করুন। পরামর্শ দেওয়া উচিত যে কলের জল থেকে ব্যাকটেরিয়া আপনার রক্ত প্রবাহে প্রবেশ করতে পারে এবং আপনার দাঁত ব্রাশ করার সময় আপনি দুর্ঘটনাক্রমে আপনার মাড়ির ক্ষতি করলে রক্তে বিষক্রিয়া হতে পারে।

3.8 টেলিফোন

নেপালের জন্য দেশের কোড হল: +977

নেপালি সিম কার্ড তুলনামূলকভাবে সস্তা। আপনি বিমানবন্দরে বা কাঠমান্ডু এবং পোখারার পর্যটন এলাকায় অনেক দোকানে নেপালি সিম কার্ড কিনতে পারেন।
লেখার সময়, এনসেলের এই দাম ছিল:



DATA PACKAGE 4G

S/N.	Validity	Data	Price	Talk Time
1	7 DAYS	12 GB	NPR. 400	399 MINS (ONLY FOR LOCAL)
2	28 DAYS	26 GB	NPR. 600	599 MIN (ONLY FOR LOCAL)
3	28 DAYS	60 GB	NPR 1000	UNLTD CALL (ONLY FOR LOCAL)
4	28 DAYS	115 GB	NPR. 1500	UNLTD CALL (ONLY FOR LOCAL)

PS: IF YOU DON'T HAVE PHOTO WE CHARGE 50 RS. EXTRA.

3.9 কোন টাইম জোনে নেপাল

নেপাল নেপাল সময়: UTC/GMT +5:45 ঘন্টা এবং ডেলাইট সেভিং টাইম (DST) পালন করে না। আপনি বর্তমান স্থানীয় সময় খুঁজে পেতে পারেনএখানে.

3.10 নেপালের জন্য ভিসার প্রয়োজনীয়তা

বেশিরভাগ দেশের ভ্রমণকারীরা 15 দিনের অন-অ্যারাইভাল নেপাল ভিসা পেতে পারেন। নেপাল[এখানে](#)প্রবেশ করতে আপনার কোন ভিসা লাগবে তা আপনি চেক করতে পারেন। ভিসা প্রক্রিয়া কম জটিল করতে, আমরা সুপারিশ করি:

- [এখানে](#)অনলাইনে আপনার ভ্রমণ অনুমোদন পান। ওয়েবসাইটটি আপনার আগমনের তারিখের 15 (বা কম) দিন আগে আপনার এন্ট্রি গ্রহণ করবে। ওয়েবসাইটটি যে ভ্রমণ অনুমোদন দেবে তার একটি অনুলিপি প্রিন্ট করতে ভুলবেন না।
- লেখার সময়, ওয়েবসাইটে পেমেন্ট লিঙ্ক কাজ করে না।
    - নেপালে ইমিগ্রেশনে যাওয়ার আগে, আপনাকে ভিসা ফি কালেকশন কাউন্টারে যেতে হবে যা ইমিগ্রেশন ডেস্কের সামনে সহজেই দেখা যায় এবং আপনার ভিসা ফি দিতে হবে মার্কিন ডলার, ইউরো বা অন্যান্য মুদ্রায়। আপনার কাছে অনুমোদিত মুদ্রার কোনোটি না থাকলে, একটি ATM আছে যেখান থেকে আপনি নগদ তুলতে পারবেন, সেখানে এখন একটি লাইন (বাম লাইন) যেখানে ক্রেডিট কার্ডের অর্থপ্রদান গ্রহণ করা হয়। এই লাইনটি দীর্ঘতম হতে থাকে।



    - একবার আপনার কাছে অর্থপ্রদানের রসিদ হয়ে গেলে, অভিবাসনের মধ্য দিয়ে যান এবং তারপরে লাগেজ দাবি এলাকায় যান।

3.11 নেপালে কথ্য ভাষা

নেপালি নেপালের সরকারী ভাষা। নেপাল একটি বহু-জাতিগত দেশ, যার জনসংখ্যা মোট 124টি ভাষা এবং উপভাষায় কথা বলে। যেমন, প্রতিটি প্রদেশকে এক বা একাধিক অতিরিক্ত অফিসিয়াল কাজের ভাষা বেছে নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

পর্যটন শিল্পে, দোকানের মালিকরা এবং রেস্তোরাঁয় ইংরেজি ব্যাপকভাবে বোঝা যায় এবং বলা যায়। অনেক রেস্টুরেন্টে ইংরেজিতে মেনু আছে।
আমরা দেখেছি যে লোকেদের প্রায়শই আমাদের বুঝতে সমস্যা হয় না, তবে স্থানীয়দের বুঝতে আমাদের প্রায়শই সমস্যা হয়, কারণ তাদের, একইভাবে ভারতের লোকেদের স্বর উচ্চারণের একটি ভিন্ন উপায় রয়েছে।

পর্যটন এলাকার বেশিরভাগ চিহ্ন নেপালি এবং ইংরেজিতে।

4. আপনার নেপাল ভ্রমণের জন্য ভ্রমণসূচী

নিম্নলিখিত যাত্রাপথটি নেপালে 9 দিনের দর্শনীয় ভ্রমণের জন্য, যার মধ্যেকাঠমান্ডু,পোখরা,বান্দিপুরএবংগোর্খা দরবারঅন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
যেহেতু এটি একটি দর্শনীয় যাত্রাপথ, এতে কোনো ট্রেকিং অন্তর্ভুক্ত নয়।

আপনি এই ভ্রমণপথটি যেমন আছে তেমন ব্যবহার করতে পারেন বা আপনার আগ্রহ এবং ভ্রমণ শৈলীর সাথে মানানসই করার জন্য এটি পরিবর্তন করতে পারেন।

কাঠমান্ডু এবং পোখারার মধ্যে উড়ে এবং বান্দিপুর এবং গোর্খা দরবার কেটে ভ্রমণের সূচনা সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে।
এটি চিতওয়ান জাতীয় উদ্যান এবং লুম্বিনি যোগ করে বাড়ানো যেতে পারে। উভয়ই এই নেপাল পার্পল ট্রাভেল গাইডের অংশ নয়।
লুম্বিনী (আরো তথ্য) হল সিদ্ধার্থ গৌতম (বুদ্ধ) এর জন্মস্থান, এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনেক বৌদ্ধ মন্দির এবং মঠও রয়েছে।
চিতওয়ান ন্যাশনাল পার্ক (আরো তথ্য) বিপন্ন এক শিংওয়ালা গণ্ডার এবং বেঙ্গল টাইগার সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর জন্য বিখ্যাত, যা ভাগ্যবান হলে গাইডেড জঙ্গল সাফারিতে দেখতে পাওয়া যায়।

আপনি যদি তিহারে যান, তাহলে আমাদের প্রস্তাব হল আপনার স্ব-নির্দেশিত থামেল সফরকে তিহারের ৩য় দিন (যাকে বলা হয়: গরুর দিন (গাই তিহার) বা লক্ষ্মী পূজার সাথে মিলে যায়। সেই দিন, আপনি দেখবেন বাচ্চারা ঘরে ঘরে গিয়ে অল্প টাকার জন্য গান গাইছে – এটি কিছুটা নেপালি হ্যালোইনের মতো, কিন্তু ভীতিকর পোশাক এবং ক্যান্ডি ছাড়াই।

দিন	দিনের বেলা	রাত্রি
1	কাঠমান্ডুতে পৌঁছান;সূর্যাস্তের জন্য স্বয়ম্ভুনাথ	কাঠমান্ডু
2	থামেল এলাকা(গা হিটি স্টোন স্পাউটস,বিক্রমশীলা মহাবিহা মন্দির,ভগবতী বাহল মন্দির,ছওয়াসাল আজিমা স্থান,ত্রিদেবী মন্দির,তিব্বত বইয়ের দোকান,ধর্ম ধাতু স্তুপ,শ্রী গহ চৈত্য,ইখা নারায়ণ মন্দির, ZXQLINK10,ইখা নারায়ণ মন্দির,নরদেবী মন্দিরLINK12ZXQ,আকাশ ভৈরব মন্দির,সেতো মছিন্দ্র নাথ মন্দির,আসান ডাবু,আসান বাজার,অন্নপূর্ণা মন্দির,বাল গোপালেশ্বর)ইয়েটাখা বাহা রাতের খাবার এখানে:ডিচেলিং গার্ডেন রেস্টুরেন্টে রাতের খাবার	কাঠমান্ডু
3	বৌদ্ধনাথ স্তুপ এলাকা(দক্ষিণ প্রবেশদ্বার,বৌদ্ধনাথ স্তুপ,জামচেন লাখাং মঠ,গুরু লাখাং মঠ) পাটন এলাকা(ইয়ালা ধোয়াখা,পিম্বাহল পুখু,জিজিবিশা ক্যাফে এবং রেস্ট্রো,লোককীর্তি মহাবিহার,বুদ্ধ মূর্তি,নাগবাহল,হিরণ্য বর্ণ মহাবিহার,কুম্ভেশ্বর হিতি ও কন্তি পুখু হিতি,অশোক স্তুপ,কুম্ভেশ্বর হিতি ও কন্তি পুখু হিতি,অশোক স্তুপ, ZXQZ1010মহাবৌদ্ধ মন্দির,ওকু বহল রুদ্র বর্ণ মহাবিহার)পাটন দরবার চত্বরবিশোকর্মা মন্দির রাতের খাবার এখানে:ভোজন গৃহ	কাঠমান্ডু
4	ভক্তপুর এলাকা(উমা মহেশ্বর মন্দির এবং অনন্তলিঙ্গেশ্বর মন্দির,ভক্তপুর দরবার চত্বর,তৌমাধি চত্বর,নয়াপোলা মন্দির,ভৈরবনাথ মন্দির,স্টাইল ক্যাফেতে,মৃৎশিল্প স্কোয়ার,ব্যাকস্ট্রিট)	কাঠমান্ডু
5	নারায়ণহিটি প্রাসাদ জাদুঘর;স্বপ্নের বাগান;চন্দ্র গিরি পাহাড়; আপনি মিস কোনো আকর্ষণ	কাঠমান্ডু
6	পোখরায় ব্যক্তিগত গাড়ি স্থানান্তর- থামে এখানে:গোর্খা মিউজিয়াম;গোর্খা দরবার	পোখরা
7	ফেওয়া লেকে একটি নৌকা ভাড়া করুন;বিশ্ব শান্তি প্যাগোডা;শিব মূর্তি সহ পুমদিকোট ধর্মীয় এলাকা;তাশিলিং তিব্বতি বসতি;গুপ্তেশ্বর মহাদেব গুহা;দেবীর জলপ্রপাত;ধানের ক্ষেত;পুরাতন পোখরা বাজার;সারাংকোট ভিউ টাওয়ার;পোখরা ডিজনিল্যান্ডসন্ধ্যায়	পোখরা
8	কাঠমান্ডুতে ব্যক্তিগত গাড়ি স্থানান্তর-বান্দিপুর(পথচারী রাস্তা,পদ্মা লাইব্রেরি,খড়গা দেবীর মন্দির,পঞ্চ ব্রিচ্যা,টুন্ডিখেল)	কাঠমান্ডু
9	কাঠমান্ডু ছাড়ুন	



4.1.1 থামেল, কাঠমান্ডুর চমৎকার হোটেল

(মানচিত্র,পর্যালোচনা,এক্সপেডিয়া,booking.com)

থামেলের ম্যাগনিফিসেন্ট হোটেল হল একটি সাশ্রয়ী মূল্যের ভাল মানের নেপালি-স্টাইলের হোটেল যেখানে বড় কক্ষ রয়েছে, কিন্তু আসবাবপত্র বিচ্ছিন্ন। এটি খুব ভালডিচেলিং গার্ডেন রেস্তোরাঁএর কাছাকাছি একটি শান্ত পাশের রাস্তায় অবস্থিত, এবং এর অবস্থান দোকান, রেস্তোরাঁ, আমাদেরস্ব-নির্দেশিত থামেল হাঁটা সফর, এবংস্বপ্নের বাগান, এবংনারায়ণহিটি প্রাসাদ জাদুঘর-এর মতো জনপ্রিয় আকর্ষণগুলিতে সহজে অ্যাক্সেস প্রদান করে।

হোটেল ম্যানেজার দিনের বেলায় সাইটে থাকেন - তিনি খুব ভাল ইংরেজি বলেন এবং খুব সহায়ক, এবং কথা বলার জন্য একজন খুব সুন্দর ব্যক্তি। তিনি পরিবহণের ব্যবস্থা করতে সাহায্য করতে পেরে খুশি, তিনি আমাদের জন্যভোজন গৃহ-এ রিজার্ভেশন করেছেন, এবং তিনি তার হোটেলের তিহার সজ্জা আমাদের ব্যাখ্যা করেছেন।

হোটেল, রুম এবং বাথরুম পরিষ্কার এবং ভাল রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, এবং আসবাবপত্র ভাল অবস্থায় আছে। হোটেলে ভালো ফ্রি ওয়াইফাই, এয়ার কন্ডিশনার এবং একটি কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট আছে। প্রাতঃরাশের বুফেতে খাবারের একটি সীমিত নির্বাচন রয়েছে, অপেক্ষারত কর্মীরা আনন্দের সাথে আপনার জন্য বিভিন্ন শৈলীতে অমলেট বা ডিমের মতো খাবার রান্না করবে।

হোটেলে লিফট নেই।

আমরা দেখেছি যে থামেলের ম্যাগনিফিসেন্ট হোটেলটি চমৎকার মূল্য প্রদান করে, এবং আমরা কর্মীদের এবং বিশেষ করে হোটেল ম্যানেজারের বন্ধুত্বের মূল্য দিয়েছি।










MAGNIFICENT HOTEL






MAGNIFICENT
HOTEL

4.2 পোখরায় কোথায় থাকবেন

কাঠমান্ডুর মতো, পোখারা শহরের সব জায়গায় হোটেল আছে, তবে থাকার জন্য একটি পছন্দের এলাকা রয়েছে।
পোখারা শহরের বেশিরভাগ অংশই পর্যটকদের কাছে খুব কমই আগ্রহী এবং কাঠমান্ডুর মতন, এটি একটি রাইড খুঁজে পাওয়া কঠিন কারণ পাঠাও পোখারাতে (এখনও) চলাচল করে না।
তাই, প্রায় সব বিদেশী পর্যটকরা লেকসাইডে থাকেন, ফেওয়া লেকের পূর্ব দিকের পার্শ্ববর্তী এলাকা।
পোখারার অনেক পর্যটন আকর্ষণ লেকসাইডে বা এর কাছাকাছি অবস্থিত - পোখারার আমাদের স্ব-নির্দেশিত ভ্রমণের মধ্যে রয়েছে ফেওয়া লেকের ধারে অবসরে হাঁটাহাঁটি এবং হ্রদে নৌকা ভ্রমণ।
ইংরেজি স্পিকার এবং বিভিন্ন রেস্তোরাঁ খুঁজে পেতে লেকসাইড আপনার সেরা বাজি।

আপনার ভ্রমণের সময় পোখরার হোটেলগুলি এখানে পাওয়া যাবে:



অনুগ্রহ করে উপদেশ দিন যে লেকসাইডের হোটেলগুলি উচ্চ মরসুমে দ্রুত বুক করার প্রবণতা রাখে। তাই কয়েক মাস আগে আপনার হোটেল বুক করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

আমরা[হোটেল এবিসি](#)পছন্দ করেছি। এটি একটি সত্যিকারের সুন্দর ভদ্রলোক দ্বারা পরিচালিত হয় যিনি তার পিতার কাছ থেকে হোটেলটি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন, যিনি এটি তৈরি করেছিলেন এবং যিনি হোটেলটি ভালভাবে যত্নশীল এবং তার অতিথিরা খুশি তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিদিন 24 ঘন্টা ব্যয় করেন বলে মনে হয়।

4.2.1 পোখরায় হোটেল এবিসি বুটিক হোটেল

(মানচিত্র,পর্যালোচনা,বই)

হোটেল এবিসি বুটিক হোটেল পোখরা, নেপাল, একটি পরিবার পরিচালিত হোটেল যা বর্তমান মালিক তার বাবার কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। প্রবেশদ্বারের কাছেই মালিকের অফিস আছে এবং তিনি 24/7 কাজ করছেন বলে মনে হচ্ছে।

মালিক একজন খুব সুন্দর ব্যক্তি যিনি ভাল ইংরেজি বলতে পারেন, এবং যিনি সর্বদা সাহায্য করতে ইচ্ছুক, তা পরিবহন, দর্শনীয় ক্রিয়াকলাপ, বা সাধারণ ভ্রমণ পরামর্শের আয়োজন করা হোক না কেন।

হোটেলে বড় ভাল-পরিচ্ছন্ন রুম রয়েছে, এবং এটি ফেওয়া লেকের বোট লঞ্চের (একটি 2 মিনিট হাঁটার) কাছে এবং অনেক রেস্তোরাঁর কাছাকাছি এবং লেকসাইড মার্কেট এলাকায় সুবিধাজনকভাবে অবস্থিত।

হোটেল লবিতে যাওয়ার জন্য, আপনি একটি সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা ছোট বাগান এলাকা দিয়ে হেঁটে যান যেখানে আপনার আরাম করার জন্য বসার জায়গা রয়েছে।

হোটেলে ভালো ফ্রি ওয়াইফাই, এয়ার কন্ডিশনার এবং একটি কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট আছে। প্রাতঃরাশের বুফেতে খাবারের একটি সীমিত নির্বাচন রয়েছে, অপেক্ষারত কর্মীরা আনন্দের সাথে আপনার জন্য খাবার রান্না করবে।

আমরা দেখতে পেলাম যে পোখারার হোটেল ABC বুটিক হোটেল চমৎকার মূল্য প্রদান করে, এবং আমরা কর্মীদের এবং বিশেষ করে হোটেল ম্যানেজারের বন্ধুত্বের মূল্য দিই।











5. নেপালের স্ব-নির্দেশিত সফর

5.1 দিন 1: কাঠমান্ডুতে পৌঁছান, রাতের খাবার উপভোগ করুন এবং সূর্যাস্তের জন্য স্বয়ম্ভুনাথ যান

মনে হচ্ছে নেপালের প্রায় সবকিছুই অন্য অনেক দেশের তুলনায় বেশি সময়ের প্রয়োজন। কাঠমান্ডুতে আপনার প্রথম দিনে দর্শনীয় স্থান দেখার বা কেনাকাটার কোনো পরিকল্পনা থাকলে, দুপুর ১টার মধ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করুন। এটি আপনাকে রাতের খাবার খেতে এবং কিছু দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের সময় দেবে।

5.1.1 কাঠমান্ডু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর জন্য গাইড

(ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কেটিএম)

(মানচিত্র,ওয়েবসাইট)

1টার আগে কাঠমান্ডু বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পরিকল্পনা করুন, যদি আপনি অন্ধকার হওয়ার আগে কোনও দর্শনীয় স্থান দেখতে চান। বিমানবন্দর দিয়ে যেতে আপনার সম্ভবত প্রায় 90 মিনিট সময় লাগবে এবং কাঠমান্ডুর ব্যস্ত ট্রাফিকের মধ্য দিয়ে আপনার হোটেলে যেতে 30 মিনিট থেকে এক ঘন্টা সময় লাগতে পারে।

একবার আপনি প্লেন থেকে বেরিয়ে গেলে, পাসপোর্ট নিয়ন্ত্রণ এবং লাগেজ দাবির জন্য লক্ষণগুলি অনুসরণ করুন।

আপনি পাসপোর্ট নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে যাওয়ার আগে এবং, ধরে নিই যে আপনি একজন বিদেশী ভিজিটর যিনি আগমনের ভিসার জন্য যোগ্য, আপনাকে আপনার ভিসার অর্থ প্রদান করতে হবে।

আপনারভ্রমণের অনুমোদন যা আপনি আপনার আগমনের তারিখের 15 (বা কম) দিন আগে অনলাইন পেয়েছিলেনএর প্রিন্টআউটটি ভিসা ফি কালেকশন কাউন্টারে নিয়ে যান, যা পাসপোর্ট নিয়ন্ত্রণের একই হলের মধ্যে রয়েছে:



ভিসা ফি অবশ্যই মার্কিন ডলার, ইউরো বা কিছু অন্যান্য নির্বাচিত মুদ্রায় প্রদান করতে হবে যা ভ্রমণ অনুমোদনের ওয়েবসাইটে বলা আছে।

যদি আপনার কাছে অনুমোদিত মুদ্রা না থাকে, তাহলে আপনার কাছে দুটি বিকল্প আছে:







5.1.2 সূর্যাস্তের জন্য স্বয়ম্ভুনাথ

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

স্বয়ম্ভুনাথে যাওয়ার সর্বোত্তম উপায় হল পাঠাও বা ইনড্রাইভ। শুধু উপদেশ দেওয়া হবে যে স্বয়ম্ভুনাথ থেকে শহরে ফিরে যেতে কিছু সময় লাগতে পারে। কিন্তু সাধারণত প্রস্থান করার সময় ট্যাক্সি অপেক্ষা করে থাকে, অথবা আপনি এখানে রাইড পেতে ইনড্রাইভে যাওয়ার জন্য 50% বা 100% বেশি দিতে পারেন। মনে রাখবেন, আপনাকে নগদ অর্থ প্রদান করতে হবে।

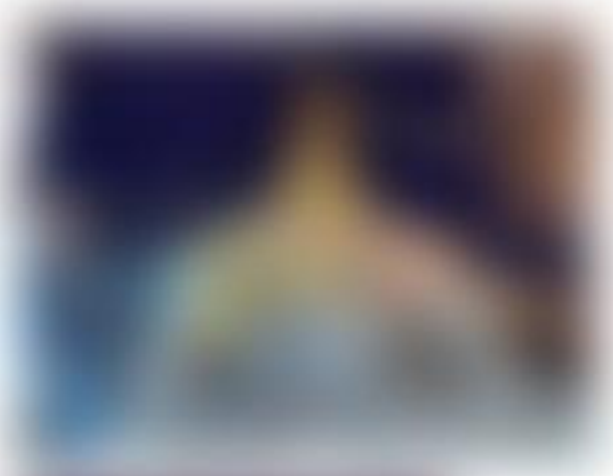





















লেখার সময়, কমপ্লেক্সে প্রবেশকারী সিঁড়ির প্রবেশপথে ছোট বুথে নগদে (কোন ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড নেই) প্রদেয় জনপ্রতি 200 টাকা।
একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কমপ্লেক্স হওয়ার পাশাপাশি, পর্যটকরা এখানে বসবাসকারী অনেক বানর দেখতে এখানে আসতে পছন্দ করে।
পরামর্শ দিন যে বানরগুলি দেখতে সুন্দর হতে পারে, তবে আপনি কোনওভাবেই তাদের খাওয়াতে বা তাদের সাথে যোগাযোগ করতে চান না। এগুলি বন্য প্রাণী এবং খাবার চুরি করতে পরিচিত এবং আপনি যখন খুব কাছাকাছি যান বা আপনার খাবার ছেড়ে দিতে বাধা দেন তখন গুরুতর কামড়ের আঘাতের কারণ হয়। অতএব, যদি আপনার সাথে খাবার থাকে: এটি লুকিয়ে রাখুন এবং কখনই এটি কমপ্লেক্সে গ্রাস করবেন না।

একবার আপনি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলে আপনি ধর্মীয় কমপ্লেক্সের নীচের অংশে যান এবং এখানে আপনি সম্ভবত প্রথম বানর এবং একটি স্তূপ দেখতে পাবেন। পরামর্শ দেওয়া উচিত যে এটি প্রধান জটিল নয় এবং প্রধান স্তূপ নয়।
আপনি স্তূপে যে চোখ এবং ভ্রু দেখতে পাচ্ছেন তা বুদ্ধের অন্তর্গত, এবং নাকটি আসলে নেপালি লিপিতে 1 নম্বর, যেমন আপনি নেপালি লাইসেন্স প্লেটে দেখেন।

এখানে কয়েক মিনিট কাটিয়ে, সিঁড়িতে ফিরে যান এবং প্রধান কমপ্লেক্স পর্যন্ত হেঁটে যান। একবার আপনি শীর্ষে পৌঁছে গেলে, আপনি অনুমিতভাবে 365টি ধাপে আরোহণ করেছেন। উপরে, আপনি বিশাল স্তূপ, বিভিন্ন মন্দির দেখতে পাবেন এবং কাঠমান্ডু উপত্যকার একটি সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাবেন।

নেপালের সমস্ত স্তূপের মতো, প্রধান সোনার প্রলেপযুক্ত স্তূপে বুদ্ধের চোখ এবং ভ্রু, তবে নাক আলাদা। 16 শতক থেকে স্তূপগুলিতে চোখ এবং ভ্রু আঁকা হয়েছে, তবে কেন এটি করা হয়েছিল তা অজানা। অনুমান করা হচ্ছে যে তারা এমন অভিভাবকদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে যারা মহাবিশ্বকে 4টি স্বর্গীয় দিক দেখেন, এবং বুদ্ধের চোখ নয়, কিন্তু লোকেরা তাদের বুদ্ধের চোখ বলতে পছন্দ করে।



5.2.1 থামেলের স্ব-নির্দেশিত হাঁটা সফর

আজকে আমরা যে রাস্তায় হাঁটছি তার অনেকেরই হয় ফুটপাত নেই বা শুধুমাত্র অত্যন্ত সরু এবং প্রায়ই অসম ফুটপাথ রয়েছে। তাই, অন্য সবাই যা করে তাই করুন - মোটরসাইকেল এবং গাড়ির সাথে রাস্তায় ভাগ করুন এবং হাঁটার সময় সাবধান থাকুন।

নিম্নলিখিত মানচিত্রগুলি দেখায় যে আপনি আজকে যে রুটটি নিয়ে যাবেন –কাঠমান্ডু দরবার স্কোয়ারএর স্ব-নির্দেশিত হাঁটা সফরের জন্য একটি পৃথক মানচিত্র রয়েছে:



1 =গা হিটি স্টোন স্পাউটস
2 =বিক্রমশীলা মহাবিহা মন্দির
3 =ভগবতী বাহল মন্দির
4 =ছওয়াসাল আজিমা স্থান
5 =ত্রিদেবী মন্দির
6 = তিব্বত বইয়ের দোকান
7 = ধর্ম ধাতু স্তুপHYPERLINK \l "i5217"
8 =শ্রী গহ চৈত্য
9 =ইখা নারায়ণ মন্দির
10 =নরদেবী মন্দির



















ঐতিহাসিক তাৎপর্য

বিক্রমশিলা মহাবিহার, স্থানীয়ভাবে ভাইদেগাহ বা ভাইদেগাহ বিহার নামেও পরিচিত, এটি পাটনের বহু বহলের (আঙিনার মঠ) মধ্যে একটি। মধ্যযুগীয় মল্ল যুগের, মন্দিরটি নেওয়ার বৌদ্ধ স্থাপত্যের একটি চমৎকার উদাহরণ, খোদাই করা কাঠের জানালা, জটিল ইটের কাজ এবং ঐতিহ্যবাহী পাথরের ভাস্কর্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।
এই মহাবিহারগুলি ধর্মীয় কেন্দ্র এবং সম্প্রদায়ের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করেছিল। সন্ন্যাসীরা কম্পাউন্ডের মধ্যে বাস করতেন, অধ্যয়ন করতেন এবং শিক্ষা দিতেন এবং স্থানীয় বাসিন্দারা প্রায়শই প্রতিদিনের আচার-অনুষ্ঠানে এবং উৎসবে অংশগ্রহণ করতেন।

আজ মন্দির

আজ, বিক্রমশীলা মহাবিহার মন্দির একটি সক্রিয় উপাসনার স্থান। স্থানীয় ভক্তরা নিয়মিত মাখনের প্রদীপ জ্বালাতে, নৈবেদ্য প্রদান করতে এবং বৌদ্ধ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে যান। এর শান্তিপূর্ণ, কিন্তু বেশিরভাগই খালি, উঠোন শহরের কোলাহলপূর্ণ রাস্তার বাইরে থেকে একটি শান্ত পশ্চাদপসরণ অফার করে। উঠোনের শেষ প্রান্তে একটি ছোট সাদা এবং সোনালী স্তূপ রয়েছে।
দর্শক স্বাগত জানাই.

ভিজিটিং টিপস

- **ভর্তি বিনামূল্যে.**
- **শিষ্টাচার: একটি সক্রিয় ধর্মীয় স্থান হিসাবে, দর্শনার্থীদের বিনয়ী পোশাক পরিধান করা উচিত এবং মন্দিরের মাঠ অন্বেষণ করার সময় সম্মানের সাথে আচরণ করা উচিত।**

5.2.1.3 ভগবতী বাহল মন্দির

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

ভগবতী বাহল মন্দির ‘সঙ্কটেশ্বর ভগবতী’ বা ‘ভগবতী’ নামেও পরিচিত **মন্দির'।**

‘শঙ্কটেশ্বর ভগবতী’ নামটি আধ্যাত্মিক প্রতীকবাদে নিমজ্জিত। সংস্কৃতে ‘সংকট’ অর্থ ‘বিপদ’ বা ‘সংকট’ এবং ‘ঈশ্বর’ অর্থ ‘প্রভু’ বা ‘ঐশ্বরিক সত্তা’। সম্মিলিতভাবে, 'সঙ্কটেশ্বর'কে 'দুঃসময়ে ঐশ্বরিক রক্ষক' হিসাবে বোঝা যায়।

'ভগবতী' হল দেবী দুর্গার একটি শক্তিশালী রূপ, যাকে নারী শক্তি এবং সুরক্ষার মূর্ত প্রতীক হিসেবে পূজা করা হয়।

একসাথে, নামটি দেবীকে বোঝায় যিনি বাধা দূর করেন এবং ভক্তদের বিপদ থেকে রক্ষা করেন।





ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য

সঙ্কটেশ্বর ভগবতী মন্দির হল একটি ছোট পিতলের ছাদ বিশিষ্ট একতলা মন্দির যা মধ্যযুগীয় মল্ল যুগের বলে মনে করা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এর নির্মাণ সম্পর্কে কোন বিবরণ জানা যায় নি। মন্দিরের স্থাপত্য ঐতিহ্যগত নেওয়ার কারুশিল্পকে প্রতিফলিত করে, যেখানে জটিলভাবে খোদাই করা কাঠের কাজ, ধাতুর বিশদ বিবরণ এবং একটি কেন্দ্রীয় মন্দিরে দেবী ভগবতীর মূর্তি রয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, স্থানীয় ভক্তরা অসুস্থতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা ব্যক্তিগত কষ্টের সময় সুরক্ষার জন্য সঙ্কটেশ্বর ভগবতীর দিকে ফিরে এসেছে। নেপালের সবচেয়ে বড় হিন্দু উৎসব দশাইনের সময় তাকে বিশেষভাবে পূজা করা হয়, যখন মন্দিরটি তার সম্মানে সম্পাদিত বিশেষ পূজা, নৈবেদ্য এবং পশু বলি দিয়ে কার্যকলাপের কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

আজ মন্দির

বর্তমানে, ভগবতী বাহল মন্দির একটি সক্রিয় আধ্যাত্মিক স্থান যেখানে স্থানীয়রা প্রার্থনা করতে, ধূপ জ্বালাতে এবং ধর্মীয় উত্সবে অংশগ্রহণ করতে আসেন।





































5.2.1.8 শ্রী গাহ চৈত্য

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

শ্রী গহ চৈত্য নামটি এই উপাদানগুলিকে একত্রিত করে:

- **'শ্রী' একটি সংস্কৃত উপসর্গ যা সম্মান এবং শুভকে নির্দেশ করে।**
- **'ঘাহ' একটি স্থানীয় নেপালি শব্দ যার অর্থ 'ঘর' বা 'তীর্থস্থান'।**
- **'চৈত্য' একটি বৌদ্ধ স্তূপকে বোঝায়, একটি গম্বুজবিশিষ্ট কাঠামো যা ধ্বংসাবশেষ স্থাপন করে এবং বুদ্ধের আলোকিত মনের প্রতিনিধিত্ব করে।**

একত্রে, শ্রী গহ চৈত্যকে 'শ্রদ্ধেয় স্তূপ মন্দির' হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যা ভক্তি এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলনের একটি পবিত্র স্থানের প্রতীক।





























ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য

এর কেন্দ্রে অবস্থিত কাথে স্বয়ম্ভু শ্রী গা চৈত্য স্তূপ, যা রাজা প্রতাপ মল্লের রাজত্বকালে 17 শতকে নির্মিত হয়েছিল। এটি কাঠমান্ডুর অন্যতম মনোমুগ্ধকর এবং ঐতিহাসিকভাবে সমৃদ্ধ বৌদ্ধ সৌধ। স্তূপটিকে প্রায়শই 'মিনি স্বয়ম্ভুনাথ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়, কারণ এটি মূলস্বয়ম্ভুনাথ স্তূপ-এর প্রতিরূপ বলে মনে করা হয়। এটির অপরিসীম ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক মূল্য রয়েছে, বিশেষ করে যারা পাহাড়ের উপরে বিখ্যাত স্বয়ম্ভুনাথ স্তূপা ভ্রমণ করতে পারেন না তাদের জন্য।

কাথে স্বয়ম্ভু শ্রী গা চৈত্য নামের অর্থ কী?

- **'কাথে' মানে নেপালি ভাষায় 'কাঠের' বা 'ছোট', যদিও এই প্রসঙ্গে এটি আকারের পরিবর্তে শহরের কেন্দ্রে এর অবস্থানকে বোঝায়।**
- **'স্বয়ম্ভু' বলতে বোঝায় স্ব-অস্তিত্বশীল স্তূপ যা প্রাচীনকালে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত হয়েছিল বলে বিশ্বাস করা হয়।**
- **'শ্রী ঘা' একটি নেওয়ার শব্দ যার অর্থ একটি পবিত্র অঙ্গন বা ধর্মীয় স্থান।**

- **'চৈত্য' হল একটি বৌদ্ধ স্তূপ, একটি গম্বুজের মতো কাঠামো যা বুদ্ধের আলোকিত মনের প্রতিনিধিত্ব করে।**

একত্রে, কাথে স্বয়ম্ভু শ্রী ঘ চৈত্য মোটামুটিভাবে অনুবাদ করে 'স্বয়ম্ভুর পবিত্র শহর চৈত্য', যা মহান স্বয়ম্ভুনাথ স্তূপের একটি শ্রদ্ধেয় প্রতিরূপের প্রতীক।

স্তূপের স্থাপত্যে রয়েছে ক্লাসিক বৌদ্ধ নকশা, একটি সাদা ধোয়া গম্বুজ, বুদ্ধের চোখ চার দিকে তাকিয়ে আছে এবং একটি সোনার চূড়ায় মুকুট পরানো একটি বর্গাকার হার্মিকা যা সাধারণ 13টি ছাতার ধাপ রয়েছে, যা নির্বাণে পৌঁছানোর 13টি ধাপকে নির্দেশ করে।
চৈত্যটি প্রার্থনার চাকা, পাথরের সিংহ, ক্ষুদ্র স্তূপ এবং বহু শতাব্দী ধরে ভক্তদের দ্বারা দান করা সুন্দর খোদাইকৃত চৈত্য দ্বারা বেষ্টিত। কেন্দ্রীয় স্তূপটি বুদ্ধের চোখ দিয়ে মুকুটযুক্ত এবং একটি চূড়া যা আলোকিত হওয়ার পথের প্রতিনিধিত্ব করে।
সাইটটি তিব্বতি এবং নেওয়ার বৌদ্ধদের জন্য একটি সক্রিয় উপাসনার স্থান, বিশেষ করে বুদ্ধ জয়ন্তীর মতো উৎসবের সময়।
উপাসকরা নিয়মিত চৈত্যের চারপাশে ঘড়ির কাঁটার দিকে হাঁটেন, প্রার্থনার চাকা ঘোরান এবং মাখনের প্রদীপ আলোকিত করেন। সাইটটি বৌদ্ধ উত্সব, শিক্ষা এবং শান্ত চিন্তার জন্য একটি সম্প্রদায় স্থান হিসাবেও কাজ করে।

1552 খ্রিস্টাব্দের একটি শিলালিপিতে স্তূপের উল্লেখ রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে 'মেঘরাজা তাঁর মৃত পুত্রের স্মরণে কাঠিসম্ভু স্তূপের সোনার চূড়া (গজুর) দান করেছিলেন'। নেপালি ইতিহাসে এই একমাত্র সময় মেঘরাজের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এটা বিশ্বাস করা হয় যে তিনি কাঠমান্ডুর একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।
রাজা প্রতাপ মল্ল (1624 - 1674 খ্রিস্টাব্দ) এর রাজত্বকালে স্তূপটি মেরামত করা হয়েছিল। 1647 সালে, চৈত্যকে পবিত্র করা হয়েছিল, কিন্তু 1653 সালে বজরাচার্য (বজ্রযান বংশের একজন উচ্চ-পদস্থ নেওয়ার বৌদ্ধ পুরোহিত) দ্বারা পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল।

চৈত্য আজ

আজ, শ্রী গহ চৈত্য রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে একটি শান্তিপূর্ণ অভয়ারণ্য হিসাবে রয়ে গেছে, স্থানীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা সংরক্ষিত যারা এর গঠন এবং পবিত্রতা বজায় রাখে। যদিও এটিবৌদ্ধনাথ স্তূপবাস্বয়ম্ভুনাথএর মতো বড় এবং পর্যটকদের জন্য ভারী নয়, এর সত্যতা এবং আধ্যাত্মিক আকর্ষণ এখনও এটিকে একটি পুরস্কৃত করে তোলে যদিও আপনি ইতিমধ্যে অসংখ্য স্তূপ দেখেছেন।

ভিজিটিং টিপস

- **ভর্তি বিনামূল্যে.**
- **শিষ্টাচার: স্তুপের চারপাশে ঘড়ির কাঁটার দিকে হাঁটুন, আপনার ডান হাত দিয়ে প্রার্থনার চাকা ঘোরান এবং সম্মানের বাইরে কণ্ঠস্বর কম রাখুন।**

5.2.1.9 ইখা নারায়ণ মন্দির

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

'ইখা নারায়ণ' নামটি নেওয়ার ভাষা ও হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত।

- **'ইখা' বলতে নির্দিষ্ট পাড়া বা টোল বোঝায় যেখানে মন্দিরটি কাঠমান্ডুর প্রাচীন শহরের বিন্যাসের মধ্যে অবস্থিত।**
- **'নারায়ণ' হল ভগবান বিষ্ণুর অনেক নামের মধ্যে একটি, হিন্দু ত্রিত্বের রক্ষক ও রক্ষক।**

একসাথে, ইখা নারায়ণ ইখা পাড়ায় অবস্থিত বিষ্ণু মন্দিরকে বোঝায়।



















5.2.1.10 নরদেবী মন্দির

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

'নারদেবী' নামটি এসেছে 'নার' থেকে, যার অর্থ মানুষ, এবং 'দেবী', যার অর্থ দেবী, যা একসাথে 'মানবজাতির দেবী' বা 'মানুষের রক্ষাকর্তা' বোঝায়। নরদেবী হল দেবী দুর্গা বা কালীর একটি ভয়ঙ্কর প্রকাশ, এবং মন্দকে তাড়ানোর জন্য এবং সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তার শক্তির জন্য পূজা করা হয়।

স্থানীয় কিংবদন্তি অনুসারে, দেবী একটি দর্শনে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যা এই অঞ্চলটিকে দুর্ভাগ্য এবং রোগ থেকে রক্ষা করার জন্য বর্তমান স্থানে তার মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য প্ররোচিত করেছিল। একজন অভিভাবক দেবতা হিসেবে তার ভূমিকা কাঠমান্ডুর ঐতিহাসিক মহলে গভীরভাবে সম্মানিত।







স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য

নরদেবী মন্দিরে একটি স্বতন্ত্র বহু-স্তরযুক্ত ছাদ, সূক্ষ্মভাবে খোদাই করা কাঠের স্ট্রট এবং ধাতব অলঙ্করণ সহ একটি ঐতিহ্যবাহী নেওয়ার-শৈলীর প্যাগোডা কাঠামো রয়েছে। অভ্যন্তরে,

মন্দিরে দেবীর একটি পবিত্র মূর্তি রয়েছে, যা বেশিরভাগ সময় জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লুকানো থাকে এবং শুধুমাত্র বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান এবং উত্সবগুলির সময় প্রকাশ করা হয়। মন্দিরটি কুমারী ঐতিহ্যের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কাঠমান্ডুর জীবন্ত দেবী নির্দিষ্ট উত্সবের সময় নরদেবী মন্দিরে যান, মন্দিরের আধ্যাত্মিক ওজন এবং সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিকতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

স্থানীয় ঐতিহ্যের মধ্যে একটি পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে এবং যেটি নরদেবী মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও প্রাথমিক ঐতিহ্য সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলি দ্বারা উদ্ধৃত করা হয়েছে।
কিংবদন্তি আছে যে প্রতিবেশী পাটনের একজন রাজা শিকার অভিযানে তৎকালীন কান্তিপুর (আধুনিক কাঠমান্ডু) জঙ্গলে গিয়ে নিজেকে অপ্রত্যাশিতভাবে হারিয়ে গিয়েছিলেন। এখন কিলাগাল নামে পরিচিত এলাকাটির কাছে, বিপদে পড়ল - একটি বন্য হাতি, চার্জিং এবং নিরলস, রাজাকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল। তার মরিয়া পলায়ন তাকে নরদেবী মন্দিরের বর্তমান স্থানের কাছে নিয়ে যায়, যেখানে তিনি একটি বিশাল গাছের আলিঙ্গনের মধ্যে আশ্রয় চেয়েছিলেন। ক্লান্তি ও ভয় তাদের চরম আকার ধারণ করে এবং রাজা জ্ঞান হারান।
জেগে ওঠার পর, গল্পটি একটি গভীর সাক্ষাৎ বর্ণনা করে। দেবী স্বেতাকালি (অনুবাদিত: সাদা কালী; স্বেতাকালি হল শক্তিশালী দেবী কালীর শ্বেত (শান্ত এবং পরোপকারী) দিকের একটি প্রকাশ, জীবন ও সুরক্ষার দাতা) নিজেকে তাঁর সামনে হাজির করা হয়, তার উপস্থিতি আশার আলোকবর্তিকা। তার কথা, জীবনের একটি সহজ অথচ শক্তিশালী দান, প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, 'তুমি বাঁচতে পারো'। এই ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের জন্য গভীরভাবে অনুপ্রাণিত এবং কৃতজ্ঞ হয়ে রাজা পাটনে তার রাজ্যে ফিরে আসেন। যাইহোক, তার মুখোমুখি হওয়ার স্মৃতি দীর্ঘায়িত ছিল, তাকে জীবন রক্ষাকারী অনুগ্রহ স্মরণ করতে বাধ্য করে যা তিনি পেয়েছিলেন। এইভাবে, যেখানে তিনি অভয়ারণ্য পেয়েছিলেন ঠিক সেই স্থানেই নরদেবী মন্দির তৈরি করা হয়েছিল।
মজার বিষয় হল, এই পবিত্র স্থানটির প্রভাব তার প্রাথমিক প্রতিষ্ঠার বাইরেও প্রসারিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে, ভক্তপুরের শক্তিশালী রাজ্যের দুই রাজাও একই কল্যাণময় দেবীর দর্শন পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। এই এনকাউন্টারগুলি মন্দিরের গুরুত্বকে দৃঢ় করে এবং ভক্তপুর শাসকদেরকে এর সংরক্ষণে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তারা ঐতিহ্যের সূচনা করেছিল যা আজও অব্যাহত রয়েছে, যার মধ্যে একটি নৈবেদ্য হিসাবে ঘি প্রদীপ জ্বালানো এবং মন্দিরের মাঠে একটি ভেড়া বলি দেওয়ার উল্লেখযোগ্য কাজ অন্তর্ভুক্ত। এই নির্দিষ্ট আচারটি অনন্যভাবে থিমি শহরের কুমলে কুমোরদের দ্বারা পরিচালিত হয়, এই ঐতিহ্যটি বংশ পরম্পরায় তাদের দেবীকে সম্মান জানানোর উপায় হিসেবে চলে আসছে।
এই স্থায়ী গল্পে আরেকটি স্তর যোগ করা হল দেবীর আদি আবাসকে ঘিরে স্থানীয় প্রত্যয়, যাকে বলা হয় 'ব্যাচেন'। মন্দিরের আশেপাশে অবস্থিত, এটি একটি পবিত্র ভাণ্ডার বলে মনে করা হয় যেখানে দেবীর অলঙ্কার এবং পোশাক সাবধানে সুরক্ষিত থাকে, এটি ঐশ্বরিক উপস্থিতির একটি বাস্তব লিঙ্ক যা সম্প্রদায়ের উপর নজর রাখে।

মন্দিরটি নবম শতাব্দীতে ঠাকুরী শাসক গুণকামদেব (৯৪৯ থেকে ৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়, যিনি কাঠমান্ডু (তখন কান্তিপুর নামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আচার ও উৎসবে ভূমিকা

নারদেবী মন্দির হল ইন্দ্র যাত্রার সময় একটি মূল অবস্থান, কাঠমান্ডুর অন্যতম বড় রাস্তার উৎসব, যা ৪ দিন স্থায়ী হয় এবং সাধারণত সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়, তবে সঠিক তারিখটি পরিবর্তিত হয়, কারণ এটি চন্দ্র ক্যালেন্ডার অনুসারে নির্ধারিত হয়। উত্সবটি প্রধানত ভগবান ইন্দ্রকে উৎসর্গ করা হয়, বৃষ্টির হিন্দু দেবতা এবং স্বর্গের রাজা, এবং এর উদ্দেশ্য হল বর্ষার বৃষ্টির জন্য ধন্যবাদ জানানো যা কৃষি এবং ভাল ফসলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান আকর্ষণগুলির মধ্যে একটি হল কুমারী যাত্রা, জীবিত দেবী কুমারীর রথ শোভাযাত্রা। কুমারী, একটি অল্প বয়স্ক নেওয়ার মেয়ে, যাকে দেবী তালেজু-এর মূর্ত প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়, কাঠমান্ডুর প্রাচীন রাস্তা দিয়ে একটি সুন্দর সজ্জিত রথে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি গণেশ এবং ভৈরবের প্রতিনিধিদের বহনকারী রথের সাথে রয়েছেন।
শ্রদ্ধা জানাতে নরদেবী সহ বিভিন্ন মন্দিরে কুচকাওয়াজ থামে। মন্দিরটি নিয়মিত পূজাও (আচার অনুষ্ঠান) করে, বিশেষ করে স্থানীয়রা স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির জন্য দেবীর সুরক্ষা বা আশীর্বাদ কামনা করে।

আপনি যখন মন্দিরে যান, আপনি প্রবেশ করতে পারবেন না, তবে আপনি সামনের দরজা দিয়ে উঁকি দিতে পারেন এবং দরজার প্রতিটি পাশে 2টি রঙিন আঁকা পৌরাণিক মূর্তি সহ ফটোগুলির জন্য পোজ দিতে পারেন।

শিষ্টাচার: বাধাগুলিকে সম্মান করুন এবং মন্দিরে প্রবেশ করবেন না।















5.2.1.12.A গদ্দি বাইহাক

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

কাঠমান্ডু দরবার স্কোয়ারের সাদা বিল্ডিং, গাদ্দি বাইহাক-এ আপনার স্ব-নির্দেশিত হাঁটা সফর শুরু করুন, যা অন্য মাটি-টোনড ভবনগুলির মধ্যে থেকে যায়।

কাঠমান্ডু দরবার স্কোয়ারের গাদ্দি বৈঠক হল একটি নিওক্লাসিক্যাল প্রাসাদ যা 1908 সালে প্রধানমন্ত্রী চন্দ্র শমসের রানা দ্বারা নির্মিত হয়েছিল, যেটি একসময় রাজকীয় দর্শক হল হিসেবে কাজ করেছিল। ইউরোপীয়-শৈলীর স্থাপত্যের জন্য পরিচিত, এটি নেপালের রাজকীয় ইতিহাস এবং কূটনৈতিক অতীতের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।





নেপালি ভাষায় 'গদ্দি বৈঠক' নামটি 'সিংহাসন হল'-এ অনুবাদ করা হয়েছে, 'গদ্দি' (সিংহাসন) এবং 'বৈথক' (আসন বা মিটিং হল) এর সমন্বয়ে। হলটি বহির্বিশ্বের সাথে নেপালের ক্রমবর্ধমান মিথস্ক্রিয়াকে প্রতীকী করে তুলেছিল, এবং এটি সরকারী অনুষ্ঠানের জন্য, বিশেষ করে বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হত।

শক্ত ইউরোপীয় প্রভাব প্রতিফলিত করে এর নিওক্লাসিক্যাল স্থাপত্যের সাথে গাদ্দি বৈঠক কাঠমান্ডু দরবার স্কোয়ারের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের বাইরে চলে যায়। এর লম্বা সাদা স্তম্ভ, বিশাল খিলান এবং প্রতিসাম্য নকশা সহ, এটি রানা শাসকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করে যারা পশ্চিমা শৈলী অনুকরণ করতে এবং তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা জাহির করতে চেয়েছিল।

2015 সালের ভূমিকম্পে বিল্ডিংটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং মূল পরিকল্পনা ছিল এটি ভেঙে ফেলা এবং পুনর্নির্মাণ করা। জনসাধারণের চাপের কারণে এই পরিকল্পনা বাদ দেওয়া হয় এবং ভবনটি মেরামতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 2019 সালে মেরামত শেষ হয়েছিল, এবং বিল্ডিংটি একটি যাদুঘর হিসাবে পুনরায় খোলা হয়েছিল।
জাদুঘরে প্রবেশের জন্য জনপ্রতি 1000 টাকা (লেখার সময়)। ভিতরে, আপনি নেপালের রাজকীয় যুগের ঝাড়বাতি, সিংহাসন চেয়ার এবং ভিনটেজ প্রতিকৃতি দেখতে পাবেন।

ভূমিকা এবং তাৎপর্য

রাজকীয় ঘোষণা থেকে রাষ্ট্রীয় অভ্যর্থনা পর্যন্ত, ভবনটি কূটনীতি এবং রাজকীয় উপস্থিতির জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করেছিল।

আজ, এটি তার স্থাপত্য অনন্যতা এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা উভয়ের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য স্মৃতিস্তম্ভ হিসাবে রয়ে গেছে। ইন্দ্র যাত্রার মতো উত্সবগুলির সময়, এটি একটি কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এবং অতিথিরা এর বারান্দা থেকে উদযাপনগুলি পর্যবেক্ষণ করেন।





মন্দিরের অভ্যন্তরে, বিষ্ণুর একটি পাথরের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে এবং স্ট্রট এবং জানালায় জটিল কাঠের খোদাইগুলি সেই যুগের নেওয়ার কারিগরদের শৈল্পিক দক্ষতাকে প্রতিফলিত করে।

মন্দিরটি দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত নয়, তবে কাঠমান্ডু দরবার স্কোয়ারের অন্বেষণের সময় এর ধাপগুলি সাধারণত বিশ্রাম নিতে চায় এমন লোকে ভরা থাকে।

সামনের প্ল্যাটফর্মটি প্রায়শই অভিনয়কারীরা ব্যবহার করে, বিশেষ করে তিহার এবং অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবের সময়। আরেকটি উপাসনালয় তাকে দাঁড় করিয়েছিল, কিন্তু 2015 সালের ভূমিকম্পে এটি ধ্বংস হয়ে যায়। এটি কবে এবং কখন পুনর্নির্মাণ করা হবে তা অজানা।

যেখান থেকে দাঁড়াবেন সেখান থেকে সরাসরি ত্রৈলোক্য মোহন নারায়ণ মন্দিরের পিছনে একটি মূর্তি রয়েছে। এটি গরুড়ের মূর্তি। হিন্দু পুরাণে, গরুড় হল একটি ঐশ্বরিক ঈগল সদৃশ সত্তা যিনি ভগবান বিষ্ণুর (নারায়ণ) বাহন (বাহন বা পর্বত)।
বিষ্ণুকে উত্সর্গীকৃত মন্দিরের সামনে একটি গরুড় মূর্তি খুঁজে পাওয়া খুব সাধারণ - আপনি বর্তমানে পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন।
এই নির্দিষ্ট গরুড় মূর্তি, যা বিশেষভাবে এর বিস্তারিত কারুকার্যের জন্য সুপরিচিত, 1689 সালে রাজা নৃপেন্দ্র মল্লের বিধবা স্ত্রী ঋদ্ধি লক্ষ্মী দ্বারা স্থাপন করা হয়েছিল এবং এতে গরুড়কে হাঁটু গেড়ে মন্দিরের দিকে প্রার্থনার অবস্থানে দেখানো হয়েছে।



5.2.1.12.C মাজু দেগা মন্দির

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

ত্রৈলোক্য মোহন নারায়ণ মন্দিরএর ডানে (উত্তরে) সিঁড়ি দিয়ে 2টি মন্দিরের মধ্যে দ্বিতীয়টি হল মাজু দেগা মন্দির।





কাঠমান্ডুর দরবার স্কোয়ারের মাজু দেগা মন্দিরটি ঐতিহাসিকভাবে 17 শতকের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিব মন্দির, যা একসময় এর সুউচ্চ স্থাপত্য এবং কাঠমান্ডুর সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে কেন্দ্রীয় ভূমিকার জন্য পরিচিত ছিল।

'মাজু দেগা' নামটি সহজে নেওয়ার ভাষায় 'মহান মন্দির' বা 'মহান মন্দির'-এ অনুবাদ করে। দেগা শব্দটি নেওয়ার শব্দ থেকে এসেছে 'মন্দির', এবং মাজু অর্থ উল্লেখযোগ্য বা মহৎ কিছু। এই নাম কাঠমান্ডুর শহুরে এবং ধর্মীয় ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে মন্দিরের আকার এবং গুরুত্ব উভয়ই প্রতিফলিত করে।

ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং ব্যবহার

মাজু দেগা মূলত 1690 সালে ভক্তপুরের রাজা ভূপতিন্দ্র মল্লের রাণী মা ঋদ্ধি লক্ষ্মী দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। যদিও তিনি ভক্তপুর রাজদরবারের অন্তর্গত ছিলেন, তার পৃষ্ঠপোষকতা পার্শ্ববর্তী শহর কাঠমান্ডু পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যা মল্ল রাজ্যের আন্তঃসম্পর্ক প্রদর্শন করে। মন্দিরটি হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান দেবতা ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছিল, যাকে ধ্বংসকারী এবং পবিত্র ত্রিত্বে রূপান্তরকারী হিসাবে সম্মান করা হয়েছিল।

মন্দিরটি নেওয়ার টায়ার্ড প্যাগোডা স্থাপত্যের একটি দুর্দান্ত উদাহরণ হিসাবে দাঁড়িয়েছিল, এর বিশাল বহু-স্তরের প্লিন্থটি লোকেদের বসার, বিশ্রাম নেওয়ার এবং বর্গক্ষেত্রের ছন্দ পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি জনপ্রিয় স্থান হিসাবে পরিবেশন করে। দুর্ভাগ্যবশত, 2015 সালের ভূমিকম্পের সময় মূল কাঠামোটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, কিন্তু পুনর্নির্মাণ এর মহিমা পুনরুদ্ধার করেছিল।

সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ভূমিকা

মাজু দেগা দীর্ঘকাল ধরে শুধু একটি ধর্মীয় কাঠামোর চেয়ে বেশি। এটির সামনের প্রশস্ত প্ল্যাটফর্মটি প্রায়শই রাস্তার পারফরম্যান্সের মঞ্চ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইন্দ্র যাত্রার মতো

উত্সবগুলির সময়, মন্দিরটি একটি প্রধান দর্শনীয় স্থান, যা উপত্যকা জুড়ে লোকেদের আকর্ষণ করে।

মন্দিরটি দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত নয়, তবে কাঠমান্ডু দরবার স্কোয়ারের অন্বেষণের সময় এর ধাপগুলি সাধারণত বিশ্রাম নিতে চায় এমন লোকে ভরা থাকে।

5.2.1.12.D মাদো পার্বতী মন্দির
(মানচিত্র,পর্যালোচনা)
মাজু দেগা মন্দির-এর সরাসরি উত্তরে আরেকটি মন্দির: মাদয়ো পার্বতী মন্দির।

কাঠমান্ডু দরবার স্কোয়ারের মাদিও পার্বতী মন্দির হল দেবী পার্বতীকে উৎসর্গ করা একটি পবিত্র হিন্দু মন্দির, যা তার সাংস্কৃতিক তাৎপর্য, ঐতিহ্যবাহী নেওয়ার স্থাপত্য এবং স্থানীয় ধর্মীয় জীবনে সক্রিয় ভূমিকার জন্য পরিচিত।







মাদয়ো পার্বতী নামটি অনুবাদ করে 'মধ্য পার্বতী' বা 'মধ্য পার্বতী', যার অর্থ সংস্কৃতে 'মধ্য' বা 'কেন্দ্রীয়', এবং পার্বতী হিন্দু দেবী পার্বতীকে বোঝায়, ভগবান শিবের স্ত্রী। প্রেম, ভক্তি এবং উর্বরতার দেবী হিসাবে, পার্বতী হিন্দু পুরাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মন্দিরের নাম সম্ভবত দরবার স্কোয়ারের জটিল বিন্যাসের মধ্যে পার্বতীর পূজায় কেন্দ্রীয় ভূমিকা প্রতিফলিত করে।

ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় তাৎপর্য
কাঠমান্ডু দরবার স্কোয়ারের কিছু বড় মন্দিরের মতো সুউচ্চ বা অলঙ্কৃত না হলেও, মাদিয়ো পার্বতী মন্দিরটি দেবী পার্বতীকে উৎসর্গ করার জন্য সম্মানিত।হনুমান ধোকা প্যালেস

- মাদিও পার্বতী মন্দিরের প্রেক্ষাপটে, এই সিংহ মূর্তিগুলি নেপালের মন্দিরের প্রবেশদ্বারে অভিভাবক মূর্তি স্থাপনের বৃহত্তর ঐতিহ্যের অংশ।
- তারা ঐশ্বরিক প্রতিরক্ষামূলক শক্তি একটি চাক্ষুষ প্রতিনিধিত্ব.

5.2.1.12.E তাগো গান বেল

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

টাগো গান বেলের উত্তরে আরও দূরে হাঁটুন। 2025 সালের হিসাবে, বেলের কাঠামোটি এখনও বেড় করা আছে যখন 2015 সালের ভূমিকম্পে এটি আংশিকভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে এটি মেরামত করা হচ্ছে। কিন্তু আপনি বেড়ার উপরে ঘণ্টা দেখতে সক্ষম।

কাঠমান্ডু দরবার স্কোয়ারের তাগো গান বেল হল একটি ঐতিহাসিক ব্রোঞ্জের ঘণ্টা যা একসময় রাজকীয় যোগাযোগ এবং জনসাধারণের আচার-অনুষ্ঠানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছিল।





'তাগো গান' শব্দটি নেওয়ার ভাষা থেকে এসেছে, যেখানে 'তাগো' মানে 'দক্ষিণ' এবং 'গান' একটি ঘণ্টাকে বোঝায়। বেশ আক্ষরিক অর্থে, Tago Gan মানে 'দক্ষিণ ঘণ্টা'। হনুমান ধোকা প্রাসাদ কমপ্লেক্সের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থানের কারণে এটির নামটি বেছে নেওয়া হয়েছিল, যা জনসাধারণের ব্যস্ত স্কোয়ারের দিকে মুখ করে। নামটি এটিকে কাছাকাছি অবস্থিত 'উত্তর ঘণ্টা' অনুনাসিক গান থেকেও আলাদা করে।

ঐতিহাসিক তাৎপর্য

তাগো গান বেলটি 18 শতকের শেষের দিকে, 1797 সালের দিকে রাজা রানা বাহাদুর শাহ দ্বারা চালু করা হয়েছিল। এটি একটি রাজকীয় সংকেত ঘণ্টা হিসাবে ব্যবহৃত হত, যা দৈনিক আচার-অনুষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বা কিছু ক্ষেত্রে জনসাধারণকে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা বা জরুরী পরিস্থিতিতে সতর্ক করার জন্য বাজে। সংক্ষেপে, আধুনিক লাউডস্পিকারের অনেক আগে এটি একটি পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম হিসাবে কাজ করেছিল।

রাজনৈতিক অস্থিরতা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে, ঘণ্টা বাজানো নাগরিক এবং কর্মকর্তাদের অবিলম্বে মনোযোগ দেবে। এটাও বিশ্বাস করা হয় যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সময় ঘণ্টাটি বাজানো হয়েছিল নৈবেদ্য বা পবিত্র শোভাযাত্রার সংকেত দেওয়ার জন্য।

স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য
ঘণ্টাটি নিজেই একটি সুন্দরভাবে সংরক্ষিত ব্রোঞ্জের নিদর্শন, দুটি বিস্তৃতভাবে খোদাই করা পাথরের স্তম্ভের মধ্যে ঝুলে আছে। এটি একটি প্রশস্ত খিলানপথের উপরে ঝুলছে, যেখান দিয়ে স্থানীয়রা এবং পর্যটকরা স্কোয়ারটি ঘুরে দেখার সময় যান। ঘণ্টাটির চারপাশের কাঠামোটি ঐতিহ্যগত মোটিফ এবং নেওয়ার শৈল্পিক প্রভাবগুলিকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করে, এটিকে কেবল কার্যকরী নয়, স্থাপত্য ঐতিহ্যের একটি মূল্যবান অংশ করে তোলে।

বর্তমান ব্যবহার এবং সাংস্কৃতিক মূল্য
যদিও সরকারী ঘোষণার জন্য আর ব্যবহার করা হয় না, তাগো গান বেল কাঠমান্ডুর ঐতিহাসিক শাসন ও নাগরিক জীবনের প্রতীক হিসেবে রয়ে গেছে।



5.2.1.12.জি সরস্বতী মন্দির

(মানচিত্র)

সরাসরি পিছনে (উত্তরে)পাথরের বিষ্ণু মন্দিরসরস্বতী মন্দির অবস্থিত।

কাঠমান্ডু দরবার স্কোয়ারের সরস্বতী মন্দির হল একটি শ্রদ্ধেয় মন্দির যা হিন্দুদের জ্ঞান ও বিদ্যার দেবীকে উৎসর্গ করা হয়েছে।



মন্দিরের নামকরণ করা হয়েছে সরস্বতী, বিদ্যা, সঙ্গীত, বক্তৃতা এবং সৃজনশীলতার হিন্দু দেবী। তার নামটি সংস্কৃত মূল 'সরস' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'প্রবাহ' এবং 'ওয়াতি', যার অর্থ 'সে যার আছে', যা জ্ঞান এবং বাগ্মীতার প্রবাহিত স্রোতের প্রতীক। ব্রহ্মার সহধর্মিণী, স্রষ্টা দেবতা (ত্রিমূর্তীর মধ্যে, হিন্দু ত্রিমূর্তি বিষ্ণু, শিব এবং ব্রহ্মার সমন্বয়ে), সরস্বতীকে প্রায়শই নতুন একাডেমিক প্রচেষ্টা এবং শৈল্পিক সাধনার শুরুতে আহ্বান করা হয়।

ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য

কাঠমান্ডু দরবার স্কোয়ারের সরস্বতী মন্দিরটি পরিমিত আকারে পরিমিত কিন্তু উদ্দেশ্যের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। এর নির্মাণের সুনির্দিষ্ট তারিখ অনিশ্চিত, তবে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও রাজকীয় কাঠামোর কাছাকাছি এর উপস্থিতি থেকে বোঝা যায় যে এটি দীর্ঘদিন ধরে বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক অনুপ্রেরণার আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে।

মন্দিরের স্থাপত্য ঐতিহ্যগত নেওয়ার কারুশিল্পকে প্রতিফলিত করে।

আধুনিক দিনের ব্যবহার

সরস্বতী মন্দিরটি উপাসনার একটি সক্রিয় স্থান থেকে যায়, বিশেষ করে সরস্বতী পূজার সময় (শ্রী পঞ্চমী নামেও পরিচিত), একটি উৎসব যখন সমস্ত বয়সের ছাত্ররা দেবীর আশীর্বাদ পেতে জড়ো হয়। শিশুরা তাদের স্কুলের বইগুলি দেবীর সামনে রাখার জন্য নিয়ে আসে, যা ঐশ্বরিক নির্দেশনায় তাদের শিক্ষাগত যাত্রা শুরুর প্রতীক।

বার্ষিক উত্সব ছাড়াও, মন্দিরটিতে সৃজনশীল ক্ষেত্র বা শিক্ষায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের পাশাপাশি এর শান্তিপূর্ণ এবং চিন্তাশীল পরিবেশে আকৃষ্ট ভ্রমণকারীদের দ্বারা ঘন ঘন আসে।





মন্দিরের উন্নত ভিত্তি এটিকে একটি জনপ্রিয় সুবিধার জায়গা করে তোলে এবং ধাপগুলি এটিকে একটি জনপ্রিয় বিশ্রামের জায়গা করে তোলে।

ভূমিকম্প এবং পুনরুদ্ধার

2015 সালের ভূমিকম্পে সাইসিলিম দেগা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, এর উপরের কাঠামোর বেশিরভাগ অংশ হারিয়েছিল। যাইহোক, স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ, মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে, ঐতিহ্যগত উপকরণ এবং কারুশিল্পের প্রতি মনোযোগ দিয়ে তার আসল রূপ ফিরিয়ে আনা হয়েছে।





2015 সালের ভূমিকম্পের সময় কলামটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, কিন্তু পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা কাঠমান্ডুর স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংরক্ষণ করে এটিকে তার আগের গৌরব ফিরিয়ে এনেছে।







5.2.1.12.এম শিব মন্দির

(মানচিত্র)

পিছনে (পূর্ব)মহা বিষ্ণু মন্দিরশিব মন্দির নামে আরেকটি ছোট মন্দির রয়েছে।

কাঠমান্ডু দরবার স্কোয়ারের শিব মন্দির, মহা বিষ্ণু মন্দিরের ঠিক পূর্বে অবস্থিত, একটি সুন্দরভাবে সংরক্ষিত তিন-স্তর বিশিষ্ট প্যাগোডা যা প্রায়শই হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান দেবতা শিবকে উত্সর্গীকৃত বলে মনে করা হয়, যা পবিত্র ট্রিনিটির মধ্যে ধ্বংসকারী এবং রূপান্তরকারী হিসাবে পরিচিত (ত্রিমূর্তি এবং ব্রহ্মমূর্তির পাশে)। চিহ্ন এবং ঐতিহাসিক রেফারেন্স ন্যূনতম, এবং ভগবান শিবের উত্সর্গীকরণ অনুমান করা হয়, কারণ এটি বিষ্ণু এবং ইন্দ্রকে উত্সর্গীকৃত মন্দিরগুলির পাশাপাশি বসে, যা হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বে ঐশ্বরিক শক্তির একটি প্রতীকী ত্রয়ী গঠন করবে।





স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য

এর প্রতিবেশী কাঠামো, ইন্দ্রপুর মন্দির এবং মহা বিষ্ণু মন্দিরের মতো, শিব মন্দিরটি ক্লাসিক নেওয়ার-শৈলীর প্যাগোডা স্থাপত্য অনুসরণ করে, একটি তিন-স্তর বিশিষ্ট ছাদ এবং সুন্দরভাবে খোদাই করা কাঠের স্ট্রট দিয়ে সম্পূর্ণ। এর নকশাটি অন্য দুটি মন্দিরের আয়না করে, একটি দৃশ্যত সুরেলা সারি পবিত্র ভবন তৈরি করে, প্রতিটি আলাদা দেবতার প্রতি অনুগত।
মন্দিরের কম্প্যাক্ট পদচিহ্ন এবং প্রতিসম অনুপাত এটিকে মল্ল-কালের মন্দির নকশার একটি চমৎকার উদাহরণ করে তোলে, যা আধ্যাত্মিক ভারসাম্য এবং স্থাপত্য একতার উপর জোর দেয়।

5.2.1.12.N শ্রী কাল ভৈরব মন্দির

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

ইন্দ্রপুর মন্দির-এ ফিরে যান। আপনার পরবর্তী গন্তব্য শ্রী কাল ভৈরব মন্দির, যা এর সরাসরি পিছনে (উত্তরে) অবস্থিত।

কাঠমান্ডু দরবার স্কোয়ারে অবস্থিত শ্রী কাল ভৈরব মন্দির হল একটি চিত্তাকর্ষক খোলা-বাতাস মন্দির যেখানে ভগবান শিবের ভয়ঙ্কর রূপ কাল ভৈরবের একটি বিশাল পাথরের মূর্তি রয়েছে। ঐশ্বরিক ন্যায়বিচার প্রদানে ঐতিহাসিক ভূমিকার জন্য পরিচিত, মন্দিরটি সত্য এবং সুরক্ষার একটি শক্তিশালী প্রতীক হিসাবে রয়ে গেছে।







মন্দিরটির নামকরণ করা হয়েছে কাল ভৈরবের নামানুসারে, যা ভগবান শিবের উগ্র ও ক্রোধপূর্ণ প্রকাশ। সংস্কৃতে, 'কাল' অর্থ সময় বা মৃত্যু, এবং 'ভৈরব' একটি ভয়ঙ্কর রূপকে বোঝায়। একসাথে, কাল ভৈরব নামটি সেই প্রভুর প্রতীক, যিনি সময় এবং বিনাশ নিয়ন্ত্রণ করেন, একজন শক্তিশালী রক্ষক এবং সত্যের প্রয়োগকারী হিসাবে তার খ্যাতিকে শক্তিশালী করে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

কাল ভৈরবের বিশাল প্রস্তর ভাস্কর্যটি তার চোখ প্রশস্ত, দানাগুলি খোলা এবং মাথার খুলির মুকুট দ্বারা সজ্জিত, এটি 17 শতকের বলে মনে করা হয়, যখন এটি মল্ল রাজবংশের সময় শিল্প ও



5.2.1.12.P তালেজু ভবানী মন্দির

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

কাগেশ্বর মহাদেব মন্দিরএর পিছনে, আপনি দুটি ছোট মন্দির এবং একটি গেট দেখতে পাবেন। সেই গেটের পিছনেই রয়েছে তালেজু ভবানী মন্দির।

তালেজু ভাওয়ানি মন্দির কাঠমান্ডু দরবার স্কোয়ারের অন্যতম পূজনীয় ল্যান্ডমার্ক। এই পবিত্র মন্দিরটি তালেজু ভবানীকে উৎসর্গ করা হয়েছে, একজন শক্তিশালী প্রতিরক্ষামূলক দেবী এবং মল্ল রাজাদের রাজকীয় দেবতা যারা কাঠমান্ডু উপত্যকায় শতাব্দী ধরে শাসন করেছিলেন।







তালেজু নামটি হিন্দু দেবী দুর্গার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে, একজন ভয়ানক এবং প্রতিরক্ষামূলক দেবী যিনি মন্দের সাথে যুদ্ধ করেন এবং ধর্মকে রক্ষা করেন (মহাজাগতিক আদেশ), রাজা ও রাজ্যের অভিভাবক হিসাবে। তালেজুকে প্রায়শই বহু-সশস্ত্র যোদ্ধা দেবী হিসাবে চিত্রিত করা হয়, একটি সিংহের উপর উপবিষ্ট বা একটি রাক্ষসের উপর দাঁড়িয়ে,

তলোয়ার, ত্রিশূল এবং চাকতির মতো অস্ত্রধারী। তিনি মন্দকে ধ্বংস করার এবং ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন।
'ভবানী' একটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ 'দেবী' বা 'ঐশ্বরিক মা'।

কিংবদন্তি অনুসারে, 16 শতকে রাজা মহেন্দ্র মল্লের স্বপ্নে দেবী তালেজু আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি তাকে এই শর্তে একটি মন্দির নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে এটিকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা হবে, শুধুমাত্র রাজপরিবার এবং কয়েকজন মনোনীত পুরোহিতের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য। বিনিময়ে, তিনি তার রাজ্য রক্ষা করবেন।
ফলস্বরূপ তালেজু ভবানী মন্দিরটি মল্ল রাজবংশের রাজকীয় মন্দিরে পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে শাহ রাজবংশ, যারা নেপালকে একীভূত করার পর তার উপাসনা অব্যাহত রাখে। মন্দিরটি 1564 সালে নির্মিত হয়েছিল এবং এটি কাঠমান্ডু দরবার স্কোয়ারের সবচেয়ে উঁচু কাঠামো হিসেবে রয়ে গেছে।

আরেকটি আকর্ষণীয় লিঙ্ক: কুমারীর ঐতিহ্য, বা কাঠমান্ডুর জীবন্ত দেবী, তালেজু নিজেই দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে মনে করা হয়।
কিংবদন্তি বলে, রাজা জয়প্রকাশ মল্ল গোপনে তালেজুর সাথে পাশা খেলতেন। এক রাতে, তিনি দেবীকে ক্ষুব্ধ করে একটি অনুপযুক্ত মন্তব্য করলেন। তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি কখনই ফিরে আসবেন না, যদি না তাকে একটি অল্প বয়স্ক মেয়ের আকারে পূজা করা হয়। এভাবেই শুরু হয় রাজকুমারীর ঐতিহ্য।
কুমারী বাড়ি (কুমারী ঘর), এছাড়াও দরবার স্কোয়ারে, তালেজু পূজার সাথে সরাসরি আবদ্ধ, এবং জীবিত দেবীকে এখনও বছরে একবার দশাইনের সময় তালেজু মন্দিরে আনা হয়।

আর্কিটেকচার এবং সিম্বলিজম

তালেজু মন্দিরটি নেওয়ার স্থাপত্যের একটি অত্যাশ্চর্য উদাহরণ, একটি তিন-স্তরযুক্ত প্যাগোডা শৈলীতে নির্মিত এবং একটি বিশাল প্ল্যাটফর্মে উঁচু করা হয়েছে। এটি স্কোয়ারের অন্যান্য সমস্ত ভবনের চেয়ে লম্বা, শহরের উপর দেবীর ঐশ্বরিক কর্তৃত্বের প্রতীক। মন্দিরটি জটিল কাঠের খোদাই, পৌরাণিক প্রাণীর মূর্তি এবং সোনার ফিনিয়েল দিয়ে সজ্জিত, সবই এর পবিত্র মর্যাদার উপর জোর দেয়।

মন্দিরে প্রবেশ এবং ব্যবহার

সারা বছর মন্দিরটি সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকে না। এটি বছরে একবার মাত্র দশইন উৎসবের সময় খোলে, বিশেষ করে মহা নবমীতে, দশাইনের নবম দিনে। দশাইন নেপালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব, যা মন্দের বিরুদ্ধে দুর্গার বিজয় উদযাপন করে। এই দিনে একদিন (মহা নবমী), রাজপরিবারের সদস্যরা (যে সময়ে নেপালে রাজতন্ত্র ছিল) এবং ভক্তরা (আজকাল শুধুমাত্র ভক্তরা) বিস্তৃত বলি ও প্রার্থনা করে।
আচার-অনুষ্ঠানগুলি বিশেষভাবে নিযুক্ত নেওয়ার পুরোহিতদের দ্বারা পরিচালিত হয়, প্রায়শই নির্দিষ্ট বংশগত পরিবার থেকে।
দর্শনার্থীরা মন্দিরে প্রবেশ করতে না পারলেও কাঠমান্ডু দরবার স্কোয়ারের গেটের বাইরে থেকে এটিকে প্রশংসিত করা যায়।

5.2.1.12.Q মাখন মহাদেব মন্দির (সানো পশুপতি)
(মানচিত্র,পর্যালোচনা)
কাঠমান্ডু দরবার স্কোয়ারের উত্তরে, লম্বা আয়তাকার লাল ইটের খিলানের পিছনে রয়েছে সানো পশুপতি মন্দির, যা মাখন মহাদেব মন্দির নামেও পরিচিত।



মন্দিরটির দুটি নাম রয়েছে: সানো পশুপতি, যার অর্থ 'ছোট পশুপতি'। পশুপতি (যার বানান পশুপতিনাথও) হিন্দু দেবতা শিবের অন্যতম পূজনীয় রূপ। পশুপতি শব্দটি সংস্কৃত থেকে এসেছে 'পশু' অর্থ 'জীবন্ত প্রাণী' বা 'প্রাণী, এবং 'পতি' অর্থ 'প্রভু' বা 'রক্ষক'। তাই পশুপতি অনুবাদ করেছেন ‘সকল জীবের প্রভু’।
মাখন মহাদেব, পুরানো কাঠমান্ডুর মাখন এলাকায় এর অবস্থান এবং ভগবান মহাদেবের (শিব) প্রতি উৎসর্গের কথা উল্লেখ করে। 'সনো পশুপতি' নামটি নেপালের সবচেয়ে পবিত্র শিব মন্দির পশুপতিনাথের সাথে এর আধ্যাত্মিক সংযোগকে প্রতিফলিত করে, এই পরিমিত মন্দিরটিকে একই ঐশ্বরিক শক্তিতে ভাগ করে নেওয়ার পরামর্শ দেয়, শুধুমাত্র একটি ছোট, আরও ঘনিষ্ঠ স্কেলে।

স্থাপত্য শৈলী এবং সেটিং
ঐতিহ্যবাহী প্যাগোডা শৈলীতে নির্মিত, মন্দিরটি পাথর এবং ইটের তৈরি, যার মধ্যে সূক্ষ্ম খোদাই এবং একটি ছোট শিব লিঙ্গ রয়েছে।

মন্দিরটি তার লম্বা আয়তাকার লাল ইটের প্রবেশদ্বার খিলানের মাধ্যমে সহজেই চেনা যায়; এটি প্রতীকী করে:

- **পবিত্র স্থানের প্রবেশদ্বার খিলানটি একটি 'তোরানা' হিসাবে কাজ করে, একটি আনুষ্ঠানিক প্রবেশদ্বার যা জাগতিক বিশ্ব থেকে একটি পবিত্র স্থানে রূপান্তরকে চিহ্নিত করে। হিন্দু মন্দির স্থাপত্যে, এই জাতীয় প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করাকে একটি প্রতীকী শুদ্ধি হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যা ভক্তকে ঐশ্বরিকের কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে।**

- **দেবতার কাঠামো তৈরি করা খিলানটি ইচ্ছাকৃতভাবে মূল গর্ভগৃহের প্রবেশপথের সাথে সারিবদ্ধ করা হয়েছে, মন্দিরের অভ্যন্তরে শিব লিঙ্গকে দৃশ্যত ফ্রেম করা হয়েছে। এই স্থাপত্য কাঠামোটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সূক্ষ্মভাবে উপাসকদেরকে**





















আপনি কুমারীর একটি সংক্ষিপ্ত চেহারা দেখতে পারেন, যিনি কখনও কখনও একটি জানালা থেকে নীচে তাকান - যদিও ফটোগ্রাফি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ যখন সে করে।
স্থাপত্যটি মল্ল-যুগের প্রাসাদ নকশার একটি চমৎকার উদাহরণ, যা আবাসিক স্থানের সাথে ধর্মীয় প্রতীকের মিশ্রণ।

ব্যবহার এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্য

কুমারী ঘর হল কুমারী ঐতিহ্যের আধ্যাত্মিক ও আনুষ্ঠানিক হৃদয়। কুমারী খুব কমই বাসস্থান ত্যাগ করেন, বিশেষ উৎসব যেমন ইন্দ্র যাত্রা ব্যতীত, যখন তিনি একটি রথে রাস্তায় প্যারেড হন এবং নেপালের সর্বোচ্চ আধিকারিক সহ হাজার হাজার দ্বারা পূজা করেন।
ঘরের অভ্যন্তরে, তিনি যোগ্য বলে বিবেচিত ব্যক্তিদের জন্য প্রতিদিনের অনুষ্ঠান এবং আশীর্বাদ করেন, প্রায়শই তীর্থযাত্রী এবং রাজপরিবারের সদস্যরা সহ। তার আশীর্বাদ সৌভাগ্য এবং সুরক্ষা নিয়ে আসে বলে বিশ্বাস করা হয়।
এই ঐতিহ্যটি হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মকে অনন্যভাবে মিশ্রিত করে, যা কাঠমান্ডু উপত্যকায় কুমারীকে সমন্বিত আধ্যাত্মিকতার প্রতীক করে তোলে।

বিল্ডিংয়ের অভ্যন্তরীণ অংশগুলি কুমারীর সহকারী এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত এবং দর্শনার্থীদের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। একমাত্র ব্যতিক্রম হল অভ্যন্তরীণ প্রাঙ্গণ যার সুন্দর অলঙ্কৃত কাঠের জানালা এবং প্যানেলিং। অভ্যন্তরীণ প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করার জন্য আপনাকে একটি অতিরিক্ত টিকিট কিনতে হবে। অভ্যন্তরীণ প্রাঙ্গণে ফটোগ্রাফির অনুমতি থাকলেও, কুমারী যখন একটি জানালায় সংক্ষিপ্ত উপস্থিত হন তখন তার ছবি তোলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

5.2.1.12.V হনুমান ধোকা প্রাসাদ

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

বাম দিকে (পূর্ব দিকে) হাঁটতে থাকুন, যতক্ষণ না আপনি আপনার বাম দিকে কমলা-লাল ইটের হনুমান ধোকা প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছেন, সরাসরিগাদ্দি বাইহাকএর সাদা ধোয়া দেয়ালের পরে।





হনুমান ধোকা প্রাসাদ নেপালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শন। এই বিস্তীর্ণ প্রাসাদ কমপ্লেক্সটি মল্ল রাজাদের এবং পরবর্তীতে শাহ রাজবংশের শাসকদের রাজকীয় বাসস্থান হিসাবে কাজ করেছিল, এটিকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাজনৈতিক ও আনুষ্ঠানিক ক্ষমতার মূল কেন্দ্র করে তুলেছিল।

হনুমান ধোকা নামটি এসেছে দুটি শব্দ থেকে:

- **হনুমান: হিন্দু পুরাণে শ্রদ্ধেয় বানর দেবতা, তার অটল ভক্তি এবং শক্তির জন্য পরিচিত।**
- **ধোকা: নেপালি ভাষায় 'গেট' মানে।**

নামটি রাজা প্রতাপ মল্ল কর্তৃক 1672 সালে প্রাসাদের প্রবেশদ্বারে স্থাপিত হনুমানের মূর্তিকে বোঝায়। মন্দ থেকে রাজপ্রাসাদকে রক্ষা করার জন্য বিশ্বাস করা, এই আবহাওয়া-জীর্ণ মূর্তিটি আজও দাঁড়িয়ে আছে, লাল কাপড়ে বাঁধা এবং সিঁদুর দিয়ে সিঁদুর মেখে পূজারীরা এটিকে প্রতিরক্ষামূলক শক্তি হিসাবে শ্রদ্ধা করে।

ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য

হনুমান ধোকা প্রাসাদ মূলত 4র্থ শতাব্দীতে তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু আপনি আজ যা দেখছেন তার বেশিরভাগই 16 থেকে 18 শতকের মধ্যে, মল্ল আমলে। শাসকরা নতুন ডানা, উঠান এবং মন্দির যুক্ত করার সাথে সাথে কমপ্লেক্সটি আকার এবং মহিমান্বিত হয়েছিল। শাহ রাজারা যখন নেপালকে একীভূত করেন, তখন তারা 19 শতকের শেষ পর্যন্ত রাজ্যাভিষেক এবং রাজকীয় অনুষ্ঠানের জন্য প্রাসাদটি ব্যবহার করতে থাকে।

প্রাসাদ কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে বেশ কয়েকটি সুন্দর নকশা করা উঠান (চৌক) রয়েছে যেমন নাসাল চক, মুল চক এবং বসন্তপুর দরবার। রাজকীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় সভা পর্যন্ত সবকিছুর জন্য এই স্থানগুলি ব্যবহার করা হত। রাজকীয় নিদর্শন, ঐতিহাসিক

ফটোগ্রাফ এবং আনুষ্ঠানিক রাজকীয়তা প্রদর্শন করে এমন একটি জাদুঘর সহ মন্দির, সিংহাসন কক্ষ এবং আবাসিক কোয়ার্টারও রয়েছে।

স্থাপত্য
হনুমান ঢোকার স্থাপত্যটি হিন্দু ও বৌদ্ধ মোটিফের মিশ্রণে নেওয়ার কারুশিল্পের উজ্জ্বলতা প্রতিফলিত করে। প্রাসাদটিতে কাঠের জানালা, বাঁধানো ছাদ এবং অলঙ্কৃত দরজা রয়েছে, যা কাঠমান্ডু উপত্যকার শৈল্পিক এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি প্রদর্শন করে। 2015 সালের ভূমিকম্পে ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও, প্রাসাদের বেশিরভাগ অংশ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে এবং সংরক্ষণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

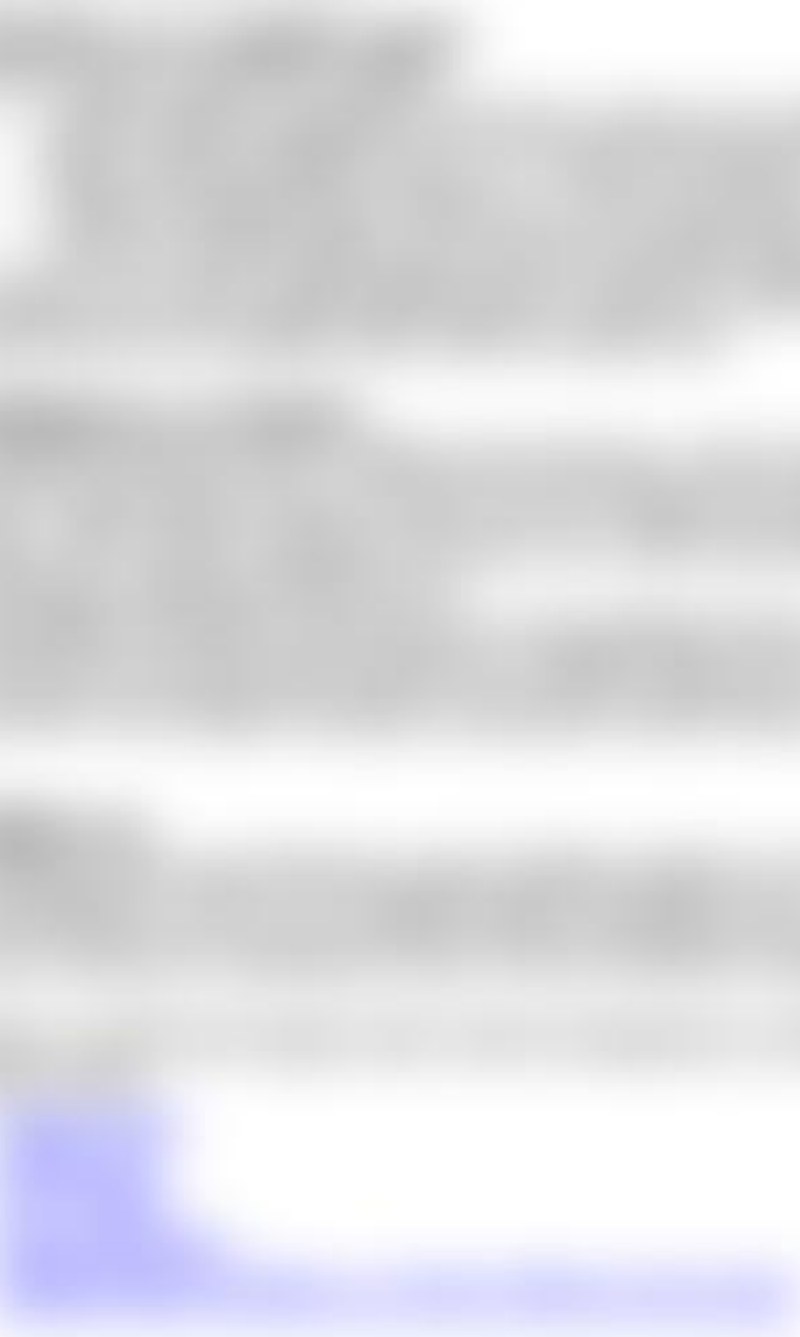
আধুনিক ব্যবহার এবং ভিজিটর অভিজ্ঞতা
আজ, হনুমান ধোকা একটি জাদুঘর কমপ্লেক্স হিসাবে কাজ করে, যা দর্শকদের নেপালের রাজকীয় ইতিহাস, স্থাপত্য এবং আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের গভীরে ডুব দেয়।

আপনি যখন কমলা-লাল ইটের হনুমান ধোকা প্রাসাদের সামনে দাঁড়ান, আপনি দেখতে পাবেন যে দুটি বৈশিষ্ট্য বেরিয়ে আসছে:

- বাঁদিকে লম্বা প্যাগোডা-স্টাইলের বিল্ডিং। এটি হলনয় তলা প্রাসাদ।
- চমত্কার কাঠের অলঙ্করণ সহ দরজাটি ডানদিকে কিছুটা কেন্দ্রীভূত। দরজাটিকে বলা হয়হনুমান ধোকা

নয় তলা প্রাসাদ
(মানচিত্র,পর্যালোচনা)
কাঠমান্ডু দরবার স্কোয়ারের ঐতিহাসিক কেন্দ্রের উপরে উঠে, নয় তলা প্রাসাদ, যা বসন্তপুর টাওয়ার নামেও পরিচিত, কাঠমান্ডু উপত্যকার অন্যতম আইকনিক ল্যান্ডমার্ক। এর ক্রমবর্ধমান কাঠামো এবং মার্জিত নেওয়ার স্থাপত্যের সাথে, এটি একবার নেপালের মাল্লা এবং শাহ রাজবংশের সময় রাজকীয় প্রহরী টাওয়ার এবং রাজতান্ত্রিক শক্তির প্রতীক হিসাবে কাজ করেছিল।

'নয় তলা প্রাসাদ' নামের উৎপত্তি
নয় তলা প্রাসাদ নামটি সরাসরি বিল্ডিংয়ের মূল উচ্চতাকে নির্দেশ করে - একটি উল্লেখযোগ্য নয়টি তলা, যা এটিকে কাঠমান্ডু দরবার স্কোয়ারের দ্বিতীয় উচ্চতম বিল্ডিং বানিয়েছে - শুধুমাত্রতালেজু ভবানী মন্দিরলম্বা। স্থানীয়ভাবে একে বলা হয় নৌ-তালে দরবার ('নাউ' অর্থ নয়টি এবং 'তালে' অর্থ গল্প বা মেঝে)। বিকল্প নাম, বসন্তপুর টাওয়ার, বসন্তপুর দরবার কমপ্লেক্স থেকে এসেছে, যেখানে প্রাসাদটি অবস্থিত।
কাঠমান্ডু উপত্যকাকে একীভূত করার পর 18 শতকে রাজা পৃথ্বী নারায়ণ শাহ এই চিত্তাকর্ষক কাঠামোটি চালু করেছিলেন। যদিও সঠিক বছরটি সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি, তবে এটি সাধারণত কাঠমান্ডু উপত্যকার একীকরণের পরেই নির্মিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়, যা 1769 সালের দিকে সম্পন্ন হয়েছিল। টাওয়ারটি হনুমান ধোকা প্রাসাদ কমপ্লেক্সে যুক্ত করা হয়েছিল এবং এটি শাহ রাজবংশের দৃষ্টি ও ক্ষমতার প্রতীক, শহর ও পাহাড়ের চারপাশের চারপাশের সুবিশাল দৃশ্য প্রদান করে।











নাসিকা চক

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

হনুমান ধোকাএর মাধ্যমে প্রাসাদ কমপ্লেক্সে প্রবেশ করুন এবং আপনি নাসাল চক নামক একটি উঠানে প্রবেশ করবেন।

নাসাল চক নামটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'নাটা' থেকে, যার অর্থ নৃত্য। নাটা নটরেশ্বরের সাথে যুক্ত, হিন্দু দেবতা শিবের একটি রূপ যাকে নাচের ভঙ্গিতে চিত্রিত করা হয়েছে। প্রাঙ্গণের এক কোণে অনুনাসিক ঈশ্বরের (নৃত্যরত শিব) একটি ছোট উপাসনালয় রয়েছে, স্থানটিকে এর নাম দিয়েছে। 'চক' শব্দের উৎপত্তি হিন্দি এবং সংস্কৃত, এবং এর অর্থ হল উঠান।



































নাগ পোখারির কেন্দ্রে একজন নাগা রাজার (সর্প ঈশ্বর) একটি লম্বা মূর্তি রয়েছে। নাগ পঞ্চমীর সময় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, একটি উত্সব যেখানে লোকেরা বৃষ্টিপাত, উর্বরতা এবং সাপের কামড় থেকে সুরক্ষা আনতে সর্প দেবতাদের সম্মান করে। এই দিনে, ভক্তরা নাগদের দুধ, ফুল এবং প্রার্থনা করতে পুকুরে যান।
ঐতিহ্যগতভাবে, এই ধরনের পুকুরগুলি প্রাসাদ কমপ্লেক্সগুলিরও অংশ ছিল, ব্যবহারিক জল সঞ্চয় এবং আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যে উভয়ই ব্যবহৃত হত। কাঠমান্ডু দরবার স্কোয়ারে নাগ পোখারি নির্মাণের সঠিক তারিখ অস্পষ্ট হলেও, এটি দীর্ঘদিন ধরে এলাকার আনুষ্ঠানিক ও ধর্মীয় দৃশ্যের অংশ।

রাজা মহেন্দ্র জিপ

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

কাঠমান্ডু দরবার স্কোয়ারের প্রাচীন মন্দির এবং মধ্যযুগীয় প্রাঙ্গণগুলির মধ্যে, একটি কিছুটা অপ্রত্যাশিত কিন্তু আকর্ষণীয় শিল্পকর্ম দাঁড়িয়ে আছে: রাজা মহেন্দ্রের জিপ। বর্তমানেনাগ পোখারিএর কাছে অবস্থিত, এই ভিনটেজ যানটি কেবল একটি গাড়ির চেয়ে বেশি; এটি নেপালের 20 শতকের মাঝামাঝি রাজতন্ত্র থেকে আধুনিকতার দিকে রূপান্তরের প্রতীক এবং এটি একটি হত্যা প্রচেষ্টায় ভূমিকা পালন করেছিল।



রাজা মহেন্দ্রের জিপ কি?

এই ক্লাসিক কালো জিপটি একসময় আধুনিক নেপালের শাহ রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা মহেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ দেবের ছিল। 1950 এবং 60 এর দশকে তার শাসনামলে ব্যবহৃত, জিপটি এমন একটি সময়ের প্রতিনিধিত্ব করে যখন রাজতন্ত্র আধুনিকীকরণ করছিল, তবুও এখনও গভীরভাবে ঐতিহ্যের মূলে রয়েছে।

1961 সালে, যখন রাজা মহেন্দ্র পূর্ব নেপালের রামেচাপের কাছে তার জীপে ভ্রমণ করছিলেন, তখন গাড়িটিকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় এবং বোমা নিক্ষেপ করা হয় যা পরবর্তীতে হত্যার চেষ্টা হিসাবে প্রকাশ করা হয়। রাজা অক্ষত অবস্থায় বেঁচে গিয়েছিলেন, এবং জীপটি নিজেই বুলেটের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে, যদিও এর পরিমাণ স্পষ্ট নয়।

এই ঘটনাটি সেই সময়ের বৃহত্তর রাজনৈতিক উত্তেজনার অংশ হয়ে ওঠে, কারণ মহেন্দ্র সম্প্রতি গণতান্ত্রিক সরকার ভেঙে দিয়েছিলেন এবং প্রথম নির্বাচিত সংসদকে বরখাস্ত করেছিলেন, এটিকে তার নিজস্ব পঞ্চায়েত ব্যবস্থা দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছিলেন। তার স্বৈরাচারী পদক্ষেপের ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা প্রতিফলিত করে, এই আক্রমণটি রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল।

নামের উৎপত্তি

জীপটির নাম শুধুমাত্র এই কারণে যে এটি রাজা মহেন্দ্র নিজেই ব্যবহার করেছিলেন, যিনি 1955 থেকে 1972 সাল পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। সারা দেশে তার ভ্রমণ এবং বিদেশে কূটনৈতিক মিশনের জন্য পরিচিত, রাজা মহেন্দ্রকে রাজকীয় ক্ষমতা একত্রিত করার জন্য এবংপঞ্চায়েত ব্যবস্থাপ্রবর্তনের জন্য স্মরণ করা হয়, একটি দল-হীন রাজনৈতিক কাঠামো যা দশকের জন্য নেপালের রাজনীতিকে রূপ দিয়েছে।

























বিলাস মন্দির মল্ল যুগে নির্মিত বলে মনে করা হয়, যদিও সুনির্দিষ্ট তারিখ অস্পষ্ট। এটি প্রাসাদের আবাসিক কোয়ার্টারগুলির মধ্যে নির্মিত হয়েছিল এবং সম্ভবত রাজা এবং রাজপরিবার দ্বারা প্রতিদিনের উপাসনার জন্য, বিশেষ করে শিব বা বিষ্ণুর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল, যা রাজত্বকারী রাজার পছন্দের উপর নির্ভর করে।





এটি রয়্যাল প্যালেসের আপনার ভ্রমণের সমাপ্তি ঘটায়।

5.2.1.13 আকাশ ভৈরব মন্দির

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

'আকাশ ভৈরব' নাম দুটি সংস্কৃত শব্দের সমন্বয়ে:

- **'আকাশ' অর্থ আকাশ বা ইথার,**
- **'ভৈরব' ভগবান শিবের একটি শক্তিশালী রূপকে নির্দেশ করে তার ভয়ানক রক্ষক রূপে।**

আকাশ ভৈরবকে প্রায়শই ভৈরবের আকাশ রূপ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়, যা সীমাহীন মহাজাগতিক শক্তি এবং উপর থেকে ঐশ্বরিক সুরক্ষার প্রতীক। নেওয়ার ঐতিহ্যে, তিনি কিংবদন্তি যোদ্ধা-রাজা, এবং খ্রিস্টপূর্ব ৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে অভির রাজবংশকে পরাজিত করার পর কিরাত রাজবংশের প্রথম রাজা ইয়ালাম্বরের সাথেও যুক্ত। তিনি নেপালের (কাঠমান্ডু উপত্যকা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল) প্রথম রাজা বলে মনে করা হয়।

আকাশ ভৈরবের নীল মুখ, রৌপ্য মুকুট এবং উগ্র চোখ দিয়ে সজ্জিত, প্রধান উত্সবগুলির সময় স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয়, মন্দিরের বারান্দা থেকে একটি দৈব প্রহরীর মতো ভিড়ের উপর নজর রাখে। নিয়মিত দিনে তার মুখ লুকিয়ে রাখা হয়।



সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় তাৎপর্য

আকাশ ভৈরবকে কাঠমান্ডুর একজন অভিভাবক দেবতা হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং এটি নেওয়ার বণিকদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যারা ব্যবসায় সাফল্য এবং ব্যবসায় সুরক্ষার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। তিনি দুর্ভাগ্য এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শহরকে রক্ষা করতেও বিশ্বাস করেন।

বার্ষিক ইন্দ্র যাত্রা উৎসবের সময় মন্দিরটি একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে, যখন আকাশ ভৈরবের বিশাল মূর্তি প্রদর্শন করা হয় এবং নৈবেদ্য, সঙ্গীত এবং আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়।

তিন-স্তর বিশিষ্ট মন্দিরে সমৃদ্ধ নেভার কাঠের খোদাই, ঐতিহ্যবাহী তোরানা এবং সোনার ধাতুর কাজ রয়েছে।

5.2.1.14 সেতো মছিন্দ্র নাথ মন্দির

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

'সেতো মছিন্দ্রনাথ' নামটি নেপালি ভাষায় 'সাদা মছিন্দ্রনাথ'-এ অনুবাদ করা হয়েছে।

- *সেতো মানে সাদা, দেবতার মুখের রঙকে বোঝায়।*
- *মছিন্দ্রনাথ মৎস্যেন্দ্রনাথ থেকে উদ্ভূত, একজন শ্রদ্ধেয় তান্ত্রিক যোগী এবং একজন দেবতা যা হিন্দু (ভগবান শিবের অবতার হিসেবে) এবং বৌদ্ধ (অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত প্রতীক হিসেবে, করুণার বোধিসত্ত্ব) উভয়ের দ্বারাই পূজা করা হয়।*

সেতো মছিন্দ্র নাথ মন্দিরে, সেতো মছিন্দ্রনাথকে বৃষ্টির দেবতা এবং একজন করুণাময় রক্ষক হিসাবে সম্মানিত করা হয়, যাকে সুস্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি এবং শান্তির জন্য সমস্ত পটভূমির লোকেরা পূজা করে।













কাঠমান্ডুতে সেতো মছিন্দ্রনাথের প্রাণবন্ত বার্ষিক রথ শোভাযাত্রাটি একটি আকর্ষণীয় গল্পের মূলে রয়েছে যা রাজকীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ এবং স্থানীয় বিশ্বাসের খুব ফ্যাব্রিককে জড়িত করে। গল্পটি বলে যে উচ্চাভিলাষী রাজা যক্ষ্য মল্লের রাজত্বকালে, স্বয়ম্ভুনাথের আকর্ষণ এতটাই শক্তিশালী ছিল যে স্থানীয়রা যারা পবিত্র নদীতে স্নান করতেন এবং স্তূপ পরিদর্শন করতেন তারা মৃত্যুর পরে সরাসরি স্বর্গে আরোহণ করতেন বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল। এই স্বর্গীয় ট্র্যাফিক অলক্ষিত যান না. যমরাজ, মৃত্যুর ভয়ঙ্কর ঈশ্বর স্বয়ং স্বয়ম্ভুনাথে যাত্রা করেছিলেন, সম্ভবত এই অস্বাভাবিক ঘটনার উৎস বোঝার জন্য। যাইহোক, পবিত্র স্থান থেকে তার প্রত্যাবর্তন একটি অপ্রত্যাশিত মোড় নেয়। রাজা যক্ষ মল্ল, একজন শাসক, যিনি তার আধ্যাত্মিক সাধনা এবং তার তান্ত্রিক গুরুর নির্দেশনার জন্য পরিচিত, মৃত্যুর প্রভুকে ধরতে সক্ষম হন। চূড়ান্ত ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত, রাজা যমরাজের কাছে অমরত্বের চেয়ে কম কিছু চাননি।
এই নশ্বর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে, যমরাজ একজন করুণাময় দেবতার সাহায্য চেয়েছিলেন: আর্য অবলোকিতেশ্বর, সেতো মছিন্দ্রনাথের রূপে তার নির্মল সাদা রূপে আবির্ভূত হন। কিংবদন্তিটি কলমতি এবং বাগমতি নদীর সঙ্গমস্থলে জল থেকে তার অলৌকিক উত্থানের কথা বর্ণনা করে, তার চোখ একটি শান্তিপূর্ণ, অর্ধ-বন্ধ দৃষ্টি বহন করে। শক্তিশালী রাজাকে সম্বোধন করে দেবতা তাকে এই অত্যন্ত পবিত্র মিলনস্থলে একটি মন্দির নির্মাণের নির্দেশ দেন। তদুপরি, সেটো মছিন্দ্রনাথ একটি বার্ষিক রথ শোভাযাত্রার প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা ঐশ্বরিক সত্তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে শহরটি অতিক্রম করার একটি উপায়, এর বাসিন্দাদের সুখ এবং দীর্ঘায়ুর আশীর্বাদ প্রদান করে। রাজার সাহসী কাজ এবং ঈশ্বরের করুণাময় প্রতিক্রিয়া থেকে জন্ম নেওয়া এই চিরন্তন ঐতিহ্য কাঠমান্ডুর সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে গঠন করে চলেছে।

শিষ্টাচার: অনুগ্রহ করে উপাসকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন।

5.2.1.15 আসান ডাবু মন্দির

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

আসান বাজারএর প্রাণবন্ত, বিশৃঙ্খল এবং রঙিন সংযোগস্থলে অবস্থিত, আসান ডাবু মন্দিরটি কাঠমান্ডুর প্রাচীনতম এবং ব্যস্ততম বাজারগুলির একটিতে একটি আধ্যাত্মিক নোঙ্গর।







‘আসন দাবু’ বলতে কী বোঝায়?

- **আসান (বা আসন) প্রাচীন ক্রসরোড মার্কেট স্কোয়ারের নাম বোঝায় যেখানে ছয়টি রাস্তা একত্রিত হয়—কাঠমান্ডু উপত্যকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি।**
- **ডাবু একটি নেওয়ার শব্দ যার অর্থ উঁচু পাথরের প্ল্যাটফর্ম, সাধারণত জনসাধারণের আচার, অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হয়।**

সুতরাং, আসান ডাবু নামটি মূলত 'আসানের আচার-অনুষ্ঠান প্ল্যাটফর্ম'-এ অনুবাদ করে, এটি উপাসনা এবং সাম্প্রদায়িক সমাবেশের জন্য ব্যবহৃত একটি পবিত্র স্থান হিসাবে এর কার্যকারিতা নির্দেশ করে।













5.2.1.17 অন্নপূর্ণা মন্দির

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

'অন্নপূর্ণা' নামটি দুটি সংস্কৃত শব্দ থেকে এসেছে: 'অন্ন' অর্থ খাদ্য বা শস্য, এবং 'পূর্ণা' অর্থ পূর্ণ বা সম্পূর্ণ। অন্নপূর্ণা এইভাবে পুষ্টির দেবী, বিশ্বাস করা হয় যে যারা তার আশীর্বাদ চান তাদের জন্য প্রদান করে।

তিনি শক্তি, শক্তি, পুষ্টি, সম্প্রীতি, প্রেম, সৌন্দর্য, ভক্তি, মাতৃত্ব এবং উর্বরতার হিন্দু দেবী এবং ভগবান শিবের সহধর্মিণী পার্বতীর একটি উপকারী দিক এবং কেউ যাতে ক্ষুধার্ত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য তার ভূমিকার জন্য নেপাল ও ভারত জুড়ে সম্মানিত।

কাঠমান্ডুর প্রেক্ষাপটে, এই দেবতা আসানে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, একটি বাজার চত্বর যা মশলা, শস্য এবং পণ্যের প্রাণবন্ত ব্যবসার জন্য পরিচিত।



মন্দিরের তাৎপর্য ও ব্যবহার

আসানের অন্নপূর্ণা মন্দিরটি একটি সক্রিয় উপাসনার স্থান, বিশেষ করে নারী ও বিক্রেতাদের মধ্যে জনপ্রিয় যারা সমৃদ্ধি, মঙ্গল এবং প্রাচুর্যের জন্য প্রার্থনা করেন। প্রতিদিনের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে চাল, ফুল এবং তেলের প্রদীপ নিবেদন, যখন ফসল কাটা এবং ধর্মীয় ছুটির দিনে দেবীকে সম্মান জানাতে বিশেষ উত্সব এবং পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

এই মন্দিরের একটি অনন্য ঐতিহ্য হল অভাবগ্রস্তদের খাদ্য বিতরণ করা, বিশেষ করে উত্সবের সময়ে, প্রদানকারী হিসাবে অন্নপূর্ণার ভূমিকাকে শক্তিশালী করে। এছাড়াও মন্দিরটি অনেক স্থানীয় নেওয়ার উত্সবে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে, যার মধ্যে রয়েছে আসান পাহান চারে, যখন সম্প্রদায়টি পূর্বপুরুষের দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।

আর্কিটেকচার এবং সেটিং

মন্দিরটি একটি দ্বিতল প্যাগোডা-শৈলীর কাঠামো, যা নেওয়ার মন্দির স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। এটি স্কোয়ারের একটি আরামদায়ক কোণে দাঁড়িয়ে আছে, প্রায়ই বিক্রেতারা নৈবেদ্য, ধূপ এবং রঙিন গাঁদা বিক্রি করে। একটি সুন্দর খোদাই করা তোরনা (দ্বার) দর্শনার্থীদের অভ্যর্থনা জানায় এবং অভ্যন্তরীণ গর্ভগৃহে লাল সিঁদুরের গুঁড়ো এবং মালা দিয়ে সজ্জিত অন্নপূর্ণার মূর্তি রয়েছে।

একটি জিনিস যা আপনি আজকে বেশ কয়েকটি বৌদ্ধ এবং হিন্দু মন্দিরে লক্ষ্য করেছেন এবং যেটি অন্নপূর্ণা মন্দিরে খুব বিশিষ্ট, তা হল ধজা।



5.2.1.18 বাল গোপালেশ্বর

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

কাঠমান্ডুর প্রাণকেন্দ্রে ঐতিহাসিক রানী পোখারি (রাণীর পুকুর) এর মধ্যে অবস্থিত, বাল গোপালেশ্বরের নির্মল মন্দিরটি শহরের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় টেপেস্ট্রির একটি মনোমুগ্ধকর প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায়ই স্থানীয়ভাবে যমলেশ্বর মহাদেব নামে পরিচিত, এই অনন্য মন্দিরটি দর্শনার্থীদের আকর্ষণীয় ঐতিহ্যের আভাস দেয়।

কিন্তু দুটি নাম কেন? এখানে বিরাজমান আদি দেবতা হলেন গোপালেশ্বর মহাদেব।

'বাল গোপালেশ্বর' নামটি তিনটি ভাগে বিভক্ত:

- **বাল: সংস্কৃতে যার অর্থ 'শিশু',**
- **গোপাল: তরুণ ভগবান কৃষ্ণের একটি নাম, যার অর্থ 'গরু রক্ষাকারী', এবং**
- **ঈশ্বর: অর্থ 'ঈশ্বর' বা 'প্রভু'।**

একসাথে, বাল গোপালেশ্বর ঐশ্বরিক শিশু কৃষ্ণকে বোঝায়, তার নির্দোষতা, দুষ্টুমি এবং পবিত্রতার জন্য সম্মানিত। কৃষ্ণের এই রূপটি হিন্দু ঐতিহ্যে বিশেষভাবে প্রিয় এবং প্রায়শই একই কোমলতার সাথে পূজা করা হয় যেমন একজন শিশুকে দেখায়।





যাইহোক, মন্দিরটি একটি বিশেষ তাৎপর্য গ্রহণ করে এবং এর বিকল্প নাম যমলেশ্বর মহাদেব, প্রতি বছর মাত্র এক দিনের জন্য: ভাই টিকা, তিহার উৎসবের 5 তম দিন।

'যমলেশ্বর মহাদেব গোপালেশ্বর' নামটি তিনটি ভাগে বিভক্ত:

- **যম: হিন্দু বিশ্বাসে, যম হলেন মৃত্যুর দেবতা এবং পরকালের শাসক, মৃত ব্যক্তির আত্মার বিচার করার জন্য দায়ী।**
- **ঈশ্বর (বা ঈশ্বর): একটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ 'প্রভু' বা 'সর্বোচ্চ সত্তা'।**
- **মহাদেব: শিবের একটি সাধারণ নাম, যার অর্থ 'মহান ঈশ্বর'।**

ভাই টিকায় মন্দিরের একচেটিয়া উদ্বোধন গভীরভাবে প্রতীকী। দিনটি ভাই ও বোনের মধ্যে বন্ধন উদযাপন করে এবং এই মন্দিরে পূজা বিশেষত ভাইদের জন্য সুরক্ষা, দীর্ঘায়ু এবং আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ে আসে বলে বিশ্বাস করা হয়।

বার্ষিক উদ্বোধনের সময়, ভক্তরা বাল গোপাল (শিশু কৃষ্ণ) এবং মহাদেব (মৃত্যুর প্রভু, যমলেশ্বর হিসাবে শিব) উপাসনা করতে সমবেত হন। জীবন ও মৃত্যু, কৌতুক ও শক্তির প্রতীক দেবতার

দ্বৈত উপস্থিতি এটিকে একটি গভীর আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে পরিদর্শনের জন্য সমৃদ্ধ সাইট করে তোলে।

5.2.1.19 গার্ডেন অফ জয়ে ডিনার - ডিচেলিং গার্ডেন রেস্তোরাঁ

(মানচিত্র,পর্যালোচনা,ওয়েবসাইট,মেনু)

ডেচেলিং গার্ডেন রেস্তোরাঁ, বা জয়ের উদ্যান, ব্যস্ত ত্রিদেবী সড়কের (রোড) একটি শান্ত পাশের রাস্তায় টানাটানি করা হয়েছে। এটি ফেয়ারফিল্ড থেকে ম্যারিয়ট কাঠমান্ডু হোটেল এবংচমৎকার হোটেলথেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে।

এই মনোমুগ্ধকর গার্ডেন রেস্তোরাঁটি উচ্চ মানের তিব্বতি, ভুটানি এবং নেপালি খাবার পরিবেশন করে এবং এতে অ্যালকোহল ও নন-অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়ের ভালো নির্বাচন রয়েছে।

পরিষেবাটি খুব ভাল এবং মনোযোগী, এবং খাবারের মান এবং গন্ধ চমৎকার।

এটি যদি নেপালে আপনার প্রথম রেস্তোরাঁয় পরিদর্শন হয়, আপনি লক্ষ্য করবেন যে নেপালে স্ক্র্যাচ থেকে খাবার তৈরি করা হয় (শুধু এখানে নয়, কিন্তু কোথাও), এবং এটি পরিবেশন করা পর্যন্ত সময় লাগে।

রেস্টুরেন্ট ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে.

আমরা স্পষ্টভাবে এটি সুপারিশ.













5.3.1.2 বৌধনাথ স্তূপ

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

বৌধনাথ নামটি 'বৌধা', যার অর্থ বুদ্ধ এবং 'নাথ', যার অর্থ সংস্কৃতে প্রভু বা অভিভাবককে একত্রিত করে। একসাথে, এটি মোটামুটিভাবে অনুবাদ করে 'প্রজ্ঞার প্রভু' বা 'প্রভু বুদ্ধ'। স্থানীয়রা প্রায়শই এটিকে কেবল 'বৌধা' বলে উল্লেখ করে।

কিংবদন্তি অনুসারে স্তূপটি মূলত লিচ্ছবি আমলে নির্মিত হয়েছিল, সম্ভবত খ্রিস্টীয় ৫ম শতাব্দীতে, একজন ধর্মপ্রাণ বিধবা যিনি বুদ্ধের মন্দির নির্মাণের জন্য রাজার কাছে জমি চেয়েছিলেন। সাইটটি তখন থেকে নেপালের তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, বিশেষ করে 1950 এর দশকে তিব্বতি শরণার্থীদের আগমনের পর।















5.3.1.3 জামচেন লাখাং মঠ

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

জামচেন লাখাং নামটি এসেছে তিব্বতি থেকে:

- **'জামচেন' অর্থ মহান করুণা, প্রায়শই জাম্পেলিয়াং (মঞ্জুশ্রী) এর সাথে যুক্ত, জ্ঞানের বোধিসত্ত্ব।**
- **'লাখং' মানে মন্দির বা মঠ।**

একসাথে, নামটি তিব্বতীয় বৌদ্ধ শিক্ষা, বিশেষ করে যে সহানুভূতি এবং প্রজ্ঞার উপর জোর দেয়, সংরক্ষণের জন্য মঠের উত্সর্গকে প্রতিফলিত করে।











উদ্দেশ্য এবং ধর্মীয় ভূমিকা

মঠটি 1985 সালে চোবগে ত্রিচেন রিনপোচে দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের শাক্য বিদ্যালয়ের অন্যতম সম্মানিত লামা ছিলেন এবং শাক্য ঐতিহ্যের প্রধান 41 তম শাক্য ট্রিজিন হিসাবে কাজ করেছিলেন। চোবগে ত্রিচেন রিনপোচেও একজন আধ্যাত্মিক শিক্ষক এবং দালাই লামার ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা ছিলেন।

জামচেন লাখাং মঠ হিসাবে কাজ করে:

- বৌদ্ধ শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
- ভিক্ষুদের জন্য একটি বাসস্থান, যাদের মধ্যে অনেকেই তিব্বতি উদ্বাস্তু বা তিব্বতি ঐতিহ্যের নেপালি অনুসারী,
- এবং স্থানীয় ভক্তদের প্রার্থনা, শিক্ষা এবং ধর্মীয় উৎসবের জন্য জড়ো হওয়ার জন্য একটি সম্প্রদায় স্থান।

মঠটি প্রার্থনা অনুষ্ঠান, পূজা এবং ধ্যান অনুশীলনেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যা দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত, বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য তিব্বতি ক্যালেন্ডারের দিনগুলিতে।

জামচেন লাখাং এ কি দেখতে হবে

- **ঐতিহ্যবাহী তিব্বতি শিল্পকর্ম, মূর্তি এবং রঙিন প্রার্থনার পতাকা দিয়ে সজ্জিত সোনার ছাদের মন্দির।**
- মৈত্রেয় বুদ্ধের একটি 40 ফুট (12 মিটার) লম্বা, সোনালি মূর্তি, যা ভবিষ্যত বুদ্ধ নামেও পরিচিত। এই চিত্তাকর্ষক চিত্রটি হল মঠের প্রধান প্রার্থনা হলের কেন্দ্রবিন্দু, জটিল সজ্জা এবং ঐতিহ্যবাহী তিব্বতি বৌদ্ধ মূর্তিচিত্র দ্বারা সজ্জিত। মূর্তিটি ধর্মকে পুনর্নবীকরণ করতে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে আলোকিত করার জন্য মৈত্রেয়ের প্রত্যাশিত আগমনের প্রতিনিধিত্ব করে।
- সুন্দর রঙিন দেয়ালচিত্র ও মূর্তি
- প্রবেশদ্বারের কাছে একটি পৃথক সুন্দর সজ্জিত ঘরে একটি বড় প্রার্থনা চাকা (অন্তত 16 ফুট (5 মিটার) লম্বা) যা আপনি নিজেকে ঘুরিয়ে নিতে পারেন। প্রার্থনার চাকাগুলি তিব্বতি বৌদ্ধ অনুশীলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এই বিশ্বাসকে মূর্ত করে যে তাদের ঘোরানো তাদের উপর খোদাই করা মন্ত্রগুলি মৌখিকভাবে পাঠ করার সমতুল্য। এই কাজটি জ্ঞান এবং যোগ্যতা (ভাল কর্ম) সঞ্চয় করে এবং নেতিবাচকতা শুদ্ধ করে বলে মনে করা হয়।

5.3.1.4 গুরু লাখাং মঠ

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

তিব্বতি ভাষায় 'লাখাং' মানে 'গড হাউস' বা 'মন্দির'।

- **'লা' = দেবতা বা দেবতা**
- **‘খাং’ = বাড়ি বা দালান**

তাই, লাখাং অনুবাদ করে 'একটি দেবতার আবাসস্থল', যে কারণে এটি সাধারণত তিব্বত, ভুটান এবং নেপালের হিমালয় অঞ্চলের মতো তিব্বতি-ভাষী অঞ্চলে বৌদ্ধ মন্দির বা উপাসনালয়গুলিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

'গুরু লাখাং' অনুবাদ করে 'গুরুর মন্দির', এমন একটি নাম যা গুরু রিনপোচেকে (পদ্মসম্ভব) সম্মান করে, তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে আসার কৃতিত্ব ৪ম শতাব্দীর তান্ত্রিক মাস্টার। মঠের অভ্যন্তরে, দর্শনার্থীরা গুরু রিনপোচেকে বিভিন্ন রূপে চিত্রিত করে মূর্তি, থাংকা এবং ম্যুরাল খুঁজে পেতে পারেন, যা বজ্রযান ঐতিহ্যে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে নির্দেশ করে।





আধ্যাত্মিক তাৎপর্য এবং ব্যবহার

গুরু লাখাং মঠ সম্ভবত 16 শতকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটি বর্তমানে উপাসনা এবং সন্ন্যাসীদের অধ্যয়নের একটি সক্রিয় স্থান। সন্ন্যাসীরা প্রতিদিনের প্রার্থনা, ধ্যান এবং শিক্ষার সেশনের জন্য এখানে জড়ো হন। মঠটি তার বড় প্রার্থনা চাকার জন্যও পরিচিত, যা প্রবেশদ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ভক্ত এবং দর্শনার্থীরা মন্ত্র পাঠ করার সময় চাকা ঘোরান - এমন একটি কাজ যা বিশ্বাসযোগ্যতা সঞ্চয় করে এবং নেতিবাচক কর্মকে শুদ্ধ করে।

মূল মন্দিরের কক্ষে উজ্জ্বল তিব্বতি শিল্পকর্ম, মাখনের প্রদীপ এবং নৈবেদ্য রয়েছে।

5.3.2 পাটনের স্ব-নির্দেশিত হাঁটা সফর

সেন্ট্রাল কাঠমান্ডু থেকে বাগমতি নদীর ওপারে রয়েছে পাটান, নেপালের সবচেয়ে পুরানো একটানা অধ্যুষিত শহরগুলির মধ্যে একটি। সরকারীভাবে ললিতপুর নামে পরিচিত, যার অর্থ 'সৌন্দর্যের শহর', পাটন হল প্রাচীন মন্দির, জটিলভাবে খোদাই করা প্রাসাদ এবং প্রাণবন্ত প্রাঙ্গণগুলির একটি ভান্ডার যা নেওয়ার সভ্যতার সমৃদ্ধ শৈল্পিকতা প্রদর্শন করে।

পাটন নামটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ পট্টন থেকে, যার অর্থ 'শহর'। এর সরকারী নাম, ললিতপুর, ললিত (অর্থাৎ 'সুন্দর') এবং পুর (অর্থ 'শহর') একত্রিত করে। ঐতিহাসিকভাবে, 18 শতকে নেপালের একীভূত হওয়ার আগ পর্যন্ত পাটান একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। এটি দীর্ঘকাল ধরে চারুকলা, ধাতুর কাজ এবং ধর্মীয় বৃত্তির কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত।

সংস্কৃতি এবং কারুশিল্পের একটি জীবন্ত যাদুঘর

পাটানকে প্রায়শই একটি উন্মুক্ত জাদুঘর হিসাবে বর্ণনা করা হয়, কারণ এটি 1,200টিরও বেশি বৌদ্ধ এবং হিন্দু স্মৃতিস্তম্ভের আবাসস্থল, যার মধ্যে অনেকগুলি শতাব্দী আগের।
এর মুকুট রত্ন হল পাটন দরবার স্কোয়ার, একটি ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট যা প্যাগোডা-স্টাইলের মন্দির, রাজকীয় প্রাঙ্গণ এবং প্রাচীন উপাসনালয়গুলির একটি অত্যাশ্চর্য সংগ্রহের গর্ব করে।

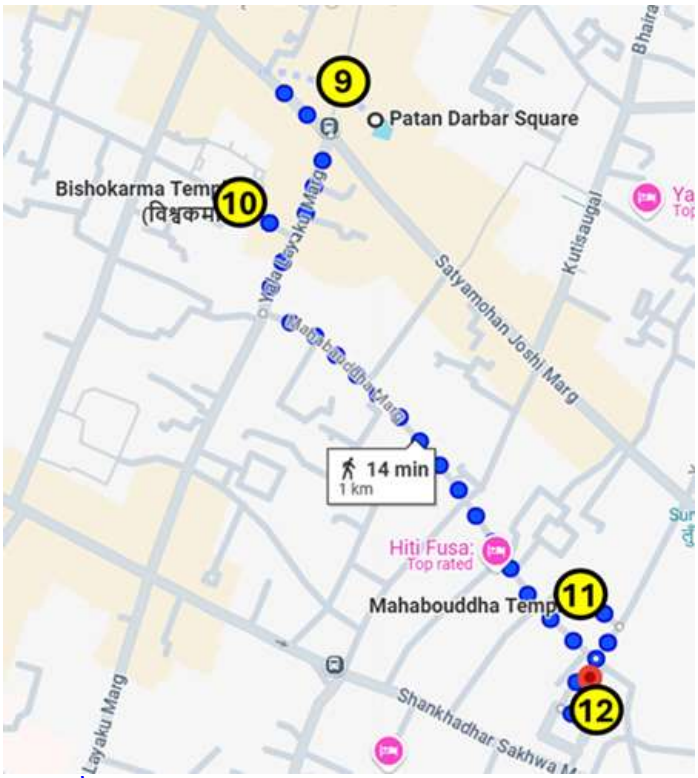
কাঠমান্ডুর আরও বিশৃঙ্খল এলাকা থেকে ভিন্ন, পাটানের একটি শান্ত, আরও ঘনিষ্ঠ অনুভূতি রয়েছে।

নিম্নলিখিত মানচিত্রগুলি দেখায় যে আপনি আজকে যে রুটটি নিয়ে যাবেন –পাটন দরবার চত্বরএর স্ব-নির্দেশিত হাঁটা সফরের জন্য একটি পৃথক মানচিত্র রয়েছে:



1 =ইয়ালা ধোয়াখা
2 =পিম্বাহল পুখুএবংজিজিবিশা ক্যাফে এবং রেস্ট্রো
3 =লোককীর্তি মহাবিহার
4 =বুদ্ধ মূর্তি
5 =নাগবাহল

6 =হিরণ্য বর্ণ মহাবিহার
7 =কুম্ভেশ্বর হিতি ও কন্তি পুখু হিতি
8 =অশোক স্তূপ
9 =পাটন দরবার চত্বর



9 =পাটন দরবার চত্বর
10 =বিশোকর্মা মন্দির
11 =মহাবৌদ্ধ মন্দির
12 =ওকু বহল রুদ্র বর্ণ মহাবিহার

5.3.2.1 ইয়ালা ধোয়াখা

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

ইয়ালা ধোয়াখাতে পাটানের স্ব-নির্দেশিত হাঁটা সফর শুরু করুন। আপনি সহজেই ট্যাক্সি বা পাঠাও দ্বারা এখানে যেতে পারেন।

ইয়ালা ধাওয়াখা (পাটন ধোকা নামেও পরিচিত) হল পাটন/ললিতপুর শহরের একটি ঐতিহাসিক ফটক। যদিও ইয়ালা ধাওয়াখার সঠিক নির্মাণের তারিখ শিলালিপিতে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি, তবে এটি রাজা সিদ্ধি নরসিংহ মল্ল (শাসিত 1619-1661) এর রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়, যিনি প্যাটান/ললিতপুরের শাসনামলে স্থাপিত ছিলেন। মন্দির, উঠান এবং গেট।







নেওয়ার ভাষায়, 'ইয়ালা' হল পাটনের একটি ঐতিহ্যবাহী নাম, যখন 'ধোয়াখা' মানে 'দ্বার' বা 'দরজা'। সুতরাং, ইয়ালা ধাওয়াখা বেশ আক্ষরিক অর্থে অনুবাদ করে 'ইয়ালার দ্বার (পাটান)'। ঐতিহাসিকভাবে, এই গেটটি প্রাচীর ঘেরা পাটান শহরের দক্ষিণের প্রবেশপথকে চিহ্নিত

করেছিল, যা ব্যবসায়ী, তীর্থযাত্রীদের এবং রাজপরিবারের সদস্যদের কাঠমান্ডু উপত্যকার সবচেয়ে শৈল্পিকভাবে প্রাণবন্ত শহরগুলির মধ্যে একটিতে পথ দেখায়।

প্রতীকবাদে সমৃদ্ধ একটি গেটওয়ে

ইয়ালা ধোয়াখা ছিল বেশ কয়েকটি সুরক্ষিত দরজার মধ্যে একটি যা পাটানকে রক্ষা করেছিল যখন এটি একটি সমৃদ্ধ স্বাধীন রাজ্য ছিল। এই গেটগুলি কেবল নিরাপত্তার জন্য ছিল না, এগুলি আধ্যাত্মিকভাবেও তাৎপর্যপূর্ণ, দেবতাদের দ্বারা সুরক্ষিত বলে বিশ্বাস করা হয় এবং ধর্মীয় উত্সবগুলির সময় আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত হয়।

ইয়ালা ধোয়াখা এর ইতিহাসে বেশ কয়েকটি পুনরুদ্ধার হয়েছে। 2018 সালে পুনরুদ্ধারের সময়, যা 2015 সালের ভূমিকম্পে ক্ষতি মেরামত করেছিল, দুটি ফলচা (গেটের ভিতরে এবং বাইরে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী নেওয়ার রেস্ট হাউস) সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। আমি
যদিও পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার লক্ষ্য ঐতিহাসিক কাঠামো সংরক্ষণ এবং উন্নত করা, তারা কখনও কখনও মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হারাতে পারে, সাইটের সত্যতাকে প্রভাবিত করে। ইয়ালা ধোয়াখায় ফলচা অপসারণ ঐতিহ্য সংরক্ষণকারীদের মধ্যে এই জাতীয় সাংস্কৃতিকভাবে উল্লেখযোগ্য ল্যান্ডমার্কের অখণ্ডতা বজায় রাখার বিষয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

আজ, ইয়ালা ধোয়াখা পাটানের মধ্যযুগীয় অতীতের স্মারক হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং এর ঐতিহাসিক গুরুত্বের অনুস্মারক হিসাবে, শহরের এই অংশে এটিকে আরও ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের মধ্যে আলাদা করে তোলার জন্য প্রয়োজন হলে এটি নতুনভাবে আঁকা হয়।











- **দ্য লাভ অফ আ লাখে: আরেকটি কিংবদন্তি আরও হৃদয়গ্রাহী গল্প বলে। কথিত আছে যে, ললিতপুরে তখন কোনো পুকুর না থাকায় এবং কলগুলো শুকিয়ে যাওয়ার কারণে এক লাখের স্ত্রীকে শীতকালে পানি আনতে অনেক দূর যেতে হতো। তার সংগ্রামের সাক্ষী হয়ে, লাখে, ভালবাসা এবং মমতায়, তার অতিপ্রাকৃত শক্তি ব্যবহার করে এক রাতে পিম্বাহাল পুকুরটি তৈরি করেছিলেন যাতে তার স্ত্রীকে আর জলের জন্য কঠিন যাত্রা সহ্য করতে না হয়। এই সংস্করণটি পুকুরটিকে প্রেম এবং ভক্তির প্রতীক হিসাবে তুলে ধরে।**

পুনরুদ্ধার এবং স্থিতিস্থাপকতা

1934 সালের নেপাল-ভারত ভূমিকম্প এবং 2015 সালের ভূমিকম্পের সময় পুকুরটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে স্থানীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ গোষ্ঠীগুলি পুনরুদ্ধার করেছিল।
1967 সালে, সরকার পুকুরটিকে একটি বাজারে পুনঃবিকাশ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শক্তিশালী স্থানীয় বিরোধিতা তা ঘটতে বাধা দেয়।









5.3.2.3 লোককীর্তি মহাবিহার

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

লোককীর্তি মহাবিহার পাটানের ১৮টি প্রধান মঠের মধ্যে একটি। এটি দশইন উৎসবের সময় আট জন দেবীর ঐতিহাসিক নৃত্যের সূচনা বিন্দু হিসেবে পরিচিত। মঠটিতে অচিভ বুদ্ধের একটি কেন্দ্রীয় মূর্তি রয়েছে যার ডান ও বাম পাশে প্রজ্ঞা পারমিতা এবং খড়চেরির একটি ছবি রয়েছে।

মঠটি 1217 থেকে 1255 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত বলে মনে করা হয়।









লোককীর্তি মহাবিহার নামটি সংস্কৃত থেকে এসেছে, যেখানে 'লোকা' অর্থ 'বিশ্ব' এবং 'কীর্তী' অর্থ 'খ্যাতি' বা 'গৌরব'। মহাবিহার ('মহান মঠ') এর সাথে মিলিত, পুরো নামটিকে 'জাগতিক খ্যাতির মহান মঠ' হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এটি তার আধ্যাত্মিক আকাঙ্খা এবং পাটানের বৌদ্ধ সন্ন্যাস নেটওয়ার্কের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মঠ হিসেবে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব উভয়কেই প্রতিফলিত করে।

3) খড়ছড়ি

খড়চেরি (এছাড়াও বানান খাছেরি বা খড়চেরি) হল বৌদ্ধ দেবতা অবলোকিতেশ্বরের একটি রূপ, যাকে করুণার বোধিসত্ত্ব বলা হয়। এই বিশেষ প্রকাশে, খাদচেরিকে চার-সশস্ত্র অবলোকিতেশ্বর (চতুরভুজা অবলোকিতেশ্বর) হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং কাঠমান্ডু উপত্যকার নেওয়ার বৌদ্ধ ঐতিহ্যে বিশেষভাবে সম্মানিত।

খড়চেরি নামটি তিব্বতি বা নেওয়ার বৌদ্ধ প্রসঙ্গ থেকে এসেছে, যেখানে এই রূপটিকে সাধারণত রক্ষক এবং করুণার প্রতীক হিসেবে পূজা করা হয়।

খড়ছড়ির আইকনোগ্রাফি

খড়চেরিকে সাধারণত চারটি বাহু দিয়ে চিত্রিত করা হয়, প্রতিটিতে প্রতীকী বস্তু রয়েছে:

- অঞ্জলি মুদ্রায় (প্রার্থনার অঙ্গভঙ্গি) এক জোড়া হাত হৃদয়ে যুক্ত হয়।
- এক হাতে একটি জপমালা (মালা), অবিরাম প্রার্থনার প্রতীক।
- অন্যটিতে একটি পদ্ম ফুল রয়েছে, যা বিশুদ্ধতা এবং আধ্যাত্মিক জাগরণের প্রতিনিধিত্ব করে।

এই শান্তিপূর্ণ এবং নির্মল রূপটি কর্মে করুণাকে মূর্ত করার জন্য বোঝানো হয় এবং প্রায়শই মন্ত্র পাঠের সাথে যুক্ত হয়, বিশেষ করে সুপরিচিত 'ওম মণি পদ্মে হাম'।

নেওয়ার বৌদ্ধধর্মে ভূমিকা

নেওয়ার বজ্রযান বৌদ্ধ ঐতিহ্যে, খাদচেরি প্রাত্যহিক ভক্তি ও আচার-অনুষ্ঠান জীবনে একটি কেন্দ্রীয় স্থান ধারণ করে। কাঠমান্ডু উপত্যকা জুড়ে অনেক মহাবিহারে (বৌদ্ধ মঠ) খড়চেরির ছবি বা মূর্তি পাওয়া যায়, বিশেষ করে পাটান এবং ভক্তপুরে।

































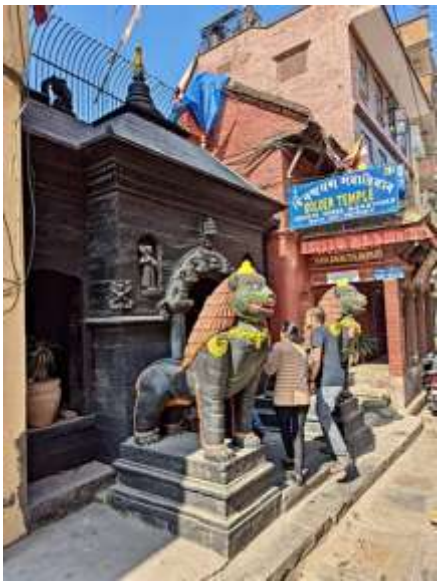
‘নাগবাহল’ নামের পেছনের অর্থ

নাগবাহল নামটি দুটি শব্দকে একত্রিত করেছে: 'নাগা' (সর্প দেবতা) এবং 'বাহা' বা 'বাহল', একটি সন্ন্যাসীর অঙ্গনের জন্য একটি নেওয়ার শব্দ। নেওয়ার বৌদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্বে, নাগা হল শক্তিশালী সর্প আত্মা যা প্রায়ই জল, সুরক্ষা এবং উর্বরতার সাথে যুক্ত। নাম অনুসারে, এই প্রাঙ্গণটি সম্ভবত নাগা উপাসনার একটি স্থান ছিল এবং এটি একটি পবিত্র পুকুর বা বসন্তের উপর নির্মিত বলে মনে করা হয়, একটি উপাদান যা প্রায়ই নাগা উপস্থিতির সাথে যুক্ত।

5.3.2.6 হিরণ্য বর্ণ মহাবিহার

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

হিরণ্য বর্ণ মহাবিহার স্বর্ণ মন্দির নামে পরিচিত। এটিতে একটি সোনালী সম্মুখভাগ, জটিল কাঠ এবং ধাতব খোদাই এবং সামনে দুটি রহস্যময় সিংহের মূর্তি রয়েছে।













হিসাবেও। আমরা কোন ইঁদুর বা তাদের ড্রপিং দেখতে পাইনি এবং এই অভ্যাসটি এখনও অনুসরণ করা হয় কিনা তা জানি না।
কিংবদন্তীটিকে জ্ঞানার্জনের রূপক হিসাবেও দেখা যেতে পারে — যেখানে বিভ্রম (বিড়াল) জ্ঞান বা অপ্রত্যাশিত অন্তর্দৃষ্টি (ইঁদুর) দ্বারা পরাস্ত হয়।

মন্দিরটি একটি নেপালি বাহলের শৈলীতে নির্মিত, যা ঐতিহ্যবাহী নেওয়ার প্রাঙ্গণ মঠের বিন্যাসকে নির্দেশ করে।
প্রাঙ্গণের কেন্দ্রে শাক্যমুনি বুদ্ধের একটি মূর্তি ধারণ করা একটি মন্দির রয়েছে, যার চারপাশে ছোট চৈত্য এবং বোধিসত্ত্বদের মূর্তি রয়েছে। মন্দিরের তাম্র-ধাতুপট্টাবৃত, সোনার গিল্ডেড স্থাপত্যটি প্রতীকবাদে সমৃদ্ধ, যেখানে গরুড়, নাগা এবং মকরদের মতো পৌরাণিক প্রাণীর বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা সবই নেওয়ার আধ্যাত্মিক সৃষ্টিতত্ত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ।
মূল মন্দিরের উপরের গল্পে শাক্যমুনি বুদ্ধের একটি সোনার মূর্তি এবং একটি বড় প্রার্থনার চাকা রয়েছে।

5.3.2.7 কুম্ভেশ্বর হিটি এবং কন্তি পুখু হিটি

(কুম্ভেশ্বরের জলের পাথরের স্পাউট:মানচিত্র,পর্যালোচনা)
(কন্তি পুখু হিটি:মানচিত্র,পর্যালোচনা)

কুম্ভেশ্বর হিটি এবং কন্টি পুখু হিটি হল দুটি ঐতিহ্যবাহী পাথরের জলের স্পাউট যা একে অপরের থেকে সরাসরি রাস্তার (কোয়ালাখু রোড) জুড়ে রয়েছে।






কুম্ভেশ্বর হিটি হল একটি পবিত্র ঝরনা যা হিমালয়ের গোসাইনকুণ্ডের পবিত্র হ্রদের সাথে যুক্ত বলে বিশ্বাস করা হয়, যা এটিকে কাঠমান্ডু উপত্যকার সবচেয়ে আধ্যাত্মিকভাবে উল্লেখযোগ্য পাথরের স্পাউটগুলির মধ্যে একটি করে তুলেছে।

কুম্ভেশ্বর নামটি এসেছে 'কুম্ভ' থেকে, যার অর্থ সংস্কৃতে জলের পাত্র এবং 'ঈশ্বর', ভগবান বা প্রভুর জন্য একটি শব্দ, যা ভগবান শিবকে নির্দেশ করে। কাঠমান্ডু উপত্যকায় শিবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রাচীনতম মন্দিরগুলির মধ্যে একটি কুম্ভেশ্বর মহাদেব মন্দিরের প্রাঙ্গনে পাথরের স্পাউটটি অবস্থিত। স্থানীয় বিশ্বাস অনুসারে, স্পাউটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত জল পবিত্র এবং ভগবান শিবের সাথে গভীরভাবে যুক্ত একটি হিমবাহী হ্রদ গোসাইনকুণ্ডের ঐশ্বরিক শক্তি বহন করে।

অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী হিটিসের মতো, পাথরের জলের স্পাউটগুলিকে সাজানো বিশদ খোদাইগুলির প্রশংসা করুন যা নেওয়ার দেবতা এবং ধর্মীয় প্রতীকগুলিকে চিত্রিত করে।

আজ, আপনি দেখতে পাবেন স্থানীয়রা এখানে এসে নিজেদের এবং তাদের কাপড় ধোয়াচ্ছে। সুতরাং, পরিদর্শন করার সময় দয়া করে সম্মান করুন।
হিটিতে তিনটি বড় জলের ট্যাঙ্ক রয়েছে, আমরা জানি না যে সেগুলি জলের প্রবাহের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহৃত হয় বা তাদের অন্য কোনও কাজ আছে কিনা।

কন্টি পুখু হিটি আরেকটি ঐতিহ্যবাহী পাথরের জলের থলি।
কন্টি পুখু হিটি নামটি নেওয়ার ভাষায় তিনটি ভাগে বিভক্ত:

- **কন্টি মানে স্টেপওয়েল বা ট্যাঙ্কের মতো কাঠামো।**
- **পুখু মানে পুকুর।**
- **হিতি বলতে বোঝায় পাথরের টুকরো, একটি ঐতিহ্যবাহী পাবলিক ওয়াটার ফোয়ারা।**

একসাথে, নামটি মোটামুটিভাবে অনুবাদ করে 'স্টোন স্পট অফ দ্য পন্ড অ্যাট দ্য স্টেপওয়েল', সাইটটির নকশা এবং কার্যকারিতা উভয়ই হাইলাইট করে। প্রাচীন কাঠমান্ডু সম্প্রদায়গুলি যেভাবে জল সংগ্রহ ও বিতরণ করত সেই বুদ্ধিদীপ্ত উপায়কে এটি প্রতিফলিত করে।

কুম্ভেশ্বর হিতির বিপরীতে, কন্তি পুখু হিতির একটি মাত্র কার্যকরী পাথরের জলের স্পাউট রয়েছে এবং লোকেরা তাদের সকালের রুটিন এবং লন্ড্রির জন্য কুম্ভেশ্বর হিটি ব্যবহার করতে পছন্দ করে।

5.3.2.8 অশোক স্তূপ

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

অশোক স্তূপ নামটি সম্রাট অশোকের কাছ থেকে এসেছে, যিনি খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীর ভারতের মৌর্য শাসক ছিলেন যিনি দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। স্থানীয় ঐতিহ্য অনুসারে, অশোক 250 খ্রিস্টপূর্বাব্দে তার কন্যা চারুমতীর সাথে কাঠমান্ডু উপত্যকা পরিদর্শন করেছিলেন এবং তার অবস্থানের সময় তিনি পাটানের মূল পয়েন্টে এবং পাটনের কেন্দ্রস্থলে এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের উপস্থিতি চিহ্নিত করার জন্য পাঁচটি স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন।











কোনো বিভ্রান্তি এড়াতে, যে স্তূপটিকে আজকাল অশোক স্তূপ বলা হয় সেটি হল উত্তর অশোক স্তূপ, পাটানে অবস্থিত 5টি অশোক স্তূপের মধ্যে একটি।

পাটনের (ললিতপুর) পাঁচটি অশোক স্তূপ হল:

1. টেটা (পূর্ব স্তুপ) –গোয়ারকো-এ অবস্থিত।
2. পুলচক(পশ্চিম স্তূপা) – পুলচৌকে অবস্থিত।
3. লাগানখেল(দক্ষিণ স্তূপ) – লাগানখেলে অবস্থিত।
4. ইবাহি (উত্তর স্তুপ) –তেতা বাহি এলাকা-এ অবস্থিত, প্রায়ই অশোক স্তূপ নামে পরিচিত।
5. পাটন দরবার স্কয়ার (কেন্দ্রীয় স্তূপ) - এই স্তূপের অস্তিত্ব আর নাও থাকতে পারে। কিছু পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে এখন হারানো বা পুনর্নির্মিত স্তূপহিরণ্য বর্ণ মহাবিহারবা পাটানের অন্য কেন্দ্রীয় বিন্দুর কাছাকাছি বা সেখানে বিদ্যমান ছিল।

উপাসনা এবং শান্তির একটি স্থান

যদিওবৌদ্ধনাথ স্তূপবাস্বয়ম্ভুনাথএর মতো অপূর্ব বা অলঙ্কৃত নয়, অশোক স্তূপ স্থানীয়দের হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান ধারণ করে। আবাসিক ভবন এবং ছোট উপাসনালয় দ্বারা বেষ্টিত, এটি একটি জীবন্ত স্মৃতিস্তম্ভ হিসাবে রয়ে গেছে — যা এখনও সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রার্থনা, ধ্যান এবং ছোট আকারের আচার-অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হয়। ভক্তরা প্রায়ই স্তূপের চারপাশে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরে বেড়ায়, প্রার্থনার চাকা ঘুরিয়ে এবং মন্ত্র পাঠ করে।

ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য

স্তূপটি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর কাছাকাছি নির্মিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়, যদিও এর বর্তমান রূপটি কয়েক শতাব্দী ধরে পর্যায়ক্রমিক পুনরুদ্ধারকে প্রতিফলিত করে। এর সাধারণ গোলার্ধের গম্বুজ, বর্গাকার হার্মিকা এবং কেন্দ্রীয় চূড়া ঐতিহ্যগত বৌদ্ধ স্থাপত্য শৈলী অনুসরণ করে। সাইটটি শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়, ভারতীয় বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সাথে নেপালের প্রাথমিক সংযোগের প্রতীক হিসেবেও কাজ করে।

5.3.2.9 পাটন দরবার স্কোয়ার

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

পাটন দরবার স্কোয়ার তিনটি দরবার স্কোয়ারের মধ্যে সবচেয়ে ছোট এবং এটি প্রায়শই সবচেয়ে সুন্দর বলে বিবেচিত হয়। এটি হিন্দু এবং বৌদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ, জটিলভাবে খোদাই করা মন্দির এবং ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণ (বাহাল) এর সুরেলা মিশ্রণের জন্য বিখ্যাত।

পাটন দরবার স্কোয়ার হল সেই সাতটি মনুমেন্ট জোনগুলির মধ্যে একটি যা একসাথে 'কাঠমান্ডু উপত্যকা' ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট তৈরি করে, যা 1979 সালে খোদাই করা হয়েছিল। সাতটি মনুমেন্ট জোন হল:

1. কাঠমান্ডু দরবার স্কোয়ার
2. পাটন দরবার চত্বর
3. ভক্তপুর দরবার চত্বর
4. স্বয়ম্ভুনাথ স্তূপ
5. বৌদ্ধনাথ স্তূপ
6. পশুপতিনাথ মন্দির
7. চাঙ্গু নারায়ণ মন্দির

'দরবার' শব্দের অর্থ নেপালি ভাষায় 'প্রাসাদ', এবং পাটন দরবার স্কোয়ার একসময় ললিতপুরের মল্ল রাজাদের রাজপ্রাসাদ কমপ্লেক্স ছিল। 'পাটন' নিজেই 'ললিতপুর' এর সংস্কৃত রূপ, যার অর্থ সৌন্দর্যের শহর।

স্কোয়ারটি 14 তম থেকে 18 শতক পর্যন্ত মল্ল রাজবংশের ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল এবং এটি শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক কেন্দ্র নয় বরং শিল্প, শিক্ষা এবং ধর্মের কেন্দ্র হিসাবেও কাজ করেছিল।

পাটন দরবার স্কোয়ারের স্ব-নির্দেশিত হাঁটা ভ্রমণ

আপনি যদি আমাদের পাটান হাঁটা সফর অনুসরণ করে থাকেন, তাহলে আপনি উত্তর দিক থেকে পাটন দরবার চত্বরে প্রবেশ করবেন।

অনুগ্রহ করে উপদেশ দেওয়া হবে যে, বিদেশিদের অবশ্যই পেমেন্ট বুথে জনপ্রতি 1000 রুপি দিতে হবে - নেপালি নাগরিকরা বিনামূল্যে প্রবেশ করতে পারবেন। এমন কোনও বাধা নেই যা আপনাকে প্রবেশ করতে বাধা দেয়, তবে আপনি যদি অর্থ প্রদান না করেন তবে এটি কেবল সময়ের ব্যাপার হবে যে একজন প্রহরী আপনাকে খুঁজে পাবে এবং আপনাকে অর্থপ্রদান বুথে যেতে এবং অর্থ প্রদান করতে বলবে।

উত্তরে আমরা কোনো পেমেন্ট বুথ দেখিনি।ছায়াসিন দেওয়াল(মানচিত্রে P পয়েন্ট) এর কাছে দক্ষিণে একটি পেমেন্ট বুথ আছে। আমরা স্কোয়ারের মধ্য দিয়ে আমাদের স্ব-নির্দেশিত হাঁটা সফর করেছি, এবং আমরা যখন শেষের দিকে পৌঁছেছি তখন অর্থ প্রদান করেছি, কারণ আমরামুল চক(মানচিত্রে বিন্দু L) প্রবেশ করতে চেয়েছিলাম এবং মিল চকের গার্ডরা চেক করে যে আপনি সাধারণ প্রবেশের টিকিট কিনেছেন কিনা।

সম্ভাবনা হল, আপনি যদি উত্তর থেকে আসেন এবং অর্থ প্রদান না করেন, তাহলে একজন প্রহরী আপনার কাছে আসবে – শুধু তাদের বলুন যে আপনি উত্তরের প্রবেশদ্বার থেকে এসেছেন এবং সেখানে কোনো টিকিট বিক্রেতা ছিল না। তারপর তুমি গিয়ে টাকা দাও।



5.3.2.9.একটি ভীমসেন মন্দির

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

ভীমসেন মন্দির নামের উৎপত্তি

ভীমসেন, ভীম নামেও পরিচিত, মহাভারতের পাঁচ পান্ডব ভাই (রাজা পান্ডুর পুত্র, যদিও তারা বিভিন্ন দেবতাদের দ্বারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন) একজন, তাঁর অগাধ শারীরিক শক্তি, আনুগত্য এবং সাহসিকতার জন্য সম্মানিত। যদিও ভীমসেন ঐতিহ্যগতভাবে একজন হিন্দু যোদ্ধা বীর, কাঠমান্ডু উপত্যকায়, বিশেষ করে নেওয়ার বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে, তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষক দেবতা হিসেবেও পূজিত হন।



ভীমসেন মন্দিরের ইতিহাস ও স্থাপত্য

মন্দিরটি মূলত 1680 সালে রাজা শ্রীনিবাস মল্লের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল, পাটানের অন্যতম বিশিষ্ট মল্ল রাজা। এটি তার তিন-স্তর বিশিষ্ট প্যাগোডা নকশা, জটিলভাবে খোদাই করা কাঠের স্ট্রট এবং সুন্দরভাবে বিস্তারিত জানালা দিয়ে দাঁড়িয়েছে, যা ক্লাসিক নেওয়ার স্থাপত্যের একটি বৈশিষ্ট্য।

মন্দিরের অভ্যন্তরে ভীমসেনের চিত্র পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত নয়, তবে মন্দিরের বাইরের এবং আশেপাশের কার্যকলাপ এর সাংস্কৃতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সমৃদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

ভীমসেন মন্দির - পূজা ও বাণিজ্যের স্থান

ভীমসেন মন্দির শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় স্থান নয়, এটি স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং কারিগরদের (যেমন দোকানদার, স্বর্ণকার এবং বস্ত্র ব্যবসায়ীদের জন্য) বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, যাদের অনেকেই ব্যবসায় সাফল্যের জন্য ভীমসেনকে প্রার্থনা করেন। গুরুত্বপূর্ণ উত্সবগুলিতে, বিশেষ করে ঘোড়ে যাত্রা এবং ইয়েনিয়া পুনহি, যখন মন্দিরটি ভক্তিমূলক কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে তখন প্রায়শই নৈবেদ্য দেওয়া হয়।

5.3.2.9.B বিশ্বনাথ মন্দির

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

বিশ্বনাথ মন্দির নামের উৎপত্তি

'বিশ্বনাথ' নামটি সংস্কৃত থেকে এসেছে, যার অর্থ 'মহাবিশ্বের প্রভু', একটি শিরোনাম প্রায়শই শিবের সাথে তার সার্বজনীন আকারে যুক্ত। ভারতের বারাণসীতে অবস্থিত বিখ্যাত বিশ্বনাথ মন্দিরের নামানুসারে মন্দিরটির নামকরণ করা হয়েছে, যা শিবের প্রতি ব্যাপক ভক্তি এবং নেপাল ও ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ প্রতিফলিত করে।



বিশ্বনাথ মন্দিরের ইতিহাস ও স্থাপত্য

পাটনের বিশ্বনাথ মন্দিরটি 1627 সালে রাজা সিদ্ধি নরসিংহ মল্লের শাসনামলে চালু করা হয়েছিল, এই অঞ্চলের মহান শৈল্পিক এবং স্থাপত্য কৃতিত্ব দ্বারা চিহ্নিত একটি সময়কাল। ক্লাসিক নেওয়ার প্যাগোডা শৈলীতে নির্মিত, মন্দিরটিতে দুটি টায়ার্ড ছাদ, সূক্ষ্মভাবে খোদাই করা কাঠের স্ট্রট এবং এর দরজা এবং জানালাগুলিকে সাজানো জটিল ধাতুর কাজ রয়েছে। পাথরের এক জোড়া হাতি প্রবেশদ্বার পাহারা দেয়, গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরগুলির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য, শক্তি এবং সুরক্ষার প্রতীক। মন্দিরের বাইরের অংশে শিবের বিশদ চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে, যার মধ্যে তাঁর ধ্যানের দৃশ্য এবং মহাজাগতিক নর্তক নটরাজের চরিত্র রয়েছে।

বিশ্বনাথ মন্দিরের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য

বিশ্বনাথ মন্দির হিন্দু ভক্তদের, বিশেষ করে যারা শৈব ধর্মে অনুগত তাদের জন্য একটি সক্রিয় উপাসনার স্থান হিসেবে কাজ করে। মাজারে নিয়মিত ফুল, চাল এবং ধূপ দেওয়া হয়। মহা শিবরাত্রির মতো গুরুত্বপূর্ণ উৎসবের সময়, মন্দিরটি শহরের চারপাশ থেকে অনেক উপাসককে আকর্ষণ করে।











মাঙ্গা হিটির ইতিহাস ও তাৎপর্য

পাটন দরবার স্কোয়ারে অবস্থিত মঙ্গা হিটি হল ধুঙ্গে ধারা (পাথরের জলের স্পাউট) পদ্ধতির একটি সুন্দরভাবে সংরক্ষিত উদাহরণ। মাকার (পৌরাণিক জলজ প্রাণী) আকারে তিনটি অলংকৃতভাবে খোদাই করা স্পাউট বৈশিষ্ট্যযুক্ত এই স্থানটি গভীর সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক তাত্পর্য রাখে।

স্থানীয় ঐতিহ্য এবং কিছু ঐতিহাসিক নথি অনুসারে, মঙ্গা হিটি সম্ভবত প্রায় 570 খ্রিস্টাব্দে রাজা শিব দেব I-এর রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল, যা এটিকে কাঠমান্ডু উপত্যকার প্রাচীনতম কার্যকরী জলের ফোয়ারাগুলির মধ্যে একটি করে তুলেছে। যাইহোক, শিলালিপি এবং স্থাপত্যের উপাদানগুলিও 12 শতকের মধ্যে বড় সংস্কারের পরামর্শ দেয়, সম্ভবত মাল্লা পৃষ্ঠপোষকতায়, যা এর বর্তমান রূপটিকে অনেকটাই আকার দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্পাউট, চারটি প্রাণীর টেলিস্কোপিক ক্রম (দেখুন আপনি তাদের সনাক্ত করতে পারেন কিনা) দিয়ে অনন্যভাবে সজ্জিত, নেওয়ার কারিগরদের অসাধারণ কারুকার্য প্রদর্শন করে। নেপালী স্থাপত্য জুড়ে পাওয়া মাকারা মোটিফ সুরক্ষা এবং বিশুদ্ধতার প্রতীক।

আপনি যখন সেখানে পৌঁছাবেন, আপনি সম্ভবত স্থানীয়দের বড় বালতিতে বোতল পানিতে দেখতে পাবেন। আপনার সকালের রুটিন করা এবং কাপড় ধোয়ার অনুমতি নেই।

যদিও 2015 সালের ভূমিকম্পের ফলে হিটির আশেপাশেরআনুষ্ঠানিক প্যাভিলিয়নক্ষতি হয়েছিল, চলমান পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টাগুলি একটি কার্যকরী জলের উত্স এবং একটি জীবন্ত সাংস্কৃতিক স্মৃতিস্তম্ভ হিসাবে মাঙ্গা হিটির ভূমিকা সংরক্ষণ করছে।





























মন্দিরের কেন্দ্রীয় মূর্তিটিতে 1563 সালের উল্লেখ করা একটি শিলালিপি রয়েছে। যেহেতু শক্তিশালী প্রমাণ রয়েছে যে মন্দিরটি 1566 সালে নির্মিত হয়েছিল, এটি বিশ্বাস করা হয় যে মূর্তিটি সম্ভবত মন্দিরের চেয়ে পুরানো।





5.3.2.9.J রাজা যোগনারেন্দ্র মল্ল মূর্তি

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

পাটন দরবার স্কোয়ারের কেন্দ্রস্থলে একটি লম্বা পাথরের স্তম্ভের উপর চমত্কারভাবে উদিত, রাজা যোগ নরেন্দ্র মল্লের মূর্তিটি স্কোয়ারের সবচেয়ে আইকনিক স্মৃতিস্তম্ভগুলির মধ্যে একটি। এই মার্জিত ব্রোঞ্জ মূর্তিটি, 18 শতকের গোড়ার দিকে তৈরি করা হয়েছিল, একজন প্রিয় মল্ল রাজাকে সম্মান করে যার রাজত্বকাল (1684-1705) পাটানে সাংস্কৃতিক ও স্থাপত্যের উজ্জ্বলতার সময়কাল চিহ্নিত করেছিল।





রাজা যোগনরেন্দ্র মল্ল মূর্তি - ব্রোঞ্জে অমর রাজা

রাজার মৃত্যুর মাত্র পাঁচ বছর আগে 1700 সালে মূর্তিটি স্থাপন করা হয়েছিল। এটি রাজা যোগ নরেন্দ্র মল্লকে হাঁটু গেড়ে, প্রার্থনাপূর্ণ ভঙ্গিতে, মল্ল রাজাদের রাজকীয় দেবতা পবিত্র তালেজু মন্দিরের দিকে মুখ করে চিত্রিত করেছে। মূর্তিটির বিশদ কারুকার্য রাজকীয় মর্যাদা এবং আধ্যাত্মিক ভক্তি উভয়কেই প্রতিফলিত করে, মূল্যবোধগুলি মল্ল রাজবংশের গভীরভাবে প্রোথিত।

যোগ নরেন্দ্র নামটি 'যোগ' একত্রিত করে, যা আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা বা মিলনের পরামর্শ দেয় এবং 'নরেন্দ্র', যার অর্থ রাজা বা শাসক, আধ্যাত্মিকভাবে পরিচালিত রাজা হিসাবে তার ভূমিকাকে প্রতিফলিত করে।

রাজা যোগনরেন্দ্র মল্লার মূর্তি - কিংবদন্তিতে পূর্ণ একটি কলাম

মূর্তিটি একটি লম্বা একশিলা স্তম্ভের উপরে বসে আছে এবং এর শীর্ষটি একটি কোবরা এবং একটি ছোট পাখি দিয়ে সজ্জিত - উভয়ই স্থানীয় কিংবদন্তির মূল অংশ। ঐতিহ্য অনুসারে, রাজার আত্মাকে রক্ষা করার জন্য কোবরাকে স্থাপন করা হয়েছিল এবং বলা হয় যে যতক্ষণ পাখিটি মূর্তির উপর থাকে ততক্ষণ রাজার আত্মা পাটনের উপর নজরদারি করতে থাকে।





5.3.2.9.L মুল চক

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

পাটন দরবার স্কোয়ার, মুল চক হল প্রাক্তন রয়্যাল মাল্লা প্রাসাদের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উঠান।









মুল চক নামের উৎপত্তি

'মুল চক' নামটি নেপালি ভাষায় 'প্রধান উঠান'-এ অনুবাদ করে। এটি পাটনের মল্ল রাজপ্রাসাদের কেন্দ্রীয় স্থান হিসেবে কাজ করত, যেখানে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, রাজকীয় অনুষ্ঠান এবং গুরুত্বপূর্ণ দরবারী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হত। 'মুল' শব্দটি বোঝায়, প্রশাসনিক এবং আধ্যাত্মিক উভয়ভাবেই এই প্রাঙ্গণটি প্রাসাদ জীবনের মূল ছিল।





5.3.2.9.N নরসিংহ ও হনুমানের মূর্তি

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

নরসিংহ এবং হনুমানের মূর্তিগুলি পাটন দরবার চত্বরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ঐশ্বরিক শক্তি, সুরক্ষা এবং ভক্তির শক্তিশালী প্রতীক। এই দুইজন শ্রদ্ধেয় হিন্দু ব্যক্তিত্ব, একজন বিষ্ণুর উগ্র অবতার, অন্যজন রামের একনিষ্ঠ সেবক, তাদের ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে রাজপ্রাসাদের সামনে স্থাপন করা হয়েছে।



নরসিংহের গুরুত্ব: সিংহ-মানুষ অবতার

নরসিংহ মূর্তিটি ভগবান বিষ্ণুর অর্ধ-সিংহ, অর্ধ-মানুষ অবতার নাটকীয়ভাবে চিত্রিত করে। হিন্দু পুরাণ অনুসারে, নরসিংহ রাক্ষস হিরণ্যকশিপুকে পরাজিত করতে এবং মহাজাগতিক শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করতে আবির্ভূত হন। বিষ্ণুর এই রূপটি মন্দের ধ্বংস এবং ধর্মের (ধার্মিকতা) সুরক্ষার প্রতীক। মূর্তিটি দেখায় যে নরসিংহ একটি ভয়ঙ্কর অভিব্যক্তি সহ রাক্ষসকে ছিঁড়ে ফেলছে - ঐশ্বরিক ক্রোধ এবং ন্যায়বিচারের একটি আকর্ষণীয় চিত্র।

পাটন দরবার চত্বরে, নরসিংহ মূর্তিটি ন্যায়বিচার বজায় রাখা এবং তার প্রজাদের রক্ষা করার জন্য রাজার কর্তব্যের একটি স্মারক হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। এটি মল্ল আমলে বিষ্ণুর প্রতি রাজপরিবারের ভক্তিও প্রতিফলিত করে, যখন বর্গক্ষেত্রের বেশিরভাগ আইকনিক স্থাপত্য নির্মিত হয়েছিল।

নরসিংহ মূর্তির ইতিহাস

সুন্দরী চকের প্রবেশপথে অবস্থিত পাটন দরবার চত্বরে নরসিংহ মূর্তিটি রাজা ভূপতিন্দ্র মল্লের রাজত্বকালে 9 ফেব্রুয়ারি, 1698 সালে স্থাপিত হয়েছিল। মূর্তির পিঠে একটি শিলালিপি ভূপতিন্দ্র মল্ল এবং তার কাকা উগ্র মল্লকে এটির প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব দেয়। শিলালিপিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে একটি 'গুঠি' (একটি স্থানীয় ধর্মীয় ট্রাস্ট) নির্দিষ্ট তারিখে বছরে ছয় বার ঘি দিয়ে মূর্তি ধোয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেছিল।



5.3.2.9.ও মহারাণী হিতি

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

এর নীল রঙের দেয়ালগুলির সাথে, মহারানী হিটি দেখতে একটি সাধারণ পুকুরের মতো যা গত 50 বছরে ইনস্টল করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এটি অনেক বেশি ঐতিহাসিকভাবে সমৃদ্ধ আকর্ষণ, যা মল্ল যুগের।



মহারাণী হিতি নামের ইতিহাস ও উৎপত্তি

হিটি শব্দটি কাঠমান্ডু উপত্যকায় ব্যবহৃত একটি ঐতিহ্যবাহী পাথরের স্পাউটকে বোঝায় যা ভূগর্ভস্থ জলাধার থেকে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়। মহারানি হিতি 'দ্য কুইনস ওয়াটার স্পাউট'-এ অনুবাদ করেছেন, পরামর্শ দিচ্ছেন যে এই বিশেষ স্পাউটটি একসময় মল্ল দরবারের রাজকীয় মহিলাদের সেবা করেছিল। এর কেন্দ্রে মল রানীর মূর্তি এই বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করে।

মহারানী হিতির স্থাপত্য

মহারানী হিতির নকশাটি আপনি এখন পর্যন্ত দেখেছেন এমন ঐতিহ্যবাহী পাথরের জলের স্পাউটগুলির থেকে বেশ ভিন্ন, এটি পরামর্শ দেয় যে এটি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। যদিও এটিতে এখনও একটি সুন্দর সজ্জিত বাইরের পাথরের প্রাচীর রয়েছে, ভিতরের দেয়ালগুলি এখন নীল রঙে আঁকা হয়েছে, এবং বেসিনটি তুলনামূলকভাবে অগভীর - একটি সাধারণ হিটির চেয়ে একটি পুলের মতো।

আজ, এটি একটি ফোয়ারার মতো উপরের দিকে জল স্প্রে করতে আধুনিক পাইপ এবং অগ্রভাগ ব্যবহার করে, মূল, জটিলভাবে খোদাই করা পাথরের স্পাউটগুলিকে প্রতিস্থাপন করে। অববাহিকায় এখনও পানি থাকলেও নিচের স্তরে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

বেশিরভাগ ঐতিহ্যবাহী হিটিগুলির বিপরীতে, যা সাধারণত আয়তাকার হয়, মহারাণী হিটির একটি পদ্ম-আকৃতির নকশা রয়েছে, একটি পাথর-টাইলযুক্ত ওয়াকওয়ে এটিকে দুটি বিভাগে বিভক্ত করে।



5.3.2.10 বিশোকর্মা মন্দির

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

এই মন্দিরে প্রবেশ করার দরকার নেই - শুধু এর সুন্দর খোদাই করা পাথরের সম্মুখভাগে বিস্মিত হন।

বিশ্বকর্মা মন্দির, হিন্দু দেবতা বিশ্বকর্মা, দেবতাদের ঐশ্বরিক স্থপতি এবং প্রকৌশলীকে উত্সর্গীকৃত। কাঠমান্ডু উপত্যকা জুড়ে বিভিন্ন বিশোকর্মা মন্দির বিদ্যমান, তবে এটিই প্রধান।



'বিশোকর্মা' নামটি বিশ্বকর্মার নেপালি উচ্চারণ, হিন্দু পুরাণে একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব যিনি সৃষ্টি, কারুশিল্প এবং প্রকৌশলের দেবতা হিসেবে পরিচিত। বিশ্বকর্মা স্বর্গীয় রাজ্যে দেবতাদের প্রাসাদ, ঐশ্বরিক অস্ত্র এবং এমনকি সমগ্র শহরগুলি নির্মাণ করেছিলেন বলে কথিত আছে। তার নাম সংস্কৃত শব্দ 'বিশ্ব' (মহাবিশ্ব) এবং 'কর্ম' (নির্মাতা) একত্রিত করে, যা 'মহাবিশ্বের নির্মাতা'-এর প্রতীক।

সাংস্কৃতিক তাৎপর্য

বিশোকর্মা মন্দির কারিগর, ধাতুর কর্মী, কামার এবং কারিগরদের জন্য একটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে যারা তাদের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে দেবতাকে পূজা করে। প্রতি বছর বিশ্বকর্মা পূজার সময়, সাধারণত সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়, মন্দিরটি কার্যকলাপের একটি প্রাণবন্ত কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ভক্তরা আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য সরঞ্জাম, যানবাহন এবং মেশিন নিয়ে আসে, তাদের কাজে স্বর্গীয় সুরক্ষা এবং সাফল্য কামনা করে।



























ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য

অভয়া রাজ শাক্য নামে একজন ভক্ত পুরোহিতের নেতৃত্বে রাজা মহেন্দ্র মল্লের রাজকীয় অনুমতি নিয়ে 1564 সালের দিকে মহাবৌদ্ধ মন্দিরের নির্মাণ শুরু হয়। তিনি ভারতের বোধগয়ায় তীর্থযাত্রার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, যেটি সেই পবিত্র স্থান যেখানে সিদ্ধার্থ গৌতম জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।
অভিজ্ঞতা দ্বারা অনুপ্রাণিত, তিনি নেপালে একটি মন্দির নির্মাণের কল্পনা করেছিলেন যা বোধগয়ার মহাবোধি মন্দিরের নকশা এবং আধ্যাত্মিক তাত্পর্যকে প্রতিফলিত করবে।
দুর্ভাগ্যবশত, অভয়া রাজ শুধুমাত্র ভিত্তি সম্পন্ন করার পরে মারা যান। তাদের পিতার দৃষ্টিকে সম্মান করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, তার পাঁচ পুত্রের প্রত্যেকে প্রকল্পটি চালিয়ে যেতে পালা করে নিয়েছিল। যাইহোক, মন্দিরটি শেষ হওয়ার আগেই কনিষ্ঠ বাদে সকলেই মারা যান। পঞ্চম পুত্র যেভাবে প্রচেষ্টা ত্যাগ করতে যাচ্ছিল, কথিত আছে যে একজন দেবী তার কাছে দর্শনে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাকে অধ্যবসায় করতে উত্সাহিত করেছিলেন। এই ঐশ্বরিক এনকাউন্টার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, তিনি 1610 সালে মন্দিরটি সম্পূর্ণ করেছিলেন।

বহু শতাব্দী ধরে ভূমিকম্পের কারণে মূল কাঠামোটি বেশ কয়েকবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, এবং আজ আপনি যে মন্দিরটি দেখছেন সেটি 1934 সালের নেপাল-ভারত ভূমিকম্পের পরে পুনর্নির্মিত হওয়ার ফলাফল।

অন্য কিছু মন্দিরের মতো বিশাল না হলেও, এটি এর অত্যাশ্চর্য ইটের কারুকার্য এবং হাজার হাজার বুদ্ধ মূর্তিগুলির সাথে আলাদা, যা একটি আকর্ষণীয় দৃশ্যের অভিজ্ঞতা তৈরি করে। দর্শনার্থীরা সুন্দর প্রাঙ্গণটি অন্বেষণ করতে পারে, মন্দিরের সূক্ষ্ম কারুকার্যের প্রশংসা করতে পারে এবং এমনকি প্রার্থনায় সন্ন্যাসীদেরও দেখতে পারে।
আপনি 9,000 বুদ্ধ মূর্তির সংখ্যা শুনতে পারেন। এটি ভুল, কারণ 9,000 টেরাকোটা ইটের সংখ্যাকে বোঝায় যা মন্দিরটি তৈরি। এই ইটগুলির মধ্যে অনেকগুলি বুদ্ধ মূর্তি ধারণ করে, তবে বুদ্ধ মূর্তির সংখ্যা সম্ভবত 9,000 এর চেয়ে অনেক কম।

শিষ্টাচার: অনুগ্রহ করে সাইটের পবিত্রতাকে সম্মান করুন এবং উঠানে প্রবেশ করার আগে আপনার জুতা খুলে ফেলুন এবং উপাসকদের ছবি তোলা এড়িয়ে চলুন।

5.3.2.12 ওকু বাহাল রুদ্র বর্ণ মহাবিহার

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

মহাবৌদ্ধ মন্দিরথেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে অবস্থিত, ওকু বাহাল রুদ্র বর্ণ মহাবিহার হল আরেকটি মন্দির যা একেবারে দেখার মতো।

আমরা পড়েছি যে জনপ্রতি 50 রুপি ভর্তি ফি রয়েছে যা আপনাকেমহাবৌদ্ধ মন্দিরএর কাছাকাছি যেতেও সক্ষম করে, কিন্তু আমরা কাউকে ফি চার্জ করতে দেখিনি।



































'রুদ্রদেব' উচ্চারণে রাজাকে বোঝানো যায়। যারা সম্ভবত 1167 এবং 1175 সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংস্কার করেছিলেন।

- 'বর্ণ'কে 'রঙ' বা 'দৃষ্টি' হিসাবে অনুবাদ করা যেতে পারে, এবং এই ক্ষেত্রে, এটি একটি দেবতার একটি নির্দিষ্ট 'দৃষ্টি' বা 'প্রকাশ' বোঝায়। বর্ণ প্রায়ই কোনো কিছুর পবিত্র গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়, এক্ষেত্রে রুদ্রের বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী। সুতরাং, রুদ্র বর্ণকে রুদ্রের নির্দিষ্ট দিকটির একটি রেফারেন্স হিসাবে বোঝা যেতে পারে যা মহাবিহারে বৌদ্ধ শিক্ষা ও অনুশীলনের প্রেক্ষাপটে সুরক্ষামূলক এবং রূপান্তরকারী গুণাবলীকে মূর্ত করে।

রুদ্র বর্ণ মহাবিহার একটি বৃহৎ বৌদ্ধ মঠকে বোঝায় যা রুদ্রের প্রতিরক্ষামূলক এবং রূপান্তরমূলক দিকটির জন্য নিবেদিত হয়, যেখানে ভিক্ষু এবং ভক্তরা বিভিন্ন বৌদ্ধ আচার, ধ্যান অনুশীলন এবং শিক্ষায় নিযুক্ত হন। মহাবিহার ধর্মীয় উপাসনার স্থান এবং শিক্ষার কেন্দ্র উভয়ই হিসাবে কাজ করে, বৌদ্ধ শিক্ষার গভীর দার্শনিক দিকগুলির অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে এবং একই সাথে একজন রক্ষক হিসাবে রুদ্রের ভূমিকাকে সম্মান করে।
ওকু বাহাল রুদ্র বর্ণ মহাবিহারের ক্ষেত্রে, মঠটি কাঠমান্ডুতে একটি আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক ল্যান্ডমার্ক হিসাবে কাজ করে এবং রুদ্র বর্ণ নামটি বৌদ্ধ শিক্ষার সুরক্ষা এবং বৃহত্তর বজ্রযান বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সাথে এর সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে যা এই অঞ্চলের ইতিহাসকে রূপ দিয়েছে।

মহাবিহারের ভিত্তি ঐতিহ্যগতভাবে 6 ষ্ঠ শতাব্দীতে লিচ্ছবি আমলে রাজা শিবদেব (তিনি 590 থেকে 604 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছিলেন) কে কৃতিত্ব দেওয়া হয়। লিচ্ছবি রাজবংশ কাঠমান্ডু উপত্যকায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক প্রাথমিক মঠ নির্মাণ করা হয়েছিল। যাইহোক, অনেক প্রাচীন কাঠামোর মতো, নির্মাণের আশেপাশের সঠিক বিবরণ এবং নির্মাণের সঠিক সময় অস্পষ্ট। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ, যেমন নির্দিষ্ট কাঠামোগত উপাদানের রেডিওকার্বন ডেটিং, সাইটের কিছু অংশের দিকে ইঙ্গিত করে যেখানে 9 শতকের উত্স রয়েছে।
উপত্যকা জুড়ে বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর উৎসর্গের কারণে রাজা শিবদেবের অবদান প্রায়শই তুলে ধরা হয়।

সম্ভবত 1167 এবং 1175 সালের মধ্যে, ওকু বাহাল রুদ্র বর্ণ মহাবিহারে উল্লেখযোগ্য সংযোজনগুলি রাজা রুদ্রদেব দ্বারা করা হয়েছিল, বিশেষ করে মঠ কমপ্লেক্সের মধ্যে অতীন্দ্রিয় বুদ্ধের ছবি স্থাপন।

1680 সালে, চিত্তাকর্ষক গেট এবং শীর্ষে অবস্থিত দুটি পতাকাবাহী সিংহ মূর্তি যুক্ত করা হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় প্রাঙ্গণটি সুন্দর নেওয়ার স্থাপত্য দ্বারা বেষ্টিত রয়েছে যার বিস্তারিত কাঠের কাজ, প্যাগোডা-শৈলীর ছাদ, এবং চমৎকার কারুকাজ এবং প্রাঙ্গণে অনেক আকর্ষণীয় পাথর ও ধাতব মূর্তি রয়েছে।

এটি আপনাকে পাটানের স্ব-নির্দেশিত হাঁটা সফর শেষ করে। আপনি পাঠাও বা ট্যাক্সি কল করতে পারেন এবং হয় আপনার হোটেলে বা সরাসরি আপনার পরবর্তী গন্তব্যে যেতে পারেন:ভোজন গৃহ।












5.4 দিন 4: ভক্তপুর এবং ভক্তপুর দরবার স্কোয়ারের স্ব-নির্দেশিত হাঁটা সফর

কাঠমান্ডুতে আজ আপনার চতুর্থ দিন, আজ আমরা ভক্তপুর ঘুরে দেখব।

ভক্তপুর নামের উৎপত্তি

ভক্তপুর নামটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'ভক্ত' (ভক্ত) এবং 'পুর' (শহর) থেকে, যার আক্ষরিক অর্থ 'ভক্তদের শহর'। এই নামটি এর সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য এবং এর লোকেদের গভীর ধর্মীয় প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে, যারা প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব এবং মন্দিরের ঐতিহ্যকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সংরক্ষণ করেছে।
ঐতিহাসিকভাবে ভাদগাঁও (বা নেওয়ার ভাষায় খোয়াপা) নামে পরিচিত, মল্ল আমলে ভক্তপুর একসময় সমগ্র কাঠমান্ডু উপত্যকার রাজধানী ছিল। এটি 12 তম এবং 18 শতকের মধ্যে বিকাশ লাভ করে এবং কারুশিল্প, মন্দির নির্মাণ এবং নেওয়ার সংস্কৃতির একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ভক্তপুরে কি দেখুন এবং করবেন

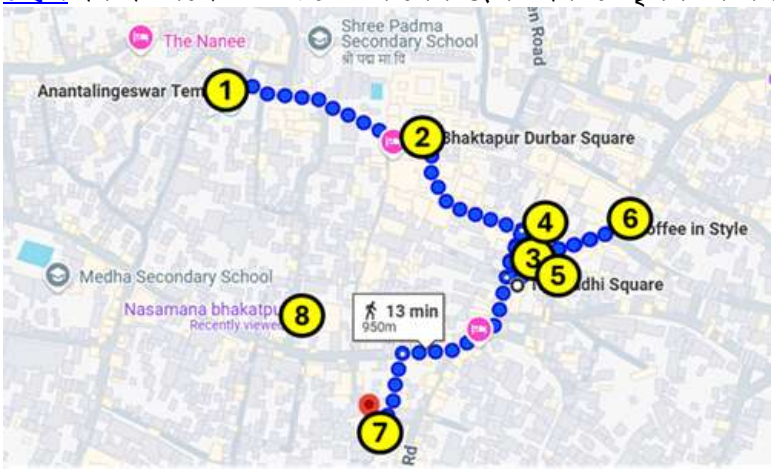
ভক্তপুর পায়ে হেঁটেই অন্বেষণ করা যায়। এর সরু ইটের গলি, জটিলভাবে খোদাই করা কাঠের জানালা, এবং রাজকীয় উঠোন এটিকে সময়ের সাথে একধাপ পিছিয়ে যাওয়ার মতো মনে করে।

লিভিং হেরিটেজ এবং স্থানীয় জীবন

ভক্তপুর একটি জীবন্ত শহর, যেখানে ঐতিহ্য সমৃদ্ধ। স্থানীয়রা এখনও ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত, মুখোশধারী নাচ এবং বিস্তৃত আচার-অনুষ্ঠানের সাথে কয়েক ডজন উৎসব উদযাপন করে। কারিগররা প্রাচীন কৌশল ব্যবহার করে মৃৎশিল্প, কাঠের খোদাই এবং পাউভা চিত্র (নেওয়ারদের থেকে উদ্ভূত ধর্মীয় চিত্রকলার ঐতিহ্যবাহী রূপ) তৈরি করে চলেছেন।

5.4.1 ভক্তপুরের স্ব-নির্দেশিত হাঁটা সফর

নিম্নলিখিত মানচিত্রগুলি দেখায় যে আপনি আজকে যে রুটটি নিয়ে যাবেন –ভক্তপুর দরবার চত্বরএর স্ব-নির্দেশিত হাঁটা সফরের জন্য একটি পৃথক মানচিত্র রয়েছে:



1 =উমা মহেশ্বর মন্দির এবং অনন্তলিঙ্গেশ্বর মন্দির
2 =ভক্তপুর দরবার চত্বর
3 =তৌমাধি চত্বর
4 =নয়াপোলা মন্দির
5 =ভৈরবনাথ মন্দির
6 =স্টাইল ক্যাফেতে
7 =মৃৎশিল্প স্কোয়ার
8 =ব্যাকস্ট্রিট

5.4.1.1 উমা মহেশ্বর মন্দির এবং অনন্তলিঙ্গেশ্বর মন্দির

(উমা মহেশ্বর মন্দির:মানচিত্র,পর্যালোচনা)
(অনন্তলিঙ্গেশ্বর মন্দির:মানচিত্র,পর্যালোচনা)
ভক্তপুর দরবার চত্বরএর পশ্চিমে কয়েক ফুট দূরে অবস্থিত, দুটি মাজার আছে। দুটির মধ্যে সবচেয়ে উঁচুটি হল উমা মহেশ্বর মন্দির এবং ছোটটি হল অনন্তলিঙ্গেশ্বর মন্দির।



উমা মহেশ্বর মন্দির কি?
ঐশ্বরিক দম্পতি উমা (পার্বতী) এবং মহেশ্বর (শিব) কে উত্সর্গীকৃত, এই মন্দিরটি মহাবিশ্বের পুরুষ এবং নারী শক্তির মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সামঞ্জস্যকে প্রতিফলিত করে - এটি আধ্যাত্মিক অন্বেষণকারী এবং সংস্কৃতি প্রেমীদের জন্য একইভাবে একটি অর্থবহ স্টপ তৈরি করে।

উমা মহেশ্বর মন্দির নামের উৎপত্তি
উমা মহেশ্বর নামটি হিন্দু পুরাণ থেকে এসেছে:

- **উমা পার্বতীর অপর নাম, প্রেম, ভক্তি এবং উর্বরতার পরোপকারী দেবী।**
- **রূপান্তর ও মহাজাগতিক শক্তির দেবতা শিবের অনেকগুলো নামের মধ্যে মহেশ্বর অন্যতম।**

একসাথে, উমা এবং মহেশ্বর শক্তি এবং চেতনার ঐশ্বরিক মিলনের প্রতিনিধিত্ব করে, মহাজাগতিক এবং মানব জীবনে ভারসাম্যকে মূর্ত করে।

স্থাপত্য এবং বায়ুমণ্ডল
ভক্তপুরের উমা মহেশ্বর মন্দিরে ঐতিহ্যগত নেওয়ার স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, একটি বহু-স্তরযুক্ত প্যাগোডা ছাদ, জটিলভাবে খোদাই করা কাঠের স্ট্রট এবং একটি পাথরের প্ল্যাটফর্ম যা এটিকে চারপাশের স্কোয়ারের উপরে তুলেছে। মন্দিরের ভিতরে ঐশ্বরিক দম্পতির মূর্তি একসাথে বসে থাকতে দেখা যায়।

অনন্তলিঙ্গেশ্বর মন্দির কি?
অনন্তলিঙ্গেশ্বর মন্দিরটি হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান দেবতা শিবকে উৎসর্গ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ভক্তপুরের সুউচ্চ প্যাগোডা থেকে ভিন্ন, এই মন্দিরটি আকারে শালীন কিন্তু স্থানীয়দের দ্বারা গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল। এর পাথরের লিঙ্গ (শিবের প্রতীকী প্রতিনিধিত্ব)

ভক্তপুর দরবার স্কোয়ারের স্ব-নির্দেশিত হাঁটা ভ্রমণ

অন্য দুটি দরবার স্কোয়ারের মতো, আপনাকে প্রবেশের জন্য ভর্তির টাকা দিতে হবে। লেখার সময়, ভর্তির টাকা জনপ্রতি 1,800 টাকা, শুধুমাত্র নগদ। আপনার হাতে পর্যাপ্ত নগদ না থাকলে, চিন্তা করবেন না। ভক্তপুর দরবার স্কোয়ারের পশ্চিম দিকে টিকিট বুথের বাম দিকে এটিএম রয়েছে।
আমরা পূর্ব প্রবেশদ্বারে কোনো পেমেন্ট বুথ দেখতে পাইনি। সম্ভাবনা হল, আপনি যদি পূর্ব দিক থেকে প্রবেশ করেন, একজন গার্ড আসবে এবং আপনাকে পেমেন্ট বুথে গিয়ে টাকা দিতে বলবে।

অনুগ্রহ করে উপদেশ দিন যে 2015 সালের ভূমিকম্পে ভক্তপুর দরবার স্কোয়ারের অনেকগুলি কাঠামোর মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল। পুরানো ভ্রমণ নির্দেশিকাগুলিতে বর্ণিত কিছু বিল্ডিং আর বিদ্যমান নেই, যখন আরও কয়েকটি নির্মাণাধীন অবস্থায় বেড়া দেওয়া হয়েছে।
এছাড়াও আপনি কিছু কাঠের খুঁটি দেখতে পাবেন যেগুলো বেশ কয়েকটি দেয়ালকে সমর্থন করছে যেগুলো হেলে পড়েছে এবং অন্যথায় ভেঙে পড়বে।
এই নির্দেশিকাটিতে, আপনি কেবলমাত্র এমন কাঠামো পাবেন যা লেখার সময় অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

ভক্তপুর দরবার স্কোয়ার 24/7 খোলা থাকে, এবং ভর্তি সাধারণত 9 টা থেকে 6 টা পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয়।

নিম্নলিখিত মানচিত্রটি ভক্তপুর দরবার স্কোয়ারের আগ্রহের পয়েন্টগুলি দেখায়:



A =প্রবেশদ্বার
B =উগ্রচণ্ডী ও ভারিব মূর্তি
C =জগন্নাথ মন্দির ও রামেশ্বর মন্দির
D =বদ্রীনাথ মন্দির
ই =গরুড় মূর্তি সহ গোপীনাথ কৃষ্ণ মন্দির
F =কেদারনাথ মন্দির
G =জাতীয় শিল্প জাদুঘর
H =রাজা ভূপতিন্দ্র মল্লের মূর্তি
আমি =তালেজু বেল
J =গোল্ডেন গেট
K =55 উইন্ডোজের প্রাসাদ
L =যম দ্বার চক
M =দাথু চক
N =লুন হিটি / গোল্ডেন ফাউন্টেন

O =থানথু দরবারে ভৈরব চক
P =চ্যাসালিন মণ্ডপ মণ্ডপ ও লায়কু হিতি
প্রশ্ন =ভাতসালা দুর্গা মন্দির
আর = যক্ষেশ্বর মহাদেব মন্দির এবং ভক্তপুরের গুহ্যেশ্বরী
S =সিদ্ধি লক্ষ্মী মন্দির ও শঙ্খনারায়ণ মন্দির
T =টুইন স্টোন লায়নস
U =যন্ত্র বৎসল মন্দির
V =শিলু মহাদেব মন্দির



5.4.1.2.B উগ্রচণ্ডী ও ভারিব মূর্তি

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গেটের সামনে প্রাসাদ কমপ্লেক্সের প্রধান প্রবেশদ্বারের কাছে অবস্থিত, এই পাথরের ভাস্কর্যগুলি কেবল 17 শতকের শেষের দিকের শিল্পকর্মই নয়, তাদের স্রষ্টা এবং রাজা ভূপতিন্দ্র মল্ল সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয় কিংবদন্তির অংশও।







উগ্রচণ্ডী ও ভারিব মূর্তির নামের উৎপত্তি

উগ্রচণ্ডী নামটি 'উগ্রা' (অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বা ভয়ঙ্কর) এবং 'চণ্ডী' (দেবী দুর্গার একটি রূপ) সমন্বয় করে। দুর্গা শক্তির একটি উগ্র প্রকাশের প্রতিনিধিত্ব করে, ঐশ্বরিক নারী শক্তি, প্রায়ই মন্দকে ধ্বংস করতে এবং বিশ্বস্তদের রক্ষা করার জন্য আহ্বান করা হয়।

ভৈরব, ভৈরব বানানও বলা হয়, ভগবান শিবের একটি ক্রোধময় রূপ, তার জ্বলন্ত মেজাজ এবং রাক্ষসদের ধ্বংসকারী হিসাবে ভূমিকার জন্য পরিচিত। একসাথে, উগ্রচণ্ডী এবং ভৈরব পুংলিঙ্গ এবং মেয়েলি শক্তি, ক্রোধ এবং সুরক্ষার ঐশ্বরিক ভারসাম্যের প্রতীক।

ইতিহাস এবং কারুকাজ

মূর্তিগুলি 1707 সালে রাজা ভূপতিন্দ্র মল্ল দ্বারা চালু করা হয়েছিল, যিনি ভক্তপুরের শিল্প ও স্থাপত্যের প্রখ্যাত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। উভয় পরিসংখ্যান পাথরের একক ব্লক থেকে খোদাই করা হয়েছে এবং তাদের অবিশ্বাস্য বিস্তারিত এবং গতিশীল ভঙ্গির জন্য পালিত হয়।

- **উগ্রচণ্ডীকে (বাম দিকে) আঠারোটি হাত দিয়ে চিত্রিত করা হয়েছে, প্রত্যেকের হাতে আলাদা আলাদা অস্ত্র রয়েছে। তিনি একটি রাক্ষসের উপরে দাঁড়িয়েছেন, মন্দের উপর তার বিজয়ের প্রতীক।**
- **ভৈরবকে (ডানদিকে) একটি ভয়ঙ্কর অভিব্যক্তির সাথে দেখানো হয়েছে, অস্ত্র ধারণ করে এবং একটি দমিত ব্যক্তিত্বের উপর পা রাখা, বিশৃঙ্খলা ধ্বংসকারী হিসাবে তার ভূমিকাকে মূর্ত করে।**

মূর্তিগুলো রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্বারে স্থাপন করা হয়েছিল রাজকীয় এলাকা রক্ষার জন্য, যা ঐশ্বরিক অভিভাবকত্বে প্রাচীন হিন্দু বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে। দুর্ভাগ্যবশত, প্রাসাদের এই অংশটি 1934 সালের ভূমিকম্পের দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং যা অবশিষ্ট ছিল তা পরে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

উগ্রচণ্ডী ও ভারিব মূর্তি তৈরি সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয় কিংবদন্তিও রয়েছে - আমরা এটিকে বলি:

উগ্রচণ্ডী ও ভারিব মূর্তিগুলির কিংবদন্তি, এবং নিখুঁততার সাথে রাজার আবেশ

গল্পটি শুরু হয় 1707 সালে, রাজা ভূপতিন্দ্র মল্লের রাজত্বকালে, ভক্তপুরের অন্যতম দূরদর্শী শাসক এবং শিল্পকলার একজন উত্সাহী পৃষ্ঠপোষক। দেবী দুর্গার ভয়ঙ্কর প্রকাশ উগ্রচণ্ডীর মূর্তি তৈরির জন্য রাজা একজন দক্ষ ভাস্করকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ফলাফলটি এতই শ্বাসরুদ্ধকর ছিল - আঠারোটি বাহু, প্রতিটি অস্ত্রধারী, একটি পরাজিত রাক্ষসের উপরে দাঁড়িয়ে - যে রাজা ভয় করেছিলেন যে অন্য কোনও রাজ্যের কাছে এমন একটি ঐশ্বরিক মাস্টারপিস থাকা উচিত নয়। (প্রেক্ষাপট: সেই সময়ে, কাঠমান্ডু (কান্তিপুর), পাটন (ললিতপুর) এবং ভক্তপুর (ভদগাঁও) তিন রাজ্যের মল্ল রাজাদের মধ্যে তীব্র শৈল্পিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল।

লোককাহিনীর যোগ্য একটি নাটকীয় মোড়কে, রাজা ভাস্করটির ডান হাত কেটে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন, যাতে মূর্তিটি অন্য কোথাও প্রতিলিপি করা না যায় তা নিশ্চিত করে বলা হয়। তবুও শিল্পী, নিরুৎসাহিত এবং ভক্তি বা সম্ভবত অবজ্ঞা দ্বারা চালিত, ভৈরবের সমান ভয়ঙ্কর মূর্তি তৈরি করতে গিয়েছিলেন, শিবের একটি ক্রোধময় রূপ যিনি এখন উগ্রচণ্ডীর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। এই দ্বিতীয় আশ্চর্য কাজটি শেষ করার পরে, কিংবদন্তি দাবি করেন যে রাজা ভাস্করটির অন্য হাতটি সরিয়ে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন, তার ভাগ্য সিল করে দিয়েছিলেন কিন্তু তার সৃষ্টির বিশেষত্ব রক্ষা করেছিলেন।

যদিও গল্পটি নিশ্চিত করার জন্য কোনও লিখিত ঐতিহাসিক রেকর্ড নেই, এই মৌখিক কিংবদন্তিটি ভক্তপুরের সাংস্কৃতিক বুননে গভীরভাবে বোনা। এটি শুধুমাত্র নেওয়ার কারিগরদের অসাধারণ দক্ষতার সাথে কথা বলে না বরং মল্ল রাজাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথাও বলে, যারা তাদের শহরগুলিকে সবচেয়ে মহৎ মন্দির, প্রাসাদ এবং ভাস্কর্য দিয়ে সাজানোর জন্য প্রতিযোগিতা করেছিল।



মন্দিরটি ভগবান জগন্নাথকে উৎসর্গ করা হয়েছে, ভগবান বিষ্ণুর একটি রূপ এবং কৃষ্ণের অবতার, ভারত ও নেপালে ব্যাপকভাবে পূজা করা হয়। 'জগন্নাথ' নামটি 'মহাবিশ্বের প্রভু'-তে অনুবাদ করে, একটি শিরোনাম যা তার সর্বব্যাপী দেবত্ব এবং সর্বজনীন প্রেমকে প্রতিফলিত করে। ভগবান জগন্নাথ বিশেষভাবে ভারতের পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরের সাথে যুক্ত, এবং দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে একই নামের মন্দিরগুলি প্রায়শই এই ভক্তিকে আরও স্থানীয় স্কেলে প্রতিফলিত করে।
ভক্তপুরে, একটি জগন্নাথ মন্দিরের উপস্থিতি বৈষ্ণবধর্মের (বিষ্ণু এবং তার অবতারদের উপাসনা) এর সাথে শহরের দৃঢ় সম্পর্ককে তুলে ধরে, বিশেষ করে মল্ল যুগে যখন মন্দির নির্মাণের উন্নতি হয়েছিল।

রামেশ্বর মন্দির (মানচিত্র)
রামেশ্বর মন্দির দুপাশে দেয়ালবিহীন একটি মন্দির এবং একটি গম্বুজযুক্ত ছাদ।
17 শতকের শেষের দিকে বা 18 শতকের প্রথম দিকে রাজা ভূপতিন্দ্র মল্লের রাজত্বকালে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

রামেশ্বর নামের পেছনের অর্থ
রামেশ্বর নামটি হিন্দু পুরাণ এবং সংস্কৃতে গভীরভাবে প্রোথিত।
এটি একত্রিত করে:
- **রাম: রামায়ণের নায়ক ভগবান রামকে উল্লেখ করে। রামায়ণ প্রাচীন ভারতের দুটি প্রধান সংস্কৃত মহাকাব্যের একটি - অন্যটি হল মহাভারত - এবং এটি ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম এবং সাহিত্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী। সমগ্র মহাকাব্যের আখ্যানটি তার জীবন, তার পরীক্ষা, ধর্মের প্রতি তার আনুগত্য (ধার্মিক কর্তব্য) এবং মন্দের উপর তার চূড়ান্ত বিজয়কে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে।**
- **ঈশ্বর: অর্থ ঈশ্বর বা প্রভু, সাধারণত শিব বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।**

একসাথে, নামের অর্থ হল 'রামের প্রভু', অর্থাৎ, রাম দ্বারা পূজিত ভগবান শিব। কিংবদন্তি অনুসারে, রাম একটি শিব লিঙ্গম তৈরি করেছিলেন (শৈব ধর্মে হিন্দু দেবতা শিবের বিমূর্ত বা অ্যানিকনিক উপস্থাপনা - এটি সাধারণত একটি নলাকার বা উপবৃত্তাকার স্তম্ভের মতো প্রতীক, প্রায়শই একটি বৃত্তাকার ভিত্তির উপর স্থাপন করা হয় যা একটি যোনি নামে পরিচিত, যা দেবী শক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে) এবং তার রাবনে দাশের আগে শিবের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। লঙ্কার রাক্ষস রাজা এবং ভগবান রামের প্রধান প্রতিপক্ষ)। এই ভক্তিমূলক কাজটি রামেশ্বর নামে শিবের শ্রদ্ধার জন্ম দেয়, একটি ঐতিহ্য যা ভক্তপুর সহ দক্ষিণ এশিয়ার মন্দিরগুলিতে অব্যাহত রয়েছে।

রামেশ্বর মন্দিরের স্থাপত্য
মন্দিরের নকশা রূপ ও কাজের প্রতি মল্ল-যুগের প্রেমকে প্রতিফলিত করে। এর পদ্মের মতো ছাদ, সমৃদ্ধভাবে খোদাই করা কাঠের স্ট্রট দ্বারা সমর্থিত, এবং চারটি চমৎকারভাবে খোদাই করা পাথরের স্তম্ভ (শতবর্ষে বেশিরভাগ খোদাই ধুয়ে ফেলা হয়েছে) শিবলিঙ্গকে আবদ্ধ না করেই আশ্রয় দেয়, যা ভক্ত ও দর্শনার্থীদের সমস্ত কোণ থেকে ভিতরে দেখতে দেয়। শিবলিঙ্গ একটি জলহরি (জল নিষ্কাশনের পাদদেশ) উপর অবস্থিত, একটি ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য যা শিব মন্দিরগুলিতে পাওয়া যায়।





সংস্করণ দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে আন্তঃসংযুক্ত ধর্মীয় ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে এবং একটি সাংস্কৃতিক ও ভক্তিমূলক কেন্দ্র হিসেবে ভক্তপুরের ভূমিকাকে তুলে ধরে।

বদ্রীনাথ মন্দিরের স্থাপত্য

ভক্তপুর দরবার স্কোয়ারে আধিপত্য বিস্তারকারী প্যাগোডা-শৈলীর মন্দিরগুলির বিপরীতে, বদ্রীনাথ মন্দির শিখরা শৈলীতে নির্মিত, একটি স্থাপত্যের রূপ যা একটি পর্বতশৃঙ্গের অনুরূপ। এই শৈলী, উত্তর ভারতীয় মন্দির স্থাপত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত, উল্লম্বতা এবং আধ্যাত্মিক আরোহের উপর জোর দেয়। মন্দিরের মার্জিত পাথরের চূড়া, খোদাই করা বিশদ বিবরণ এবং নির্মল পরিবেশ স্কোয়ারের ব্যস্ততম আকর্ষণগুলির বিপরীতে প্রস্তাব করে, এটি প্রতিফলনের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ স্থান করে তোলে।













5.4.1.2.F কেদারনাথ মন্দির

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

কেদারনাথ মন্দিরটি চারটিচারধাম মন্দিরএর সান্নিধ্যে অবস্থিত, কিন্তু সেই গোষ্ঠীর অংশ নয়।



কেদারনাথ মন্দির নামের উৎপত্তি

'নাথ' মানে 'প্রভু' বা 'গুরু', এবং 'কেদারা' হল ভগবান শিবের সাথে যুক্ত একটি নাম। এইভাবে, কেদারনাথ শিবকে কেদারার প্রভু হিসাবে উল্লেখ করেছেন, যা ঐশ্বরিক শক্তি, সুরক্ষা এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির শক্তিশালী প্রতীক উদ্দীপক।

কেদারনাথ নামটি 'কেদারনাথ' থেকেও এসেছে, যা ভগবান শিবের বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গের একটি এবং ভারতের উত্তরাখণ্ডের একটি বিশিষ্ট তীর্থস্থান।

'জ্যোতির্লিঙ্গ' শব্দটি একটি সংস্কৃত যৌগিক শব্দ যার অর্থ 'আলোর লিঙ্গ' বা 'সর্বশক্তিমানের উজ্জ্বল চিহ্ন'। হিন্দুধর্মে, বিশেষ করে শৈব ঐতিহ্যে (ভগবান শিবের প্রতি নিবেদিত), জ্যোতির্লিঙ্গগুলি অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় মন্দির যা ভগবান শিবের বারোটি সবচেয়ে পবিত্র আবাস বলে বিশ্বাস করা হয়।

কেদারনাথ মন্দিরের স্থাপত্য ও ধর্মীয় তাৎপর্য

কাঠমান্ডু উপত্যকা জুড়ে পাওয়া আরও সাধারণ প্যাগোডা-শৈলীর মন্দিরের বিপরীতে, কেদারনাথ মন্দিরটি শিখর শৈলীতে নির্মিত, যা কাছাকাছিবদ্রীনাথ মন্দির-এর মতো। যেখানে বদ্রীনাথ মন্দিরের একটি প্রবেশপথ পূর্ব দিকে মুখ করে আছে, কেদারনাথ মন্দিরের চারটি মূল দিকে মুখ করা আছে। প্রাথমিকভাবে ইট এবং পোড়ামাটির থেকে নির্মিত, মন্দিরটি চারটি ছোট চূড়া দ্বারা বেষ্টিত একটি কেন্দ্রীয় চূড়া সহ একটি আকর্ষণীয় উল্লম্ব নকশা বৈশিষ্ট্যযুক্ত, প্রতিটি একটি মূল দিক নির্দেশিত।

মন্দিরটি তার পাথরের স্তম্ভ এবং সুন্দরভাবে খোদাই করা বিবরণের জন্যও পরিচিত, যেখানে ভগবান শিবের শৈল্পিক চিত্র এবং পৌরাণিক মোটিফ রয়েছে। ভক্তপুরের স্থাপত্য ল্যান্ডস্কেপে এর অনন্য রূপ দাঁড়িয়েছে।










ন্যাশনাল আর্ট মিউজিয়ামটি ঐতিহাসিক সিংহধওয়াকা দরবারের ভিতরে অবস্থিত, যার অর্থ 'সিংহ গেট প্রাসাদ' এবং এটির প্রবেশদ্বার রক্ষাকারী পাথরের সিংহের আইকনিক জোড়া থেকে এটির নাম এসেছে।
ভবনটি মূলত 1698 সালে রাজা ভূপতিন্দ্র মল্ল দ্বারা নির্মিত হয়েছিল, যিনি ভক্তপুরের অন্যতম দূরদর্শী মল্ল শাসক ছিলেন। তখন একে বলা হতো মালাতিচোক।
স্থানীয়রা প্রায়শই প্রাসাদটিকে সিংহধওয়াকা লায়কু বলে উল্লেখ করে, 'লায়কু' একটি নেওয়ারি শব্দ যা 'প্রাসাদ প্রাঙ্গণ' বা 'প্রাসাদ কমপ্লেক্স'-এ অনুবাদ করে।

ন্যাশনাল আর্ট মিউজিয়ামের ভিতরে আপনি যা পাবেন

যাদুঘরে প্রবেশের আগে আপনি দেখতে পাবেন:

- আইকনিক পাথর সিংহ জোড়া। নেপালে রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্বারের সামনে পাথরের সিংহগুলি রাজকীয় শক্তি, ঐশ্বরিক সুরক্ষা এবং প্রাচীন স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার শক্তিশালী প্রতীক। এগুলি কেবল আলংকারিক নয় তবে নেপালের সামাজিক-ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে গভীর তাৎপর্য রাখে।
- প্রবেশদ্বারের বাম দিকে, আপনি হনুমান ভৈরবের একটি মূর্তি দেখতে পান। হনুমান হলেন বানরের দেবতা যা তার শক্তি, ভক্তি এবং ভগবান রামের সেবার জন্য পরিচিত। ভৈরব হল ভগবান শিবের একটি উগ্র এবং শক্তিশালী প্রকাশ, ধ্বংস, সময় এবং সুরক্ষার সাথে যুক্ত। হনুমান ভৈরব হল একটি স্বতন্ত্র নেওয়ারি দেবতা যিনি একজন শক্তিশালী অভিভাবকের প্রতিনিধিত্ব করেন যা হনুমানের শক্তি এবং ভৈরবের উগ্র প্রকৃতির সমন্বয় করে, যা ভক্তপুরের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ল্যান্ডস্কেপে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান ধারণ করে।
- প্রবেশদ্বারের ডানদিকে আপনি নরসিংহের মূর্তি দেখতে পান। নরসিংহ হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার (অবতার)। নামটি আক্ষরিক অর্থে সংস্কৃত থেকে 'মানুষ-সিংহ'-এ অনুবাদ করা হয়েছে, কারণ এই অবতারটি একটি আংশিক-মানব এবং আংশিক-সিংহ রূপকে মূর্ত করে। রাক্ষস রাজা হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করার জন্য বিষ্ণু নরসিংহ রূপে অবতারণা করেছিলেন, যিনি একটি বর পেয়েছিলেন যা তাকে আপাতদৃষ্টিতে অজেয় করে তুলেছিল। এই আইনটি পৃথিবীতে ধর্ম (ধার্মিকতা) পুনরুদ্ধার করে এবং ধর্মীয়











তালেজু বেলের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য
ভক্তপুর দরবার স্কোয়ারের তালেজু বেল বেশ কয়েকটি আন্তঃবোনা ব্যবহারিক এবং আচার অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছে:

1. **পূজার ডাক**
   - **সকাল এবং সন্ধ্যা পূজা: তালেজু মন্দিরে পুরোহিত এবং ভক্তদের ডেকে দেওয়ার জন্য ভোর ও সন্ধ্যায় ঘণ্টা বাজানো হয়েছিল।**
   - **উত্সব ঘোষণা: প্রধান রাজকীয় উত্সবগুলির সময়, দেবী তালেজু ভবানীর বিশেষ পূজার সূচনা (এবং কখনও কখনও বন্ধ) চিহ্নিত করার জন্য ঘণ্টাটি টোল করা হয়েছিল।**
2. **সিভিক অ্যালার্ম এবং যোগাযোগ**
   - **জরুরী সংকেত: শহরবাসীকে সতর্ক করার জন্য আগুন, বন্যা বা আসন্ন আক্রমণের সময় ঘণ্টাটি টোল করা হয়েছিল।**
   - **জনসাধারণের ঘোষণা: গুরুত্বপূর্ণ রাজকীয় ঘোষণা বা সমাবেশগুলির জন্য ঘণ্টাটিকে একটি স্বতন্ত্র প্যাটার্ন হিসাবে টোল করা হয়েছিল।**
3. **প্রতীকী অফার**
   - তালেজুকে উপহার হিসাবে, ঘণ্টা বাজানো নিজেই ভক্তিমূলক শ্রদ্ধার একটি কাজ হয়ে ওঠে, মল্ল রাজতন্ত্র এবং তাদের প্রতিরক্ষামূলক দেবীর মধ্যে বন্ধনকে শক্তিশালী করে।

যে প্ল্যাটফর্মে তালেজু বেল রয়েছে সেটি সরাসরি সেই প্ল্যাটফর্মের সাথে সংযুক্ত রয়েছে যেখানেভাতসালা দুর্গা মন্দিরদাঁড়িয়ে আছে।

5.4.1.2.J গোল্ডেন গেট

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

গোল্ডেন গেট নেপালের সবচেয়ে অত্যাশ্চর্য স্থাপত্যের বিস্ময়গুলির মধ্যে একটি। এর জটিল কারুকাজ এবং ঐতিহাসিক তাত্পর্যের জন্য সম্মানিত, এই সোনালী গেটওয়েটি নেপালের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অন্বেষণ করার জন্য বিশ্বজুড়ে ভ্রমণকারীদের আকর্ষণ করে।









গোল্ডেন গেট কি?

গোল্ডেন গেট হল অভ্যন্তরীণ প্রাসাদ প্রাঙ্গণের প্রধান আনুষ্ঠানিক প্রবেশদ্বার, যেখানে তালেজু মন্দির রয়েছে, এটি একটি অত্যন্ত পবিত্র স্থান যা মল্ল আমলে রাজপরিবার এবং পুরোহিতদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। 1753 সালের দিকে রাজা রঞ্জিত মল্ল (1729 থেকে 1769 সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন) দ্বারা 1769 সালে পৃথ্বী নারায়ণ শাহের নেতৃত্বে গোর্খা বিজয়ের সময় ভক্তপুরের পতনের আগে তার একটি চূড়ান্ত স্থাপত্য অবদান হিসাবে গেটটি নির্মাণ করা হয়েছিল।

5.4.1.2.K 55 উইন্ডোজের প্রাসাদ

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

55 উইন্ডোজের প্রাসাদটি ভক্তপুর দরবার স্কোয়ারের অন্যতম আইকনিক ল্যান্ডমার্ক। এর জটিল কাঠ খোদাই এবং দুর্দান্ত নকশার জন্য পালিত এই প্রাসাদটি মল্ল রাজবংশের সময় নেওয়ার শিল্পকলার উচ্চতাকে প্রতিফলিত করে।





55 উইন্ডোজের নেম প্যালেসের উৎপত্তি

প্যালেস অফ 55 উইন্ডোজ এর নামটি তার 55টি চমৎকারভাবে খোদাই করা কাঠের জানালা থেকে পেয়েছে যা বিল্ডিংয়ের উপরের তলায় রয়েছে। প্রতিটি জানালা অনন্য, ঐতিহ্যবাহী নেওয়ার কাঠের কর্মীদের দক্ষতা প্রদর্শন করে যারা ধর্মীয় মোটিফ, পৌরাণিক চিত্র এবং ফুলের নিদর্শন সমন্বিত বিশদ নকশা তৈরি করেছেন।

55 উইন্ডোজের প্রাসাদের ইতিহাস

55 উইন্ডোজের প্রাসাদটি মূলত 15 শতকে রাজা যক্ষ মল্লের রাজত্বকালে একটি নিয়মিত প্রাসাদ ভবন হিসাবে নির্মিত হয়েছিল।

প্রধান পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ শুরু হয় 1696 সালে, যখন রাজা ভূপতিন্দ্র মল্ল ভক্তপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। শিল্পকলা ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য পরিচিত, তিনি প্রাসাদটিকে মল্ল-যুগের নকশার একটি মাস্টারপিসে রূপান্তরিত করেছিলেন, যা 1769 সাল পর্যন্ত ভক্তপুর মল্ল রাজবংশের আনুষ্ঠানিক রাজকীয় বাসভবন হিসাবে কাজ করেছিল, যখন গোর্খার পৃথ্বী নারায়ণ শাহ ভক্তপুর জয় করেছিলেন এবং মাল্লা শাসনের অবসান করেছিলেন। বিস্তৃত 55টি জটিলভাবে খোদাই করা জানালা যা এখন প্রাসাদটিকে সংজ্ঞায়িত করে এই উচ্চাভিলাষী প্রকল্পের অংশ।

ঐতিহাসিক বিবরণ অনুসারে, প্রাসাদটির নির্মাণ ও অলঙ্করণ সম্পন্ন হতে প্রায় 58 বছর সময় লেগেছিল। এটি শেষ পর্যন্ত 1754 সালে রাজা রঞ্জিত মল্লের রাজত্বকালে সম্পন্ন হয়, যিনি ছিলেন ভূপতিন্দ্র মল্লের পুত্র। রঞ্জিত মল্লও প্রাসাদে ধর্মীয় সংযোজন এবং নান্দনিক পরিমার্জন সহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

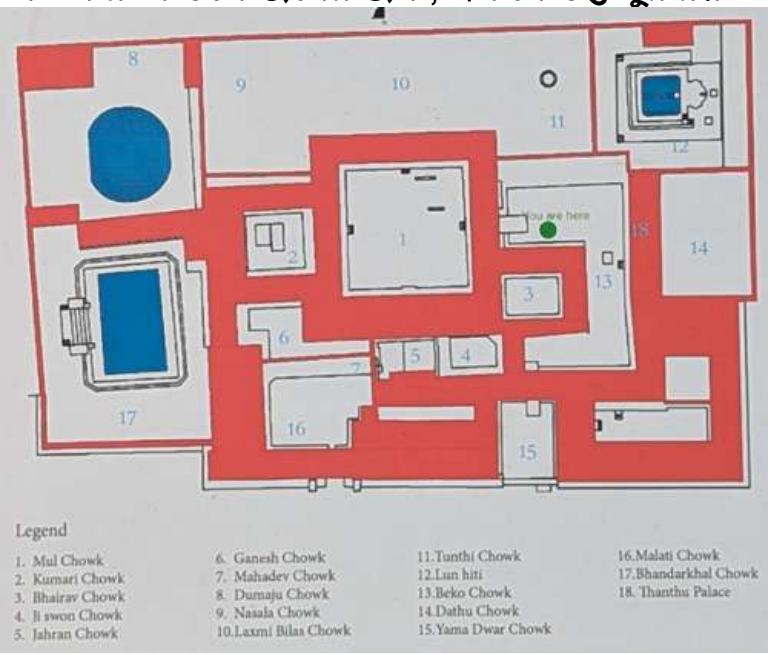
দুঃখজনকভাবে, 1934 সালের ভূমিকম্পে প্রাসাদটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যাইহোক, পরে এটির শৈল্পিক এবং সাংস্কৃতিক সারাংশ সংরক্ষণ করে মূল কাঠের জানালা এবং সমর্থন স্ট্রট ব্যবহার করে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। যদিও পুনর্নির্মাণ প্রাসাদটিকে তার আসল

5.4.1.2.L যম দ্বার চক

(মানচিত্র)

ভক্তপুর রয়্যাল প্যালেসেরগোল্ডেন গেটপেরিয়ে আপনি প্রথম উঠানে আসবেন: যম দ্বার চক। চিহ্নগুলি আপনাকে প্রাসাদের অন্যান্য অংশে নির্দেশ করে যা বর্তমানে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। অনুগ্রহ করে উপদেশ দিন যে 2015 সালের ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি মেরামতের জন্য প্রচুর পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে।

আপনার অভিযোজনের জন্য, এখানে ভক্তপুর রয়্যাল প্যালেসের বিন্যাস রয়েছে:



#3থানথু দরবারে ভৈরব চক

#12লুন হিটি / গোল্ডেন ফাউন্টেন

#14দাথু চক

#15যম দ্বার চক

যমদ্বার চক নামের উৎপত্তি

যম দ্বার নামটি দুটি সংস্কৃত শব্দ থেকে এসেছে:

- **যম, মৃত্যু এবং ন্যায়বিচারের হিন্দু দেবতা, প্রয়াতদের অভিভাবক এবং পরকালের শাসক।**
- **দ্বার, যার অর্থ 'দ্বার' বা 'প্রবেশদ্বার'।**

একত্রে, যম দ্বারের আক্ষরিক অর্থ হল 'যমের দ্বার', যা জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী মহাজাগতিক উত্তরণকে উদ্ভাসিত করে।



5.4.1.2.M দাথু চক

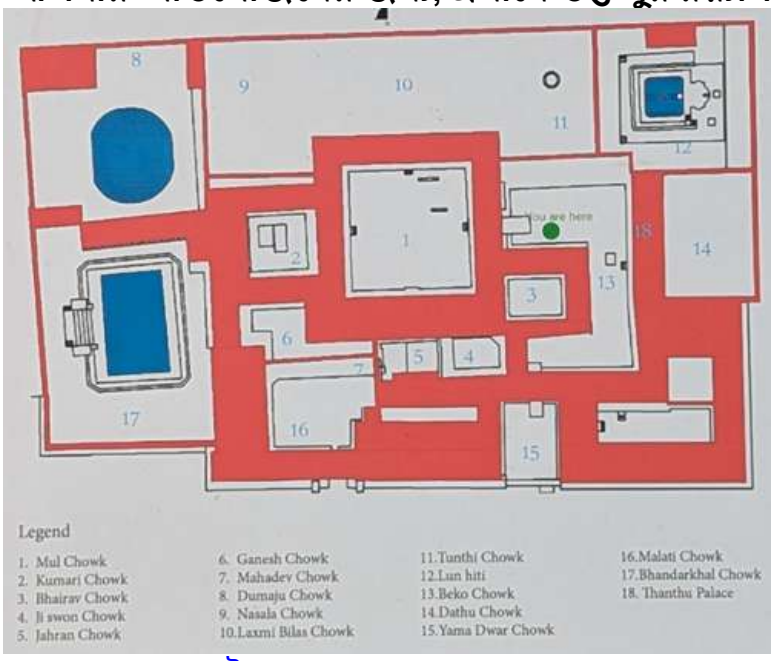
(মানচিত্র)

দাথু চক একটি খালি উঠান যা সুন্দর নেওয়ার স্থাপত্য দ্বারা বেষ্টিত।

দাথু চক নামের উৎপত্তি

নেপালি শব্দ 'দাথু'-এর একটি নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে যা ঐতিহ্যবাহী জমায়েতের স্থান বা প্ল্যাটফর্মের সাথে সম্পর্কিত। অতএব, 'দাথু চক' এর আক্ষরিক অর্থ হল: 'বর্গক্ষেত্র' বা 'দাথু (উত্থিত প্ল্যাটফর্ম) সহ একত্রিত হওয়ার স্থান'। এটি এই বৈশিষ্ট্যযুক্ত উত্থাপিত প্ল্যাটফর্ম দ্বারা চিহ্নিত একটি কেন্দ্রীয় পাবলিক স্পেসকে নির্দেশ করে।

আপনার অভিযোজনের জন্য, এখানে ভক্তপুর রয়্যাল প্যালেসের বিন্যাস রয়েছে:



#3থানথু দরবারে ভৈরব চক

#12লুন হিটি / গোল্ডেন ফাউন্টেন

#14দাথু চক

#15যম দ্বার চক







5.4.1.2.N লুন হিতি / গোল্ডেন ফাউন্টেন

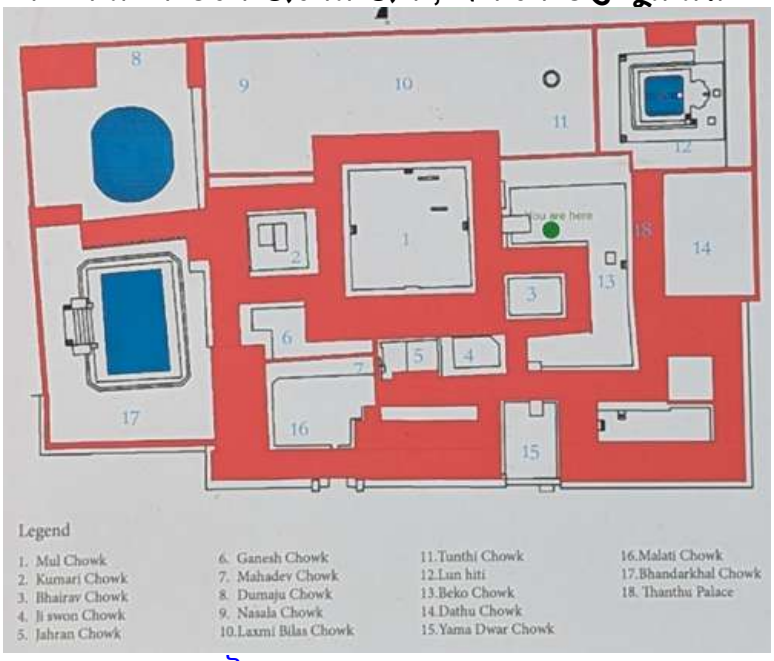
(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

লুন হিটি, আক্ষরিক অর্থে নেওয়ার 'গোল্ডেন ফাউন্টেন' হল ভক্তপুরের সবচেয়ে মোহনীয় জলের স্পটগুলির মধ্যে একটি। রাজা জিতামিত্র মল্লের অধীনে 17 শতকে খোদাই করা, এই ডুবে যাওয়া হিটি ব্যবহারিক প্রকৌশল, পবিত্র আচার এবং শ্বাসরুদ্ধকর নেওয়ারি শৈল্পিকতাকে মিশ্রিত করে।

নামের উৎপত্তি

- **লুন হিটি এসেছে 'লু' (সোনা) এবং 'হিটি' (জলের স্পাউট) থেকে, যার খোদাই করা মুখের গিল্ট-ব্রোঞ্জের বিবরণ উল্লেখ করে।**
- নেপালি ভাষায় এটি সুন্ধরা নামে পরিচিত - 'সোনার জলাশয়' - যদিও কিছু স্থানীয়রা এখনও এটিকে নাগ পোখারি (সাপের পুকুর) নামে ডাকে, তার ছোট পুকুরের চারপাশে কুণ্ডলী করা আজীবন সর্পের ভাস্কর্যের জন্য ধন্যবাদ।-

আপনার অভিযোজনের জন্য, এখানে ভক্তপুর রয়্যাল প্যালেসের বিন্যাস রয়েছে:



#3থানথু দরবারে ভৈরব চক

#12লুন হিটি / গোল্ডেন ফাউন্টেন

#14দাথু চক

#15যম দ্বার চক

লুন হিটি/গোল্ডেন ফাউন্টেনের স্থাপত্য ও কারুকাজ

উঠানে নামুন এবং আপনি স্পাউটের নাটকীয় উপশম দেখতে পাবেন:

গিল্ট স্পাউট একটি মাকারা (কুমির হাতির সংমিশ্রণ) দেখায়, যার মুখ থেকে ছাগলের মাথা এবং সামনের পা বেরিয়ে আছে। মাকারার পিঠে একটা কুমির দাঁড়িয়ে আছে। সাপ, কচ্ছপ, ব্যাঙ,











ঝর্ণার উদ্বোধনের দিনে, দুটি সাদা হাঁস কথিতভাবে থুতু দিয়ে পিছলে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সঙ্কুচিত হয়েছিল, শুধুমাত্র নীচের পুকুরে পূর্ণ আকারে ফিরে আসার জন্য - ভক্তপুরের গল্পকারদের প্রজন্মের মধ্যে একটি বিস্ময় বর্ণনা করা হয়েছে।--





থানথু দরবার কি

ভক্তপুর রাজপ্রাসাদের পূর্ব অংশটি 'থানথু লায়াকু' নামে সুপরিচিত। রাজা জিতামিত্র মল্ল 1678 সালে এই প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন কিন্তু ইতিহাসের ধারায় এটি অদৃশ্য হয়ে যায়। তিনি উত্তরে সিদ্ধি চক ও সুন্ধরা চকের সাথে একটি বাগানও তৈরি করেন। কিন্তু নির্মাণের তিন বছরের মধ্যে ১৬৮১ সালের মহা ভূমিকম্প এটিকে ধ্বংস করে দেয়। পরে, রাজা জিতামিত্র মল্ল এবং তার পুত্র ভূপতিন্দ্র মল্ল সম্মিলিতভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠন করেন। একই সময়ে, থানথু রাজপ্রাসাদের দক্ষিণ দিকে ভূপতিন্দ্র মল্ল55 উইন্ডো প্রাসাদনির্মাণ করেন। মল্ল রাজ্যের পতনের পর, থানথু প্রাসাদ তার আগের গৌরব ফিরে পেতে পারেনি এবং এর বেশিরভাগই হারিয়ে গিয়েছিল। কোনো এক সময়ে, প্রাসাদের টিকে থাকা শাখাটি ভক্তপুর পৌরসভা অফিসে অবস্থান করত। 2015 সালে প্রবল ভূমিকম্প প্রাসাদের সেই অংশটিকেও সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।





















5.4.1.2.আর যক্ষেশ্বর মহাদেব মন্দির এবং ভক্তপুরের গুহ্যেশ্বরী

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

যক্ষেশ্বর মহাদেব মন্দিরকে প্রায়ই ভক্তপুরের পশুপতিনাথ মন্দির বলা হয়। এটি ভক্তপুরের প্রাচীনতম মন্দিরগুলির মধ্যে একটি। দুর্ভাগ্যবশত, 2015 সালের ভূমিকম্পে এর প্যাগোডা-স্টাইলের ছাদের নীচের অংশটি ভেঙে পড়ে। লেখার সময়, নীচের ছাদ এখনও অনুপস্থিত.



যক্ষেশ্বর মহাদেব মন্দির নামের উৎপত্তি

‘যক্ষেশ্বর’ নামটি এসেছে ‘যক্ষ’, হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর একটি প্রকৃতির আত্মা এবং ‘ঈশ্বর’ অর্থাৎ ঈশ্বরের সংমিশ্রণ থেকে। স্থানীয় কাহিনী অনুসারে, মন্দিরটি ভগবান শিবকে যক্ষেশ্বর, প্রকৃতির রক্ষক এবং পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই রক্ষাকারী দেবতা হিসাবে সম্মান করার জন্য নির্মিত হয়েছিল।

ভক্তপুরের পশুপতিনাথ মন্দির নামের উৎপত্তি

'পশুপতিনাথ' একটি সংস্কৃত শব্দ যা তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত:

- **'পশু' - মানে 'জীব প্রাণী' বা 'প্রাণী'।**
- **'পতি' - মানে 'প্রভু' বা 'রক্ষক'।**
- **'নাথ' - মানে 'দেবতা' বা 'গুরু'।**

তাই, পশুপতিনাথ অনুবাদ করেছেন 'সকল জীবের প্রভু', যা ভগবান শিবের অন্যতম শ্রদ্ধেয় রূপ।

‘ভক্তপুরের পশুপতিনাথ মন্দির’ নামের অর্থ হল এই মন্দিরটি কাঠমান্ডুর প্রধান পশুপতিনাথ মন্দিরের একটি স্থানীয় বা প্রতিরূপ সংস্করণ, যা বিশ্বের অন্যতম পবিত্র হিন্দু মন্দির।

যক্ষেশ্বর মহাদেব মন্দিরের ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য

যক্ষেশ্বর মহাদেব মন্দিরটি 1484 সালে করপুরা দেবী দ্বারা পবিত্র করা হয়েছিল এবং তার মৃত স্বামী রাজা যক্ষ মল্লকে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে একটি শিব লিঙ্গম রয়েছে, যা শিবের ঐশ্বরিক শক্তি এবং সৃষ্টির প্রতীক। ভগবান শিবের মন্দিরগুলি, বিশেষ করে যেগুলি শিব লিঙ্গম ধারণ করে, তারা তীব্র আধ্যাত্মিক শক্তি বিকিরণ করে বলে বিশ্বাস করা হয়, কেউ কেউ এমনকি বলে যে এটি ভয়ানক বা

একই এলাকার মধ্যে শিব (পশুপতি/যক্ষেশ্বর হিসাবে) এবং পার্বতী (অন্নপূর্ণা/গুহ্যেশ্বরী হিসাবে) উভয়ের উপস্থিতি ঐশ্বরিক পুরুষ এবং স্ত্রীলিঙ্গ, ধ্বংস এবং পুষ্টি, তপস্যা এবং প্রাচুর্যের মধ্যে একটি মহাজাগতিক ভারসাম্য প্রতিফলিত করে — হিন্দু বিশ্ববিদ্যার একটি মূল ধারণা।

5.4.1.2.S সিদ্ধি লক্ষ্মী মন্দির এবং শঙ্খনারায়ণ মন্দির

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

55 উইন্ডোজের প্রাসাদের সরাসরি পূর্বে অবস্থিত সিদ্ধি লক্ষ্মী মন্দির, যাকে সিদ্ধি লক্ষ্মী মন্দিরও বলা হয়।

এই মন্দিরে সিঁড়ি অভিভাবক ব্যক্তিত্বের একটি অনন্য ব্যবস্থা সহ একটি সিঁড়ি রয়েছে যা কাঠমান্ডু উপত্যকার প্রায় প্রতিটি মন্দির থেকে সিদ্ধি লক্ষ্মী মন্দিরকে আলাদা করে। নেপালে এই ধরনের সিঁড়ি অভিভাবক ব্যক্তিত্বগুলি সাধারণত আরও আদর্শ প্যাটার্ন অনুসরণ করে (যেমন সিংহ, হাতি বা পৌরাণিক জন্তু), কিন্তু এই মন্দিরটি প্রত্যাশাকে অস্বীকার করে - এটি পাথরে প্রতীকী গল্প বলার একটি বিরল এবং গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ করে তোলে।





সিদ্ধি লক্ষ্মী মন্দির নামের উৎপত্তি

'সিদ্ধি লক্ষ্মী' নামটি একত্রিত করে:

- **'সিদ্ধি', যার অর্থ আধ্যাত্মিক পূর্ণতা বা প্রাপ্তি**
- **'লক্ষ্মী', প্রাচুর্যের দেবী।**

একসাথে, এটি দেবীর একটি রূপ প্রতিফলিত করে যা বস্তুগত সমৃদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক শক্তি উভয়ই দেয়।

সিদ্ধি লক্ষ্মী মন্দিরের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য

মন্দিরটি দেবী সিদ্ধি লক্ষ্মীকে উৎসর্গ করা হয়েছে, লক্ষ্মীর একটি উগ্র তান্ত্রিক রূপ, সম্পদ, সমৃদ্ধি এবং শক্তির হিন্দু দেবী। অন্যান্য মন্দিরে লক্ষ্মীর আরও নির্মল চিত্রের বিপরীতে, সিদ্ধি লক্ষ্মীকে এখানে একটি প্রতিরক্ষামূলক এবং শক্তিশালী দিক দিয়ে পূজা করা হয়, বিশ্বাস করা হয় যে শহর এবং রাজকীয় বংশ রক্ষা করে।

55-উইন্ডো প্রাসাদের কাছে এটির স্থাপন থেকে বোঝা যায় যে এটি একটি রাজপরিবারের প্রতিরক্ষামূলক মন্দির হতে পারে, যা রাজকীয় ক্ষমতার সাথে ঐশ্বরিক অভিভাবকত্বকে সংযুক্ত করে।

সিদ্ধি লক্ষ্মী মন্দিরের ঐতিহাসিক ও স্থাপত্য তাৎপর্য

17 শতকে নির্মিত, সিদ্ধি লক্ষ্মী মন্দিরটি নেওয়ার শৈলীতে পাথরের স্থাপত্যের একটি অত্যাশ্চর্য উদাহরণ। এর বহু-স্তরযুক্ত নকশা নেপালের সবচেয়ে অস্বাভাবিক সিঁড়ি শোভাযাত্রার দ্বারা সুরক্ষিত:

- **গোড়ায়: একটি শিশুকে ধরে রাখা একটি মানব চিত্র, তাদের পাশে একটি কুকুর রয়েছে - প্রায়শই গার্হস্থ্য জীবন, উর্বরতা এবং আনুগত্যের প্রতীক হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়।**
- **তাদের উপরে: ঘোড়ার একটি জোড়া - গতি, শক্তি এবং আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করে।**
- **তারপর: গণ্ডার - শক্তি এবং সহনশীলতার প্রতীক, এবং মন্দির স্থাপত্যে বিরল।**
- **অনুসরণ করে: মানবমুখী প্রাণী - কখনও কখনও পৌরাণিক অভিভাবক বা তান্ত্রিক প্রাণী হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়।**
- **এবং অবশেষে শীর্ষে: একজোড়া উট - দলের সবচেয়ে অস্বাভাবিক, সম্ভবত বহিরাগত শক্তি, বিদেশী প্রভাব, বা তান্ত্রিক প্রতীক নির্দেশ করে। উট নেপালের স্থানীয় নয়, যা তাদের উপস্থিতিতে রহস্য যোগ করে।**

এই অভিভাবকরা শক্তি, সুরক্ষা এবং মহাজাগতিক ভারসাম্যের প্রতীক। নেপালি শিল্পে উটের উপস্থিতি বিরল, এবং রহস্যের একটি স্তর যোগ করে, সম্ভবত দূরবর্তী সাংস্কৃতিক প্রভাবকে উল্লেখ করে।

সিদ্ধি লক্ষ্মী মন্দিরের সরাসরি পশ্চিমে এবং সরাসরি55 উইন্ডোজের প্রাসাদএর সামনে দাঁড়িয়ে আছে শঙ্খনারায়ণ মন্দির।



শঙ্খনারায়ণ মন্দির নামের উৎপত্তি

শঙ্খনারায়ণ নামটি একটি সংমিশ্রণ:

- **'শঙ্খ' - শঙ্খ খোল, ভগবান বিষ্ণুর সাথে যুক্ত একটি পবিত্র প্রতীক**
- **'নারায়ণ' - হিন্দু রক্ষক দেবতা বিষ্ণুর আরেকটি নাম**

তাই, শঙ্খনারায়ণ বিষ্ণুকে তার শঙ্খবাহী রূপে উল্লেখ করেছেন, প্রায়শই শঙ্খ (শঙ্খ), চক্র (ডিস্কাস), গদা (গদা) এবং পদ্ম (পদ্ম) ধারণ করে চিত্রিত করা হয়েছে। এই বিশেষ রূপটি তার

5.4.1.2.T টুইন স্টোন লায়নস

(মানচিত্র)

সিদ্ধি লক্ষ্মী মন্দির-এর পূর্বে বৃহৎ প্লাজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা টুইন স্টোন লায়নগুলিকে নিমহা সিংহ এবং ল্যানপাদেগালও বলা হয়। সবসময় মনে হয় কিছু লোক সেই মূর্তির সাথে ফটো তোলার জন্য পোজ দিচ্ছে।





নিমহা সিংহ নামের উৎপত্তি

- **'নিমহা সিংহ' (নিমহা সিংহ বানানও) বিশেষভাবে পাথরের সিংহ মূর্তিগুলিকে বোঝায়।**
- 'সিংহ' বা 'সিংহ' মানে সংস্কৃতে সিংহ।
- স্থানীয় প্রেক্ষাপট এবং উপভাষার উপর নির্ভর করে 'নিমহা'কে নিম্ন বা নতুন হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যদিও প্রায়শই এটি ভক্তপুরে একটি নির্দিষ্ট জোড়া সিংহকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।
- এগুলি হল ভৌত সিংহের ভাস্কর্য যা আপনি মন্দির বা ঐতিহাসিক কাঠামোর সামনে দেখতে পান, বিশেষ করে ভক্তপুর দরবার স্কোয়ারের মতো জায়গায়।

ল্যানপাদেগাল নামের উৎপত্তি

- 'লানপাদেগাল' হল স্থানীয় ডাকনাম বা স্থানের নাম, নেওয়ার ভাষা থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'রাস্তায় বাধা মন্দির'।
- ল্যানপাদেগাল মূলত হরিহর মন্দিরকে উল্লেখ করেছিল যেটি একবার সরাসরি পাথরের সিংহের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। স্পটটিকে এখনও ল্যানপাডেগাল বলা হয় এবং অবশিষ্ট পাথরের সিংহগুলি প্রায়শই সেই নামের সাথে যুক্ত থাকে।

হরিহর মন্দির কি ছিল?

হরিহর মন্দিরটি ছিল একটি তিনতলা বিশিষ্ট প্যাগোডা-শৈলীর কাঠামো যা ভক্তপুর দরবার স্কোয়ারের পূর্ব প্রবেশদ্বারে বিশিষ্টভাবে অবস্থিত ছিল, যা এটিকে উচ্চ দৃশ্যমানতা দিয়েছে। এটি কাঠের খোদাই এবং অলঙ্কৃত জানালা দিয়ে সজ্জিত ছিল।

দুর্ভাগ্যবশত, হরিহর মন্দির 1934 সালের ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং কখনও পুনর্নির্মিত হয়নি।

হরিহর মন্দির নামের উৎপত্তি

হরিহর হল একটি যৌগিক দেবতা যা হিন্দু দেবতাদের দুটি প্রধান দেবতাকে একত্রিত করেছে:

- **হরি = বিষ্ণু, রক্ষাকারী**
- **হর (বা হর) = শিব, ধ্বংসকারী**

এক দেবতার মধ্যে বিষ্ণু এবং শিবের সংমিশ্রণ সৃষ্টি এবং ধ্বংস, সংরক্ষণ এবং রূপান্তরের ঐক্যের প্রতীক - একটি গভীর আধ্যাত্মিক ধারণা যা দেখায় যে ঐশ্বরিক শক্তিগুলি দ্বন্দ্বে নয়, কিন্তু পরিপূরক।

5.4.1.2.ইউ যন্ত্র বৎসল মন্দির

(মানচিত্র)

সিদ্ধি লক্ষ্মী মন্দিরের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি আয়তাকার লাল ইটের ভবন যা ভক্তপুর দরবার স্কোয়ারের অন্যান্য সমস্ত ভবন থেকে আলাদা।



যন্ত্র বৎসল মন্দির নামের উৎপত্তি

দুটি সংস্কৃত শব্দ থেকে এসেছে 'যন্ত্র বৎসল' নামটি:

- **যন্ত্র, যার অর্থ রহস্যময় চিত্র বা প্রক্রিয়া, প্রায়শই তান্ত্রিক আচারে ব্যবহৃত হয়।**
- **ভাতসালা, হিন্দু দেবী দুর্গার সাথে যুক্ত একটি নাম, মাতৃ প্রেম এবং শক্তির প্রতীক।**

মন্দিরটি ঐতিহাসিকভাবে যন্ত্রের সাথে জড়িত আচার-অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে, সম্ভবত নেওয়ার তান্ত্রিক অনুশীলনের সাথে যুক্ত। এটি এটিকে কেবল জনসাধারণের উপাসনার স্থান নয় বরং একটি রহস্যময় আধ্যাত্মিক কাজ করে তোলে, যা সরল দৃষ্টিতে লুকিয়ে থাকে।

যন্ত্র ভাৎসালা মন্দিরের স্থাপত্যের তাৎপর্য

- মন্দিরটি একটি সরল, কম্প্যাক্ট কাঠামো সহ একটি সামান্য উঁচু প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে আছে।
- এটি কাঠের স্ট্রট এবং ন্যূনতম কিন্তু বিশদ খোদাই সহ পাথর এবং ইটের নির্মাণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
- একটি প্রধান মন্দিরের পিছনে নিঃশব্দে স্থাপিত এটির অভিমুখীতা এবং অবস্থান, সম্ভবত অভ্যন্তরীণ আচার-অনুষ্ঠান বা ব্যক্তিগত ভক্তির জন্য সহায়ক মন্দির হিসাবে এর ভূমিকার পরামর্শ দেয়।

5.4.1.2.V শীলু মহাদেব মন্দির

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

শিলু মহাদেব মন্দির ফাসি দেগা নামেও পরিচিত। এটি ভক্তপুর দরবার স্কোয়ারের সবচেয়ে উঁচু মন্দিরগুলির মধ্যে একটি, এবং আপনি যদি মন্দিরের গোড়ায় উঠে যান তবে আপনি একটি সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাবেন।














শিলু মহাদেব মন্দির নামের উৎপত্তি

শিলু মহাদেব নামটি ভগবান শিবকে বোঝায়, যা হিন্দু ঐতিহ্যে মহাদেব নামে পরিচিত, পবিত্র ত্রিত্বের মধ্যে ধ্বংসকারী এবং রূপান্তরকারী। 'শীলু' শব্দটি উৎপত্তিগত দিক থেকে কম স্পষ্ট, এটি মন্দিরের পাথর (শিলা) দিকটির সাথে সম্পর্কিত হতে পারে বা সম্ভবত স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকের নাম বা ঐতিহাসিক শিরোনাম থেকে উদ্ভূত হতে পারে। একত্রে, নামটি একটি উত্সর্গীকৃত শিব মন্দিরের দিকে নির্দেশ করে, সম্ভবত একবার শিব লিঙ্গ বা দেবতার পাথরের প্রতীক ছিল।

ফাসি দেগা নামের উৎপত্তি

স্থানীয়রা প্রায়শই এই মন্দিরটিকে ফাসি দেগা বা ফাসিদেগাল হিসাবে উল্লেখ করে, যা 'ফাঁসির মন্দির' হিসাবে অনুবাদ করে। নামটি একটি স্থায়ী শহুরে কিংবদন্তি থেকে এসেছে যে এই সাইটটি একবার জনসাধারণের মৃত্যুদণ্ড বা রাজকীয় শাস্তির জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। যদিও এই গল্পটিকে সমর্থন করার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই, তবুও নামটি টিকে আছে, মন্দিরটিকে রহস্যের একটি বায়ু এবং ভক্তপুরের সম্মিলিত স্মৃতিতে একটি প্রাণবন্ত স্থান দিয়েছে।



5.4.1.3 তৌমাধি স্কোয়ার

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

তৌমাধি স্কোয়ার হল একটি জমজমাট খোলা জায়গা যা তার অত্যাশ্চর্য মন্দির, প্রাণবন্ত উৎসব এবং নিরবধি নেওয়ার স্থাপত্যের জন্য পরিচিত। এটি ভক্তপুরের সবচেয়ে ফটোজেনিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে জীবন্ত স্পটগুলির মধ্যে একটি, যা দৈনন্দিন স্থানীয় জীবনের সাথে আধ্যাত্মিক শক্তিকে মিশ্রিত করে।







তৌমাধি স্কয়ার নামের উৎপত্তি

তৌমাধি নামটি নেওয়ার ভাষা থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়, সম্ভবত এটি একটি উত্থিত বা কেন্দ্রীয় সমাবেশের স্থানকে নির্দেশ করে, যদিও এর সঠিক উত্স নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। যাইহোক, যা স্পষ্ট, তা হল যে তৌমাধী স্কোয়ার দীর্ঘকাল ধরে একটি প্রধান আনুষ্ঠানিক এবং সাম্প্রদায়িক কেন্দ্র ছিল, যেখানে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বৃহৎ রথ উৎসব পর্যন্ত সব কিছুর আয়োজন করা হয়।

তৌমাধি স্কয়ারের স্থাপত্যের হাইলাইটস

তৌমাধি স্কোয়ারের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে আইকনিকনয়াপোলা মন্দির, নেপালের সবচেয়ে উঁচু প্যাগোডা-শৈলীর মন্দির।

এর ঠিক পাশেই রয়েছেভৈরবনাথ মন্দির, ভৈরবকে উৎসর্গ করা হয়েছে, ভগবান শিবের একটি শক্তিশালী রূপ।
স্কোয়ারটি নিজেই ঐতিহ্যবাহী ইটের ভবন, কাঠের বারান্দা এবং কারুশিল্পের দোকান দ্বারা বেষ্টিত, যার মধ্যে অনেকগুলি শহরের ঐতিহাসিক আকর্ষণ বজায় রাখার জন্য সংরক্ষিত বা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

তৌমাধি স্কোয়ার - উত্সব এবং দৈনন্দিন জীবনের একটি কেন্দ্র

ভক্তপুরের বিখ্যাত নববর্ষের উৎসব বিস্কেট যাত্রার সময় তৌমাধি স্কোয়ার জীবন্ত হয়ে ওঠে, যখন ভৈরব এবং ভদ্রকালী দেবতাদের বহনকারী বিশাল কাঠের রথগুলিকে স্কয়ারের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। এমনকি উৎসবের মরসুমের বাইরেও, আপনি দেখতে পাবেন স্থানীয়রা মন্দিরের সিঁড়িতে জড়ো হয়েছে, কারিগররা কাজ করছে এবং বাচ্চারা খেলছে, যা ভক্তপুরের প্রাণবন্ত, জীবন্ত সংস্কৃতির একটি আভাস দিচ্ছে।





আর্কিটেকচারাল হাইলাইটস

মন্দিরটি একটি পাঁচ স্তর বিশিষ্ট 30 মিটার (98 ফুট) লম্বা প্যাগোডা। এটি একটি পাঁচ-স্তরের সোপানযুক্ত প্লিন্থের উপর দাঁড়িয়ে আছে, যা সূক্ষ্মভাবে পাড়া লাল ইটের স্তর দিয়ে নির্মিত। ন্যাতাপোলা মন্দিরটি শুধু নেওয়ার স্থাপত্যের একটি মাস্টারপিস নয়, প্রকৌশলের একটি বিস্ময়ও। এটি 2015 সালের বিধ্বংসী ভূমিকম্প সহ সমস্ত বড় ভূমিকম্প থেকে টিকে ছিল ন্যূনতম ক্ষয়ক্ষতি সহ, এর উজ্জ্বল নকশা এবং শক্ত মাল্লা যুগের ইটের কাজের জন্য ধন্যবাদ। **কাঠমান্ডুর দুটি পাঁচ-স্তর বিশিষ্ট প্যাগোডার মধ্যে একটি নয়াপোলা মন্দির। অন্যটি হল পাটনের কুম্ভেশ্বর মন্দির।**

5.4.1.5 ভৈরবনাথ মন্দির

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

ভৈরবনাথ মন্দির ভৈরবকে উত্সর্গীকৃত, যা ভগবান শিবের একটি ভয়ঙ্কর প্রকাশ।







ভৈরবনাথ মন্দির নামের উৎপত্তি

'ভৈরবনাথ' নামটি এসেছে 'ভৈরব', ভগবান শিবের একটি ভয়ঙ্কর এবং শক্তিশালী প্রকাশ এবং 'নাথ', যার অর্থ 'প্রভু' বা 'গুরু'। ভৈরবকে প্রায়শই একজন ক্রুদ্ধ দেবতা হিসেবে চিত্রিত করা হয় যিনি ধ্বংস ও নবায়নের প্রতিনিধিত্ব করেন। নেপালি হিন্দুধর্মে, ভৈরবকে একজন রক্ষক হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যা মন্দ থেকে রক্ষা করে এবং যারা তাকে পূজা করে তাদের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে। ভৈরবনাথ মন্দিরটি 15 শতকের কাছাকাছি মধ্যযুগীয় মল্ল যুগে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে করা হয় এবং এর আকর্ষণীয় স্থাপত্যটি কারুশিল্প এবং ধর্মীয় ভক্তির প্রতি যুগের নিষ্ঠাকে প্রতিফলিত করে।

5.4.1.6 স্টাইল ক্যাফেতে

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

আপনি যদি আমাদের মতো ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং আরাম করার জন্য এবং কিছু কফি এবং কেক খাওয়ার জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়, ইন স্টাইল ক্যাফে একটি ভাল বিকল্প, বিশেষ করে যখন আপনি একটি শান্ত জায়গা খুঁজে পেতে চান।

এটিতৌমাধি চত্বরথেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে অবস্থিত এবং আংশিকভাবে বড় গাছ সহ একটি প্যাটিওর পিছনে লুকিয়ে আছে। যদি আপনি না জানতেন যে এটি সেখানে ছিল (বিশ্বাস করুন google মানচিত্র), আপনি দুর্ঘটনাক্রমে হেঁটে যেতে পারেন এবং এটি মিস করতে পারেন।

ভিতরে, রেস্টুরেন্ট আধুনিক এবং আড়ম্বরপূর্ণ. আমরা সত্যিই খাবার, এবং কফি পছন্দ করেছি এবং এটি কতটা শান্ত ছিল।
















প্রতিটি আইটেম কার্যকরী এবং শৈল্পিক উভয়ই, যা ভক্তপুরের কুমোরদের ঐতিহ্য এবং দক্ষতা প্রদর্শন করে।

চ্যালেঞ্জ এবং পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা

এর সাংস্কৃতিক তাত্পর্য সত্ত্বেও, ভক্তপুরের মৃৎশিল্প বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ব্যাপকভাবে উত্পাদিত প্লাস্টিক এবং ধাতব পণ্যের উত্থান ঐতিহ্যগত মাটির পণ্যগুলির স্থানীয় চাহিদা হ্রাস করেছে। উপরন্তু, তরুণ প্রজন্ম প্রায়ই বিকল্প পেশায় আকৃষ্ট হয়, যার ফলে দক্ষ কুমারের সংখ্যা হ্রাস পায়।

তবে পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলছে। স্থানীয় এনজিও, ঐতিহ্য সংরক্ষণ গোষ্ঠী এবং পর্যটন বোর্ড এই ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প সংরক্ষণের গুরুত্ব স্বীকার করেছে। কর্মশালা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচী এবং মেলা-বাণিজ্য উদ্যোগ মৃৎশিল্পকে একটি শিল্প ফর্ম এবং একটি টেকসই জীবিকা হিসাবে প্রচার করতে সাহায্য করছে।

এই পুনরুজ্জীবনে পর্যটনও মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ভ্রমণকারীরা যারা মৃৎশিল্প স্কোয়ারে যান এবং স্থানীয়ভাবে তৈরি মাটির জিনিসপত্র ক্রয় করেন তারা সরাসরি কারিগরদের আয়ে অবদান রাখে। কিছু স্টুডিও এমনকি মৃৎশিল্প তৈরির ক্লাস অফার করে, যা দর্শকদের চাকায় তাদের হাত চেষ্টা করার এবং নৈপুণ্যের জন্য গভীর উপলব্ধি অর্জন করার অনুমতি দেয়।

সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য

মৃৎশিল্প ভক্তপুরের সাংস্কৃতিক ল্যান্ডস্কেপে গভীরভাবে বোনা। অনেক নেপালি উৎসব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য মাটির জিনিসের উপর নির্ভর করে, বিশেষ করে দশইন, তিহার এবং গাই যাত্রার সময়। গ্রামীণ পরিবারগুলিতে, মাটির পাত্রগুলি এখনও তাদের প্রাকৃতিক শীতল বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে রান্না এবং জল সংরক্ষণের জন্য পছন্দ করে।

অর্থনৈতিকভাবে মৃৎশিল্প ভক্তপুরের কয়েক ডজন পরিবারকে সহায়তা করে। যদিও এটি আগের মতো প্রভাবশালী ছিল না, এটি আয়ের একটি অর্থবহ উৎস এবং সম্প্রদায়ের জন্য গর্বের প্রতীক হিসাবে রয়ে গেছে।

5.4.1.8 ব্যাকস্ট্রিট

আপনি আপনার পরবর্তী গন্তব্যের জন্য ভক্তপুর ছেড়ে যাওয়ার আগে, আমরা এই আশেপাশের পিছনের রাস্তাগুলি অন্বেষণ করার প্রস্তাব করি। আমরা যা দেখেছি তা দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি এবং লোকেদের বিস্মিত এবং আগ্রহী চেহারা দ্বারা বিচার করে, মনে হচ্ছে কিছু রাস্তায় কখনো কোনো পর্যটক দেখেনি।

অনেক রাস্তা মোটামুটি সরু যেখানে আপনাকে মাঝে মাঝে মোটরসাইকেল এড়িয়ে চলতে হবে। কিন্তু তারা নাসামানা ভকতপুর (মানচিত্র,পর্যালোচনা) এর মতো বড় প্লাজা পর্যন্ত খোলে যেখানে আপনি লোকেদের শুকনো ধানের শীষ বা উত্সব বা টুর্নামেন্ট দেখতে পাবেন এবং আপনি পথের ধারে ছোট ছোট মন্দির এবং উপাসনালয় পাবেন।























- গণহত্যা জাতিকে হতবাক করে এবং রাজা বীরেন্দ্রের ছোট ভাই জ্ঞানেন্দ্রকে রাজা হিসাবে রেখে যায়।

এই ঘটনাটি কেবল রাজতন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ভেঙে দেয়নি বরং ক্রমবর্ধমান মাওবাদী বিদ্রোহের পাশাপাশি বিলোপবাদী আন্দোলনকেও ত্বরান্বিত করেছিল।
রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ এবং ব্যাপক গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ সহ এক দশকের রাজনৈতিক উত্থানের পর, নেপাল 2008 সালে তার রাজতন্ত্র বিলুপ্ত করে, আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ফেডারেল গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।

- **2008 সালের জুন মাসে রাজা জ্ঞানেন্দ্রকে প্রাসাদ থেকে উচ্ছেদ করা হয়।**
- 26 ফেব্রুয়ারী, 2009-এ, প্রাসাদটি নারায়ণহিটি প্রাসাদ জাদুঘর হিসাবে জনসাধারণের জন্য পুনরায় উন্মুক্ত করা হয়।
- অনেক কক্ষ রাজকীয় দখলের সময় যেমন ছিল তেমনই সংরক্ষণ করা হয়েছে, যা দর্শনার্থীদের রাজকীয় জীবনযাত্রার প্রথম হাত দেখতে দেয়।
- রাজকীয় গণহত্যার স্থানটি এখন চিহ্নিত এবং দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত, ট্র্যাজেডিটির একটি নিরঙ্কুশ চেহারা প্রদান করে।

নারায়ণহিটি প্যালেস মিউজিয়াম পরিদর্শন

লেখার সময়:

- বিদেশীদের জন্য ভর্তি ফি: জনপ্রতি 1000 টাকা
- দেখার সময়: 10:30am - 3:30pm (বৃহস্পতিবার - সোমবার) এবং 10:30am - 1:30pm (মঙ্গলবার)
- টিকিট অবশ্যই অনলাইনে কিনতে হবে (ভিজিট করার সর্বোচ্চ ৭ দিন আগে) এখানে:http://eticketing.narayanhitipalacemuseum.gov.np/
- আপনাকে অবশ্যই আপনার টিকিট প্রিন্ট আউট করতে হবে এবং প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার জন্য আপনার পাসপোর্ট থাকতে হবে।
- প্রাসাদের অভ্যন্তরে কোন ছবি তোলার অনুমতি নেই। আপনার ক্যামেরা এবং মোবাইল ফোন প্রবেশদ্বারে সংরক্ষণ করতে হবে

নারায়ণহিটি প্রাসাদ যাদুঘর দর্শনার্থীদের 50 টিরও বেশি ঐশ্বর্যশালী কক্ষের মধ্য দিয়ে চলার অনুমতি দেয়, অনেকগুলি রাজপরিবার যখন সেখানে বাস করত তখন সেগুলি যেমন ছিল তেমনই সংরক্ষিত ছিল, যার মধ্যে রয়েছে:

- **থ্রোন রুম (গোর্খা বৈঠক) - একটি বিশাল হল যেখানে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানগুলি অনুষ্ঠিত হত, একটি বিশাল স্ফটিক ঝাড়বাতি এবং বিস্তৃত ম্যুরাল দিয়ে সম্পূর্ণ।**
- **প্রাইভেট কোয়ার্টার-রাজা, রাণী এবং ক্রাউন প্রিন্সের থাকার জায়গা, তাদের আসল আসবাবপত্র এবং সাজসজ্জার সাথে সময়মতো হিমায়িত।**
- **রয়্যাল আর্টিফ্যাক্টস - প্রদর্শনের মধ্যে রয়েছে আনুষ্ঠানিক পোশাক, ফটোগ্রাফ, বিশ্ব নেতাদের উপহার এবং ব্যক্তিগত প্রভাব যা রাজপরিবারকে মানবিক করে তোলে।**

জাদুঘরটিতে রাজকীয় গণহত্যার সঠিক অবস্থানও রয়েছে, যা ফলক এবং চিত্র দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে, যা নেপালের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে একটি গভীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।









কায়সার সুমশারের মৃত্যুর পর, নেপাল সরকার বাগানটি দখল করে নেয় এবং দুর্ভাগ্যবশত এটিকে নষ্ট হয়ে যায়।
এমনকি 1998 সালে বাগানটি ভেঙে একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্রে প্রতিস্থাপন করার পরিকল্পনা ছিল। ভাগ্যক্রমে, এই পরিকল্পনাটি বন্ধ করা হয়েছিল এবং বাগানটি নতুন নামে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল: স্বপ্নের বাগান।
অস্ট্রিয়ান সরকারের সমর্থনে, স্বপ্নের উদ্যানকে ভালবাসার সাথে তার আগের গৌরব ফিরিয়ে আনা হয়েছিল এবং 2007 সালে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল।

স্বপ্নের বাগানে আপনি যা দেখতে পাবেন:

- **নিও-ক্লাসিক্যাল আর্কিটেকচার: মার্জিত প্যাভিলিয়ন, ইউরোপীয় স্থাপত্যের প্রভাবে ডিজাইন করা, ছায়াযুক্ত বসার জায়গা এবং মনোরম পটভূমি প্রদান করে।**
- **ছয়টি মৌসুমী প্যাভিলিয়ন: প্রতিটি প্যাভিলিয়ন এলাকার মধ্যে স্বতন্ত্র স্থাপত্য শৈলী এবং ল্যান্ডস্কেপিংয়ের মাধ্যমে নেপালের ছয়টি ঋতুর প্রতীকী উপস্থাপনা।**
- **শান্ত জলের বৈশিষ্ট্য: পুকুর এবং ঝর্ণার কাছে বিশ্রাম নিন এবং তাদের মৃদু শব্দ উপভোগ করুন যা বাগানের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে যোগ করে।**
- **লশ সবুজ: ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা লন, ফুলের বিছানা এবং বিভিন্ন গাছ।**
- **অ্যাম্ফিথিয়েটার: মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।**
- **কায়সার ক্যাফে: স্বপ্নের বাগানে খাবারের একমাত্র উৎস – আপনাকে বাইরে থেকে খাবার আনার অনুমতি নেই।**

লেখার সময়:

- বিদেশীদের জন্য জনপ্রতি 400 টাকা ভর্তি
- খোলার সময় সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত

এটা কি স্বপ্নের বাগান পরিদর্শন মূল্য?

দ্য গার্ডেন অফ ড্রিমস কাঠমান্ডুতে অবশ্যই দেখার মতো আকর্ষণ নয়। আপনার যদি পর্যাপ্ত সময় থাকে এবং ক্যাফে বা আপনার হোটেলে যাওয়ার পরিবর্তে কোথাও আরাম করতে চান তবে এটি অবশ্যই দেখার জন্য একটি ভাল জায়গা।



















নামের উৎপত্তি

'চন্দ্রগিরি' নামটি সংস্কৃত থেকে এসেছে, যেখানে 'চন্দ্র' অর্থ চাঁদ এবং 'গিরি' অর্থ পাহাড় বা পর্বত। নামটি স্থানটির কাব্যিক সৌন্দর্য এবং এর নির্মল, উন্নত সেটিং উভয়কেই উদ্ভাসিত করে। ঐতিহাসিকভাবে, চন্দ্রগিরি পাহাড়ের আধ্যাত্মিক ও কৌশলগত গুরুত্বও রয়েছে। কথিত আছে যে, নেপালের একত্রীকরণকারী রাজা পৃথ্বী নারায়ণ শাহ এই পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে কাঠমান্ডু উপত্যকা জয় করার পরিকল্পনার কথা প্রথমে কল্পনা করেছিলেন, নীচের ভূমির দৃশ্য দেখে বিমোহিত হয়েছিলেন।

চন্দ্রগিরি পাহাড়ের মূল আকর্ষণ

1. **চন্দ্রগিরি কেবল কার চূড়ায় পৌঁছানোর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপায় হল চন্দ্রগিরি কেবল কার, একটি আধুনিক এবং নিরাপদ রাইড যা প্রায় 1.5 মাইল (2.5 কিমি) বিস্তৃত। যাত্রায় প্রায় 9 মিনিট সময় লাগে এবং ঘন বন, ঘূর্ণায়মান পাহাড় এবং নীচের ঐতিহ্যবাহী গ্রামের অত্যাশ্চর্য বায়বীয় দৃশ্য দেখায়। এটি স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় দর্শকদের জন্য একটি হাইলাইট। লেখার সময় একটি ফিরতি ট্রিপ ক্যাবল কার টিকিটের মূল্য US$25 জন প্রতি।**

2. **বলেশ্বর মহাদেব মন্দির পাহাড়ের চূড়ায় বালেশ্বর মহাদেব মন্দির, ভগবান শিবকে উত্সর্গীকৃত। এই মন্দিরটি হিন্দু তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি পবিত্র স্থান এবং দর্শনে একটি আধ্যাত্মিক মাত্রা যোগ করে। কিছু স্থানীয় লোক এখানে উপাসনা করতে আসে, বিশেষ করে চন্দ্র ক্যালেন্ডারের উত্সব এবং শুভ তারিখগুলিতে।**

3. **প্যানোরামিক মাউন্টেন ভিউস সামিট থেকে, দর্শনার্থীদের হিমালয় রেঞ্জের প্যানোরামিক দৃশ্যের সাথে আচরণ করা হয়, যার মধ্যে গণেশ হিমাল, ল্যাংটাং, গৌরীশঙ্করের মতো চূড়া এবং এমনকি পরিষ্কার দিনে মাউন্ট এভারেস্টের ঝলক দেখা যায়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এটি ফটোগ্রাফার এবং প্রকৃতি প্রেমীদের জন্য একটি প্রিয় করে তোলে।**

4. **পরিবার-বান্ধব সুযোগ-সুবিধা এবং বিনোদন চন্দ্রগিরি পাহাড়ে একটি ল্যান্ডস্কেপ পার্ক, রেস্তোরাঁ, একটি শিশুদের খেলার মাঠ এবং একটি জিপ বাইক রয়েছে - এটি পুরো পরিবারের জন্য একটি ভাল গন্তব্য তৈরি করে।**

একটি ক্যাবল কার পাহাড়ে উঠতে প্রায় 9 মিনিট সময় লাগে। উপরের স্টেশন থেকে, ভিস্তা পয়েন্ট এবং বিনোদন সুবিধা পেতে এখনও একটি উল্লেখযোগ্য চড়াই হাঁটার প্রয়োজন আছে। অনুগ্রহ করে পরামর্শ দিন যে এটি উপরের ক্যাবল কার স্টেশনে উল্লেখযোগ্যভাবে শীতল – আপনার আশা করা উচিত এটি বেস স্টেশনের তুলনায় প্রায় 10 F (6 C) শীতল হবে।

লেখার সময়, ক্যাবল কার:

- ভর্তির জন্য বিদেশী প্রতি US$23, তবে শিশু, ছাত্র এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য বেশ কিছু ছাড় রয়েছে

- এই অপারেটিং সময়গুলি আছে: রবিবার - বৃহস্পতিবার: সকাল 8 টা - 6 pm বিরতির সময়: দুপুর - 1 pm শুক্রবার - শনিবার: 8am - 9 pm নোট: শনিবার এবং সরকারি ছুটির দিনে কোন বিরতি নেই; আপনি যাওয়ার আগে ক্যাবল কার খোলা আছে কিনা অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইটটি পরীক্ষা করুন, কারণ এটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একাধিক দিনের জন্য বন্ধ থাকে বা খারাপ আবহাওয়ার কারণে বন্ধ হতে পারে।




















































যাদুঘরটির নাম গোর্খার প্রাচীন রাজ্য থেকে নেওয়া হয়েছে, যেটি 18 শতকে নেপালের একীকরণের সূচনা পয়েন্ট হিসাবে কাজ করেছিল। 'গোর্খা' নামটি পরবর্তীতে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে ওঠে গুর্খাদের সাহসিকতার কারণে, অভিজাত সৈন্য যাদের উৎপত্তি এই অঞ্চলে। গোর্খা জাদুঘরটি সেই উত্তরাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে — রাজকীয় এবং সামরিক উভয় ক্ষেত্রেই।

লেখার সময়:

- ভর্তি ফি: বিদেশী প্রতি 100 টাকা
- খোলার সময়গুলি হল: নভেম্বর থেকে জানুয়ারী: সকাল 10:30am থেকে 3:30pm ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর: 10:30am থেকে 4:30pm সোমবার: 10:30am থেকে 2:30pm পর্যন্ত যাদুঘরটি সরকারি ছুটির দিনে খোলা থাকার দাবি করে। আমরা তিহারের সময় যখন পরিদর্শন করি তখন এটি বন্ধ ছিল।

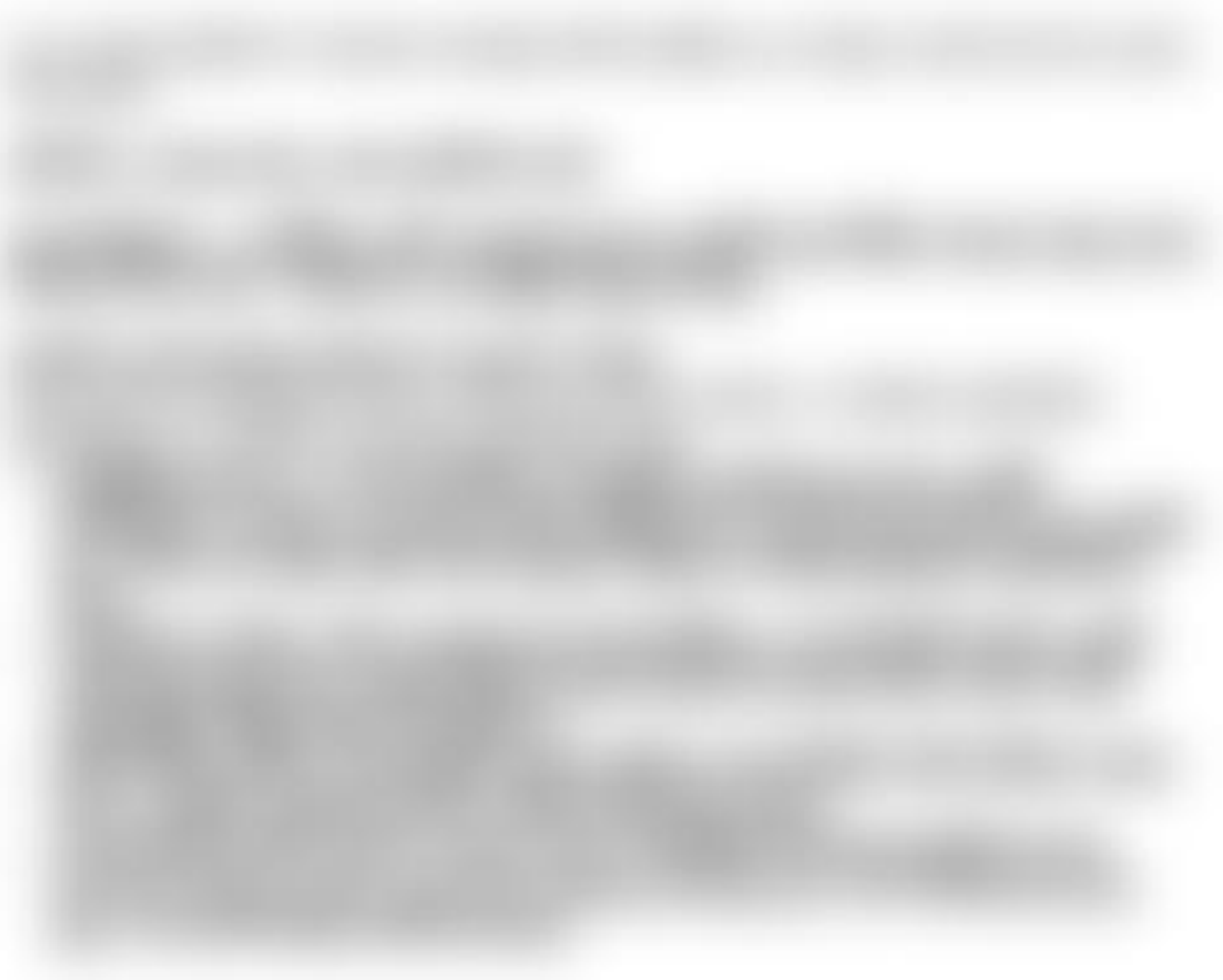












এখানে পোখারার স্ব-নির্দেশিত ভ্রমণের একটি মানচিত্র রয়েছে



1 =ফেওয়া লেকে বোটিং
2 =বিশ্ব শান্তি প্যাগোডা
3 =পুমদিকোট ধর্মীয় এলাকা
4 =তাশিলিং তিব্বতি বসতি
5 =গুপ্তেশ্বর মহাদেব গুহা
6 =দেবীর জলপ্রপাত
7 =ধানের ক্ষেত
8 =পুরাতন পোখরা বাজার
9 =সারাংকোট ভিউ টাওয়ার
10 =পোখরা ডিজনিল্যান্ড

ধান ক্ষেত একটি ঐচ্ছিক স্টপ. আমাদের ড্রাইভার আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে, কারণ আমি ড্রাইভের সময় ধানের ক্ষেত দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আপনি যদি ধানের ক্ষেত দেখে থাকেন বা সেগুলিতে আগ্রহী না হন তবে এই স্টপটি এড়িয়ে যান।

অন্যান্য আগ্রহের বিষয় রয়েছে যা আমরা এই নেপাল পার্পল ট্রাভেল গাইডে কভার করি না:

- ব্যাট কেভ (চামেরো গুফা) (মানচিত্র,পর্যালোচনা)
- ভীমসেন মন্দির (মানচিত্র,পর্যালোচনা)
- বাঁধাবাসিনী মন্দির (মানচিত্র,পর্যালোচনা)
- গুর্খা মেমোরিয়াল মিউজিয়াম (মানচিত্র,পর্যালোচনা,ওয়েবসাইট)
- আন্তর্জাতিক মাউন্টেন মিউজিয়াম (মানচিত্র,পর্যালোচনা,ওয়েবসাইট)
- Seti Gorge (Seti Gandaki) (মানচিত্র,পর্যালোচনা)












ফেওয়া লেক নামের উৎপত্তি

হ্রদটির নাম, ফেওয়া তাল, এটি থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হয়:

- 'তাল' হল নেপালি শব্দ 'লেক'
- যদিও 'ফেওয়া'-এর সঠিক ভাষাগত উৎপত্তি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, এটি হয় কেবল হ্রদের নেপালি নাম বোঝাতে পারে এবং অর্থহীন হতে পারে, অথবা এটি 'পোখারি' শব্দের স্থানীয় বা আঞ্চলিক প্রকরণ হতে পারে যার অর্থ 'পুকুর' বা 'লেক'।

তীরে একটি ছোট নৌকায় চড়ে ফেওয়া লেকের মাঝখানে একটি ছোট দ্বীপে তাল বারাহি মন্দির বসে।
এই দ্বিতল প্যাগোডা-শৈলীর হিন্দু মন্দিরটি কেবল ধর্মীয় তাৎপর্যই নয়, হ্রদে নৌকায় ভ্রমণকারীদের জন্য একটি স্মরণীয় সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাও দেয়।
আপনি যে দ্বীপে তাল বারাহি মন্দির বসে সেখানে যেতে চাইলে আপনাকে ভর্তির টাকা দিতে হবে।

তাল বারাহী নামের উৎপত্তি

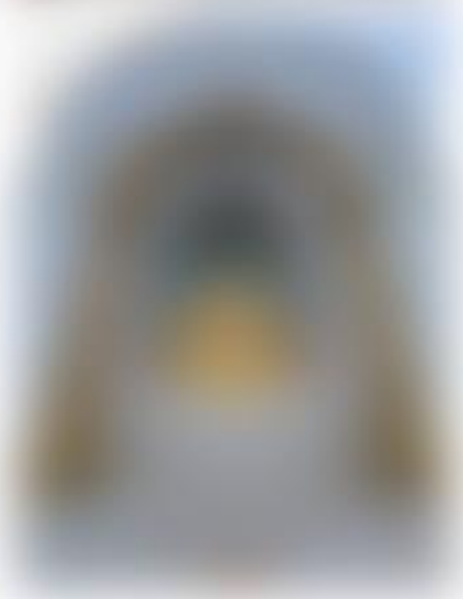
'তাল বারাহি' নামটি দুটি নেপালি শব্দকে একত্রিত করেছে:

- *তাল, যার অর্থ হ্রদ*




























5.7.5 গুপ্তেশ্বর মহাদেব গুহা

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

গুপ্তেশ্বর মহাদেব গুহা হল আধ্যাত্মিক তাৎপর্য এবং ভূতাত্ত্বিক বিস্ময়ের মিশ্রণ, যা হিন্দু তীর্থযাত্রী এবং কৌতূহলী ভ্রমণকারী উভয়কেই এর অন্ধকার, প্রতিধ্বনিত কক্ষে আঁকছে।































5.7.6 দেবীর জলপ্রপাত

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

দেবীর জলপ্রপাত, স্থানীয়ভাবে পাতালে ছাঙ্গো নামে পরিচিত, যার অর্থ 'আন্ডারওয়ার্ল্ড জলপ্রপাত'।

সাইটে, গর্জনকারী পারদি খোলা স্রোত একটি ভূগর্ভস্থ টানেলে ডুবে যায় যাগুপ্তেশ্বর মহাদেব গুহাথেকে শুরু হয়।

পারদি খোলা স্রোত দ্বারা খাওয়ানো, জলপ্রপাতটি বর্ষা মৌসুমে বিশেষভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে, এটি পৃথিবীতে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে একটি মুগ্ধকর দৃশ্য তৈরি করে।









দেবী'স ফলস নামের উৎপত্তি

সর্বাধিক গৃহীত বিবরণে বলা হয়েছে যে 1961 সালে, মিসেস ডেভিস নামে একজন সুইস মহিলা (কখনও কখনও স্থানীয় উচ্চারণের কারণে নামটি দেবী বা ডেভি হিসাবে রেকর্ড করা হয়) তার স্বামীর সাথে ফেওয়া লেকে সাঁতার কাটছিলেন যখন বাঁধটি অপ্রত্যাশিতভাবে খুলে যায়। জলের আকস্মিক ঢেউ তাকে জলপ্রপাতের শীর্ষে একটি সিঙ্কহোলে নিয়ে যায়, এবং সে দুঃখজনকভাবে ডুবে যায়, তার মৃতদেহ তিন দিন পরে ফুসরে নদীতে উদ্ধার করা হয়।

শ্রদ্ধার জন্য এবং তার শোকার্ত পিতার অনুরোধে, জলপ্রপাতটির নামকরণ করা হয়েছিল 'ডেভিস ফলস'। সময়ের সাথে সাথে, স্থানীয় নেপালি উচ্চারণ এবং একটি নাম হিসাবে 'দেবী' এর সাধারণ ব্যবহারের কারণে (সংস্কৃতে যার অর্থ 'দেবী', এবং একটি সাধারণ নেপালি নামও), নামটি বিবর্তিত হয়েছে এবং এখন এটি দেবীর জলপ্রপাত নামে আরও জনপ্রিয়।

সাইটটি দেখার প্ল্যাটফর্ম, ল্যান্ডস্কেপ বাগান এবং ঐতিহ্যবাহী মূর্তিগুলির সাথে সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।

লেখার সময় ভর্তি ফি বিদেশী প্রতি 100 টাকা।
খোলার সময় প্রতিদিন সকাল 6 টা থেকে সন্ধ্যা 6 টা পর্যন্ত, তবে লেখার সময় সাইটটি সরকারী ছুটির দিনে বন্ধ থাকে।

5.7.7 ধানের ক্ষেত

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

আপনি যদি চাল কীভাবে বাড়ে তা দেখতে আগ্রহী হন, আপনি পোখরার উপকণ্ঠে একটি দ্রুত 15 মিনিট স্টপ যোগ করতে পারেন। এটি একটি ঐচ্ছিক স্টপ – আপনি যদি ধানের ক্ষেত দেখতে আগ্রহী না হন, তাহলে এই স্টপটি এড়িয়ে যান।

উপরের অবস্থানে সেতুতে ড্রাইভ করুন এবং সেখানে পার্ক করুন। আপনি গাড়ি থেকে নেমে ব্রিজ পার হলে, আপনি ধানের ক্ষেতে পৌঁছে যাবেন এবং আপনি ধানের গাছগুলিকে স্পর্শ করতে পারবেন। আপনি যেখানে হাঁটছেন কেবলমাত্র সতর্ক থাকুন - ধানের প্রচুর পানির প্রয়োজন এবং ক্রমবর্ধমান মরসুমের উপর নির্ভর করে, মেঝে জল (রোপণ এবং বৃদ্ধির ঋতু), কাদা (ক্রমবর্ধমান ঋতু), বা বেশিরভাগ শুষ্ক হবে।

যেহেতু এটি একটি ট্যুরিস্ট স্টপ নয়, কেউ আপনাকে তাড়া করবে না এবং আপনি মাঝে মাঝে স্থানীয় লোকালকে শান্তভাবে হেঁটে যেতে দেখতে পারেন।










































সারাংকোট নামের উৎপত্তি

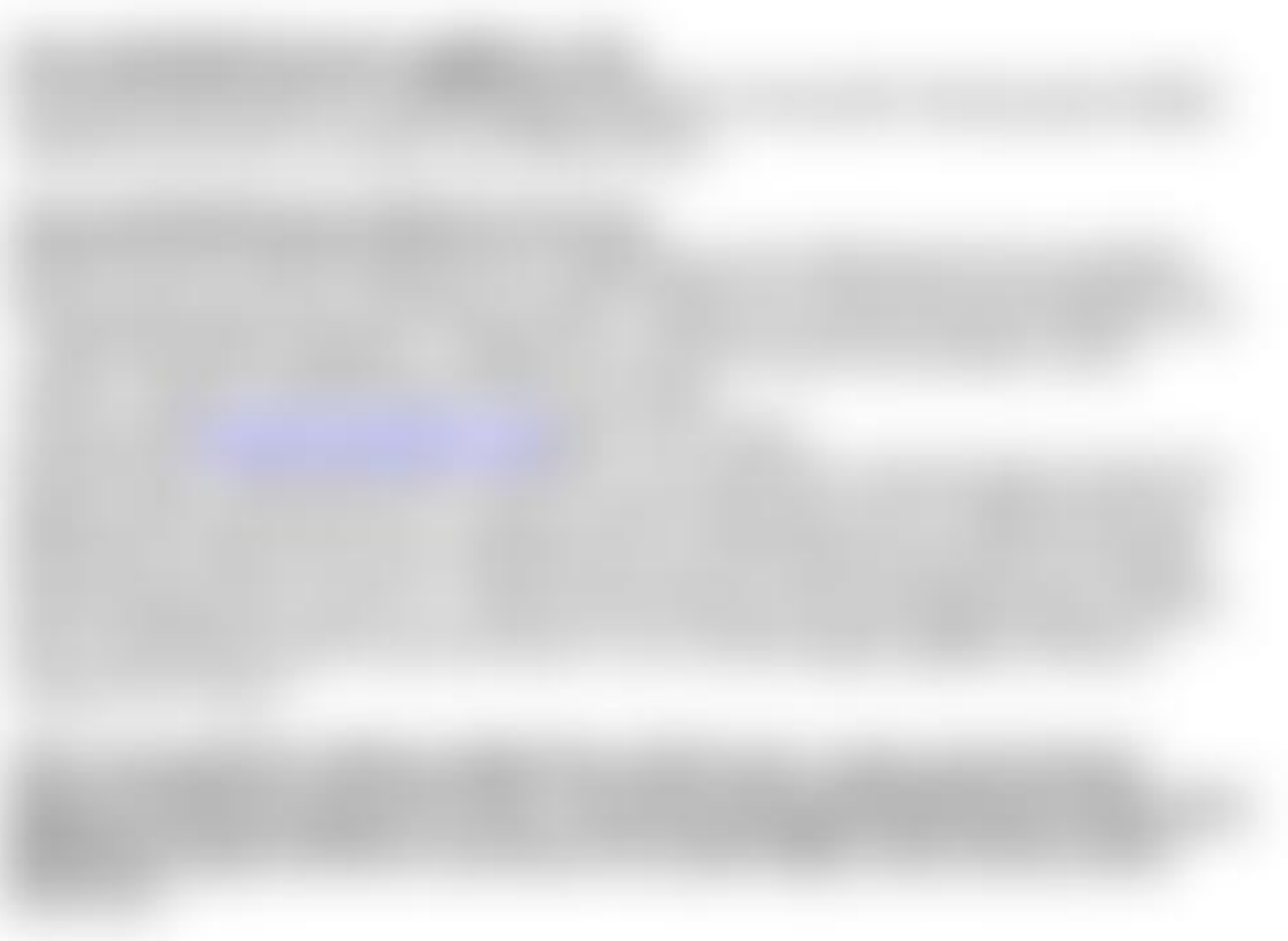
'সারংকোট' নামটি দুটি নেপালি শব্দ থেকে এসেছে: সারং, যা প্রায়শই আকাশের সাথে যুক্ত এক ধরণের পৌরাণিক বা প্রতীকী পাখিকে বোঝায় এবং কোট, যার অর্থ দুর্গ বা উচ্চ স্থান।
নেপালি লোককাহিনী এবং কবিতায়, সারং পাখিকে প্রায়শই চিত্রিত করা হয়:

- একটি রহস্যময় উচ্চ-উড়ন্ত পাখি, স্বাধীনতা, দৃষ্টি এবং আকাঙ্ক্ষার সাথে যুক্ত।
- আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান বা রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষার জন্য একটি রূপক।
- প্রকৃতির সাথে যুক্ত, প্রায়শই পাহাড়ের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া বা পৌরাণিক চাতক পাখির মতো বৃষ্টির ডাক হিসাবে কল্পনা করা হয়।

সারং পাখিটিকে আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী হিসাবেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা মানব আত্মা বা অন্বেষককে প্রতিনিধিত্ব করে যে উচ্চতর কিছুর সন্ধানে জাগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠে — নেপালের পার্বত্য ভূগোল এবং আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের জন্য একটি আদর্শ রূপক।

সারাংকোট ভিউটাওয়ারের ইতিহাস

ঐতিহাসিকভাবে, সারংকোট উচ্চ অবস্থানের কারণে একটি কৌশলগত লুকআউট পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে, পোখারা একটি পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে সারাংকোট একটি সামরিক ফাঁড়ি থেকে একটি প্রিয় নৈসর্গিক গন্তব্যে রূপান্তরিত হয়, বিশেষ করে হিমালয়ের দৃশ্যের সন্ধানে ভ্রমণকারীদের মধ্যে জনপ্রিয়।



5.7.10 পোখরা ডিজনিল্যান্ড

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

পোখরা ডিজনিল্যান্ডের সাথে ডিজনিল্যান্ডের কোনো সম্পর্ক নেই এবং কোনোভাবেই ডিজনির সঙ্গে যুক্ত নয়।

এটি একটি স্থানীয় ব্র্যান্ডিং পছন্দ যা সুপরিচিত আন্তর্জাতিক বিনোদন পার্কের মতো একটি জাদুকর, থিম পার্ক-স্টাইলের অভিজ্ঞতা অফার করার জন্য পার্কের আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করার জন্য।

আপনি যদি ডিজনিল্যান্ডের অভিজ্ঞতা বা এর কাছাকাছি কিছু আশা করেন তবে আপনি হতাশ হবেন। এটিকে কিছু রাইডের তুলনামূলকভাবে ছোট সমষ্টি হিসাবে মনে করুন (এগুলির মধ্যে কিছু বেশ পুরানো বলে মনে হচ্ছে), এবং বিনোদন যা প্রাথমিকভাবে ছোট বাচ্চাদের সাথে নেপালি পরিবার এবং দেশীয় পর্যটকদের কাছে আবেদন করে:

- **বাম্পার কার, একটি ছোট ফেরিস হুইল এবং মেরি-গো-রাউন্ডের মতো মিনি বিনোদনমূলক রাইড**
- **ছোট বাচ্চাদের জন্য ইনফ্ল্যাটেবল প্লে জোন এবং স্লাইড**
- **কার্টুন-থিমযুক্ত মূর্তি এবং ব্যাকড্রপ সহ ফটো জোন**
- **খাবারের স্টল এবং স্ন্যাক বারে স্থানীয় খাবার এবং ঠান্ডা পানীয় পরিবেশন করা হয়**
- **ফেরিস হুইল: আমরা এটি গ্রহণ করিনি, তবে এটি আমার দেখা যেকোনো ফেরিস হুইলের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত চলে বলে মনে হচ্ছে**

ভর্তি: লেখার সময়, ভর্তি বিনামূল্যে, এবং আপনি প্রতিটি যাত্রার জন্য অর্থ প্রদান করেন।









5.8 দিন ৪: পোখারা থেকে বান্দিপুর হয়ে কাঠমান্ডু ভ্রমণ

আজ আমরা পোখারা থেকে কাঠমান্ডুতে যাত্রা করি।কাঠমান্ডু থেকে পোখারাথেকে যাওয়ার পথে এই ট্রিপের জন্য আপনার কাছে একই পরিবহন বিকল্প রয়েছে।

ঐতিহাসিক শহরবান্দিপুরপোখারা এবং কাঠমান্ডুর মধ্যে প্রায় সরাসরি রাস্তার উপর অবস্থিত এবং শুধুমাত্র একটি ছোট পথচলা প্রয়োজন। এই পথচলা একেবারে মূল্যবান!

আপনি যদি পোখারা থেকে বান্দিপুর যাওয়ার বাসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তবে আপনাকে দুটি টিকেট কিনতে হবে। একটি পোখরা থেকে ডুমরে বাজার এবং আরেকটি টিকিট পরের দিন (বা পরে) ডুমরে বাজার থেকে কাঠমান্ডু। ডুমরে বাজার থেকে আপনাকে বান্দিপুরে একটি ট্যাক্সি নিতে হবে এবং কমপক্ষে 1 রাতের জন্যবান্দিপুরে থাকুনযাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বান্দিপুরে, আপনি হোটেলকে পরের দিন (বা পরে) ডুমরে বাজারের বাস স্টপে ফেরত পরিবহন ব্যবস্থা করতে বলবেন এবং তারপরে আপনি সেখান থেকে কাঠমান্ডুতে বাসে উঠবেন।

আপনি যদি আমাদের পরামর্শ অনুসরণ করেন এবং ড্রাইভারের সাথে একটি গাড়ি ভাড়া করেন তবে বান্দিপুরে একটি চক্কর দিয়ে যেতে কোনো সমস্যা হবে না।

5.8.1 বান্দিপুর

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

কাঠমান্ডু এবং পোখরার মধ্যবর্তী নেপালের পাহাড়ে অবস্থিত, বান্দিপুর একটি সুন্দরভাবে সংরক্ষিত পাহাড়ের চূড়ার শহর যা হিমালয়ের সুবিশাল দৃশ্যের পাশাপাশি দেশের নেওয়ার ঐতিহ্যের একটি বিরল আভাস দেয়।

গাড়ি-বিহীন প্রধান রাস্তা, ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য, এবং শান্ত পরিবেশের সাথে, বান্দিপুর পর্যটকদের জন্য একটি জনপ্রিয় স্টপে পরিণত হয়েছে যা এক জায়গায় সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং প্রশান্তি খোঁজে।

বান্দিপুরকাঠমান্ডুএর পশ্চিমে 90 মাইল (143 কিমি) এবংপোখরাএর পূর্বে 50 মাইল (80 কিমি) 3,380 ফুট (1030 মিটার) উচ্চতায় অবস্থিত। শহরের জনসংখ্যা প্রায়। 15,500 জন।

বান্দিপুরের ইতিহাস

1768 সালে পৃথ্বী নারায়ণ শাহ কর্তৃক এটি জয় করার পর কাঠমান্ডু উপত্যকার ভক্তপুর থেকে নেওয়ার ব্যবসায়ীদের দ্বারা বান্দিপুর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্থানটি বেছে নেওয়া হয়েছিল, কারণ এই অঞ্চলটি ম্যালেরিয়া মুক্ত এবং এটি ভারত-তিব্বত বাণিজ্য রুটে অবস্থিত।

শহরের স্থাপত্যে নেওয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এখনও দৃশ্যমান যা মূলত আজ অবধি অপরিবর্তিত রয়েছে।

বান্দিপুর একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয় এবং রানা রাজবংশের (1846-1951) সময় এটির উত্তম দিন ছিল। সেই সময়ে, এটির নিজস্ব লাইব্রেরি রাখার বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এটি একটি অসাধারণ সম্মান ছিল এবং লাইব্রেরিটি আজওবন্দিপুর পদ্মা লাইব্রেরিহিসাবে বিদ্যমান।

1970-এর দশকে পৃথ্বী হাইওয়ে (18 শতকে নেপালকে একীভূতকারী রাজা পৃথ্বী নারায়ণ শাহের নামে নামকরণ করা হয়েছে) নির্মাণের পর বান্দিপুরের ভাগ্য হ্রাস পেতে শুরু করে। নতুন হাইওয়ে শহরটিকে বাইপাস করেছে, এবং বাণিজ্য রুটগুলি হাইওয়ের নীচে অবস্থিত শহরগুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছে, যেমন ডুমরে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্দিপুর থেকে দূরে সরে যাওয়ায় অনেক পরিবার অন্যত্র চলে যায় এবং বান্দিপুর ধীরে ধীরে বিস্মৃত হয়।

এই পতন অবশ্য ঘটনাক্রমে বান্দিপুরকে রক্ষা করে। দ্রুত আধুনিকীকরণ বা বড় নির্মাণ ছাড়াই, শহরটি তার ঐতিহাসিক চরিত্রকে ধরে রেখেছে, নেপালের অন্যান্য অংশে দেখা কংক্রিটের বিস্তৃতি দ্বারা অস্পৃশ্য।

1990 এবং 2000 এর দশকে শুরু করে, বান্দিপুর একটি ঐতিহ্যবাহী পর্যটন গন্তব্য হিসাবে পুনরায় আবির্ভূত হতে শুরু করে। বান্দিপুর ইকো-কালচারাল ট্যুরিজম প্রজেক্ট (BECT-প্রকল্প) এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টা সাহায্য করেছে:

- ঐতিহ্যবাহী ভবন পুনরুদ্ধার করুন
- টেকসই পর্যটন প্রচার করুন
- হোমস্টে এবং ছোট ব্যবসা সমর্থন

এই পুনরুজ্জীবনের জন্য ধন্যবাদ, বান্দিপুর এখন সম্প্রদায়-ভিত্তিক, সাংস্কৃতিকভাবে সম্মানজনক পর্যটনের একটি মডেল হিসাবে পালিত হয়। এটি নেপালি পরিবার, স্কুল ভ্রমণ এবং জনাকীর্ণ শহরের বিকল্প খুঁজতে থাকা আন্তর্জাতিক পর্যটকদের জন্যও একটি জনপ্রিয় স্পট হয়ে উঠেছে।

বন্দীপুর নামের উৎপত্তি

বান্দিপুর নামটি সংস্কৃত শব্দ থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়:

- **বন্দনা অর্থ 'আবদ্ধ করা' বা 'বেঁধে দেওয়া', এবং**
- **পুর অর্থ 'বসতি' বা 'শহর'।**

এটি প্রস্তাব করে যে বান্দিপুর ঐতিহাসিকভাবে একটি মিলনস্থল বা সংযোগের স্থান ছিল, যা অর্থবহ, কারণ এটি একসময় ভারত ও তিব্বতের মধ্যে বাণিজ্য রুট বরাবর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টপ হিসাবে কাজ করেছিল।

5.8.2 বান্দিপুরে কোথায় থাকবেন

আমরা মাত্র ঘন্টা দুয়েকের জন্য বান্দিপুর ঘুরছি, তবে আপনি যদি বান্দিপুরে থাকার পরিকল্পনা করেন তবে আপনাকে কোথায় থাকবেন তা জানতে হবে।

বান্দিপুর একটি ছোট শহর যেখানে সীমিত সংখ্যক হোটেল এবং গেস্ট হাউস রয়েছে। উচ্চ মরসুমে, সম্ভাবনা রয়েছে যে সর্বাধিক জনপ্রিয় হোটেলগুলি সলিড বুক করা হবে, তাই আপনার রুম আগে থেকেই রিজার্ভ করা ভাল ধারণা।

বেশিরভাগই পথচারী-শুধু ঐতিহাসিক ডাউনটাউন এলাকায় অবস্থিত, তবে কিছু পাহাড়ে অবস্থিত এবং পাহাড়ের অবিশ্বাস্য দৃশ্য প্রদান করে।

আপনি যখন পরিদর্শন করেন তখন এই সময়ে যা পাওয়া যায় তা এখানে রয়েছে:





5.8.2.1 প্রবেশ পথ পথচারী রাস্তা

(মানচিত্র)

বান্দিপুরের একমাত্র পথচারীদের জন্য ঐতিহাসিক ডাউনটাউন এলাকার প্রধান প্রবেশদ্বারটি এনএমবি ব্যাঙ্ক ভবনের কাছে।

একটি কাঠের 'বান্দিপুরে স্বাগতম' চিহ্ন এখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

ভর্তি বিনামূল্যে, শুধু আসা এবং অন্বেষণ শুরু.













5.8.2.2 বন্দিপুর পদ্মা লাইব্রেরি

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

ডুমরে-বান্দিপুর রোডের শেষ প্রান্তে, আপনি রাস্তার মাঝখানে একটি ঐতিহাসিক ভবন দেখতে পান: বন্দিপুর পদ্মা লাইব্রেরি।







বন্দীপুর পদ্মা গ্রন্থাগার নামের ইতিহাস ও উৎপত্তি

পদ্মা লাইব্রেরি (পদ্মা পুস্তকালয়) 1945 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পদ্ম শমসের জং বাহাদুর রানার নামে নামকরণ করা হয়েছিল, নেপালের একজন প্রগতিশীল রানা প্রধানমন্ত্রী যিনি 1945 থেকে 1948 সাল পর্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি শিক্ষাগত সংস্কারের সূচনা এবং গ্রন্থাগার ও স্কুল সহ আধুনিক অবকাঠামোর প্রচারের জন্য পরিচিত ছিলেন। গ্রন্থাগারটি তার উত্তরাধিকার এবং শিক্ষা ও সাহিত্যের সাথে শহরের একসময়ের প্রাণবন্ত ব্যস্ততার প্রতিফলন করে।

তার উত্তম দিনে, বান্দিপুর একটি সমৃদ্ধশালী নেওয়ার বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল এবং গ্রন্থাগারটি শহরের বণিক, শিক্ষাবিদ এবং যুবকদের জন্য একটি বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র হিসাবে কাজ করেছিল। এটি নেপালি, ইংরেজি, হিন্দি এবং সংস্কৃত বইগুলিতে অ্যাক্সেস সরবরাহ করেছিল, যা 20 শতকের মধ্যভাগের গ্রামীণ নেপালে বিরল এবং মূল্যবান সম্পদ ছিল।







যায়। গল্পে বলা হয়েছে যে তরবারিটি ঐশ্বরিক শক্তিতে আচ্ছন্ন ছিল এবং পরে বান্দিপুরে আনা হয়েছিল, যেখানে এটি যুদ্ধের পরিবর্তে পূজার বস্তু হয়ে ওঠে।
কিছু স্থানীয়রা বিশ্বাস করে যে তলোয়ারটি খড়্গা দেবীকে প্রতিনিধিত্ব করে — দুর্গা বা কালীর মতোই একজন উগ্র, প্রতিরক্ষামূলক দেবী। বিশ্বাস হল যে তরবারি উন্মোচন করা বা এটির অপব্যবহার করা বিপর্যয় ডেকে আনবে, কারণ বস্তুটি সাধারণ মানুষের পক্ষে খুব শক্তিশালী।

সেখানে গেলে মন্দিরে তালা দেওয়া হবে। আপনি ভিতরে দেখার চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু আপনি অনেক কিছু দেখতে পাবেন না।

5.8.2.4 পঞ্চ ব্রিচ্যা

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

আপনার পদক্ষেপগুলি ইটের খিলানে ফিরে যান এবং সিঁড়ির নীচে একটি তীক্ষ্ণ ডানদিকে তৈরি করুন এবং পাহাড়ের নীচে সরু রাস্তাটি অনুসরণ করুন। রাস্তাটি অনুসরণ করুন কারণ এটি বান্দিপুরের একমাত্র পথচারী অংশ থেকে প্রস্থান করে এবংটুন্ডিখেলনামে একটি পার্কে না আসা পর্যন্ত হাঁটতে থাকুন। আমরা টুন্ডিখেল অন্বেষণ করার আগে, আমরা যে বড় গাছগুলি দেখতে পাচ্ছি সেগুলিকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখে নিই – তারা আপনার পরবর্তী গন্তব্য এবং তাদের বলা হয়: পঞ্চ বৃক্ষ।

খড়গা দেবীর মন্দিরথেকে এখানে হাঁটার সময় প্রায় 15-20 মিনিট, এবং পথ ধরে আপনি চারপাশের পাহাড় এবং পর্বত এবং পাহাড়ের উপর নির্মিত রঙিন বাড়িগুলির সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাবেন। সম্ভবত আপনি রাস্তায় কিছু মুরগি দেখতে পারেন।





পঞ্চ বৃক্ষ নামের উৎপত্তি

'পঞ্চ বৃক্ষ' শব্দটি দুটি সংস্কৃত থেকে প্রাপ্ত নেপালি শব্দকে একত্রিত করে:

- **‘পঞ্চ’ অর্থ পাঁচ**
- **'বৃক্ষ' (বা বৃক্ষ) অর্থ গাছ**

নামটি পাঁচটি গাছের একটি পবিত্র ক্লাস্টারকে বোঝায় যা প্রকৃতি এবং দেবত্বের মধ্যে সাদৃশ্যের প্রতীক হিসাবে রোপণ করা হয়েছিল। হিন্দু সংস্কৃতিতে, গাছগুলিকে প্রায়শই দেবতার প্রকাশ হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং পবিত্র গাছের দলগুলি ঐতিহ্যগতভাবে ধ্যান, উপাসনা এবং সামাজিক সমাবেশের জন্য ব্যবহৃত হয়।

সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য

পার্কের প্রবেশপথে, আপনি দেখতে পাবেন বড় বড় পাঁচা বৃক্ষ গাছ, এবং তাদের একটিতে এমনকি শিশুদের দোল খেলার জন্য একটি বিশাল শাখার সাথে একটি দড়ি বাঁধা রয়েছে।

5.8.2.5 টুন্ডিখেল

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

যে পার্কের প্রবেশদ্বারেপঞ্চ ব্রিচ্যাগাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে তাকে বলা হয়: টুন্ডিখেল, এবং এটি আপনার পরবর্তী গন্তব্য।

টুন্ডিখেলকে সাধারণ ফুটবল মাঠের মতো মনে হলেও তা অনেক বেশি। ঘূর্ণায়মান পাহাড় এবং দূরবর্তী হিমালয় শিখরগুলিকে উপেক্ষা করে, বান্দিপুরের টুন্ডিখেল একটি প্রিয় জনসাধারণের স্থান যেখানে সম্প্রদায়ের জীবন এবং প্রকৃতি একত্রিত হয়। আপনি যদি ভাগ্যবান হন, বিশেষ করে তিহারের সময়, তাহলে আপনি পার্কের কাছাকাছি বিল্ডিংয়ের সামনে বাচ্চাদের আধুনিক গান বাজানো এবং নাচতে দেখতে পারেন।















6. সমাপনী মন্তব্য

ব্যাকপ্যাক এবং স্নরকেল থেকে রুডি সম্পর্কে

আমি জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেছি এবং 2003 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে এসেছি। আমার স্ত্রী এবং আমি সত্যিই একটি বহুজাতিক দম্পতি: আমি, আমার জার্মান পটভূমি এবং সে তার চীনা ঐতিহ্যের সাথে। আমরা দুজনেই ইউএসএতে থাকি।

দুঃখজনকভাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার অর্থ হল অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের কাছে ছুটির দিন অনেক কম আছে যেমন জার্মানি এবং এইভাবে আমরা খুব ঘন ঘন ভ্রমণ করতে পারি না।

অনেক ট্রায়াল এবং ত্রুটির মাধ্যমে, আমরা আমাদের আদর্শ ভ্রমণ এবং অবকাশ শৈলী খুঁজে পেয়েছি। গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যে ফোকাস করে স্মরণীয় মুহূর্ত তৈরি করা, স্থানীয়দের সাথে দেখা করার জন্য সময় পরিকল্পনা করা এবং অবশ্যই, বিশ্রামের জন্য আমাদের অগ্রাধিকার।

আমরা স্থানীয় খাবারের প্রশংসা করতে শিখেছি এবং যতটা সম্ভব স্থানীয় খাবার খাওয়ার চেষ্টা করেছি। শুধুমাত্র মজা করার জন্য, আমরা প্রতিটি দেশে একটি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে খাওয়ার চেষ্টা করি। এটি একেবারে আশ্চর্যজনক যে সমস্ত গ্রহ জুড়ে চাইনিজ খাবার কতটা আলাদা।



স্মরণীয় মুহূর্ত তৈরি করা
আপনি আপনার ছুটিতে 10,000টি ফটো তুলতে পারেন, এক আকর্ষণ থেকে অন্য আকর্ষণে ছুটে যেতে পারেন, কিন্তু আপনি আপনার হৃদয়ে যা মনে রাখবেন তা হল আপনি কীভাবে স্মরণীয় মুহূর্ত তৈরি করেছিলেন।

আমার জন্য, এটি যেমন ছিল ক্যানিয়ন ডি চেলিতে স্পাইডার রক (কখনও এই মার্কিন জাতীয় উদ্যানের কথা শুনেছেন?) আমি যখন প্রথম এটি দেখেছিলাম, তখন আমি এই মহিমান্বিত প্রাকৃতিক ওবেলিস্ক এবং এটি যে সুন্দর গিরিখাতটি বসে আছে দেখে আমি উড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি আরও দুইবার সেখানে গিয়েছি এবং এখনও একই রকম অনুভব করছি।

অথবা ইসলা মুজেরেসের কথা ভাবুন, কানকুন, মেক্সিকোর বাইরের একটি ছোট দ্বীপ। উপরিভাগে, প্লেয়া নর্তে সম্ভবত মেক্সিকোর সবচেয়ে সুন্দর সৈকত, এবং এটি সর্বদা ভিড় করে এবং সেখানে নোঙর করা নৌকাগুলি উচ্চস্বরে গান বাজায়।
ভূপৃষ্ঠের নীচে, Isla Mujeres খুব আরামদায়ক, বেশ হাঁটাচলা করা যায় এবং এতে বন্ধুত্বপূর্ণ স্থানীয়, ভাল খাঁটি মেক্সিকান খাবার এবং ভাল আন্তর্জাতিক খাবার রয়েছে এবং প্রায়শই খুব সাশ্রয়ী হয়।

ইসলা মুজেরেস আমাদের ব্যক্তিগত স্বর্গ!



আপনার ব্যাকপ্যাক এবং স্নরকেল প্যাক করুন এবং চলুন

আমাদের ভ্রমণ শৈলী বছরের পর বছর ধরে বিকশিত হয়েছে। আজকাল যখন আমরা ভ্রমণ করি তখন আমরা আলো প্যাক করি এবং সাধারণত প্রতি ব্যক্তি প্রতি একটি ছোট ব্যাকপ্যাকের প্রয়োজন হয় - আমার ট্রাভেলিং লাইটগাইডদেখুন।

এই নির্দেশিকাটির সাহায্যে, আমি আপনাকে মূল্য দিতে চাই এবং আপনাকে স্মরণীয় মুহূর্ত তৈরি করার লক্ষ্যে আপনার নিজের স্বস্তিদায়ক ছুটির পরিকল্পনা করতে সাহায্য করতে চাই!

আপনার কোন প্রশ্ন বা মন্তব্য থাকলে আমার সাথে যোগাযোগ করুন.